لا اله الا الله محمد رسول الله

—পাক্ষিক—

তাহ্‌মদী

পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়ার মুখপত্র

নব পর্যায়—১৬শ বর্ষ ১৫ই ও ৩০শে মে এবং ১৫ই জুন ১৯৬২ সন সংখ্যা ১/৩

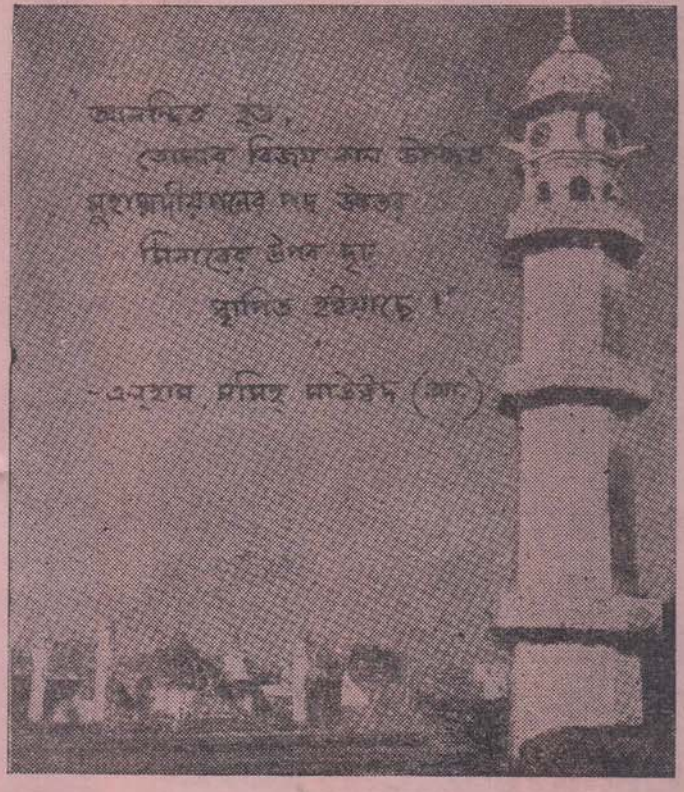

মিনারাতুল্ মসিহ্ ও মসজিদ আক্‌সা,
কাদিয়ান

'এ-লান'

"বর্ত্তমান কালে আল্লাহ্ তাআলা ইস্‌লামের উন্নতি আমার সহিত সম্বন্ধ করিয়াছেন। ধর্মের উন্নতি সর্বদাই তিনি তাঁহার খলিফার সহিত সম্বন্ধ করিয়া থাকেন। অতএব, যে ব্যক্তি আমার আদেশ পালন করিবে, সে বিজয় লাভ করিবে এবং যে অমান্য করিবে, সে পরাভূত হইবে। যে ব্যক্তি আমার অনুবর্তী হইবে, তাহার জন্য খোদাতাআলার 'রহমতের' দ্বার উন্মুক্ত হইবে এবং যে ব্যক্তি আমার পথ পরিত্যাগ করিবে, তাহার প্রতি খোদাতাআলার 'রহমতের' দ্বার রুদ্ধ করা হইবে।"—আমীরুল্ মুমেনীন হযরত খলিফাতুল্ মসিহ্ সানি (আইঃ)

সম্পাদক:—এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা—৫৲
তবলিগ কন্সেশন ৩৲

প্রতি সংখ্যা ·২৫ পয়সা
এই সংখ্যা ·৭৫ পয়সা

বিষয় সূচী

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	বর্তমান সময়কার অবস্থা সম্বন্ধে কোরান করীমের ভবিষ্যদ্বানী	১
২।	আহ্‌মদীয়া সেল্‌সেলা প্রতিষ্ঠাতার একটি এল্‌হানী ভবিষ্যদ্বানীর সফলতা	১২
৩।	ঈ'দুল্‌-আয্‌হার কুরবানী শুধু হাজীগণের জন্য ?	১৭
৪।	ঈ'দুল্‌-আযহার খুৎবা	২৫
৫।	কুরবানী সংক্রান্ত কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়	২৯
৬	হাজ্জাতুল্‌-বেদায় রসুলের (সাঃ) শেষ উপদেশ	৩৩
৭।	এবারের আহ্‌মদী হজ্‌কারী	৩৫
৮।	সেই ঈ'দ ও এই ঈ'দ	”
৯।	রাব্‌ওয়ায় ঈ'দুল্‌ আয্‌হা	৩৬
১০।	ইউরোপীয় আহ্‌মেদীয়া মিশন সমূহে ঈ'দুল্‌ আয্‌হা	৩৮
১১।	নবুওতের পদ্ধতিতে খেলাফত	৩৯
১২।	টাঙ্গানিকায় নূতন মুবাল্লেগ	৪০
১৩।	সিরালিউনের উদ্দেশ্য	”
১৪।	পূঃ পাকিস্তানের চারিজন ছাত্রের রাব্‌ওয়া যাত্রা	৪১
১৫।	এণ্ট্রোপী ও কিয়ামত	৪১
১৬।	ঢাকায় খেলাফত দিবস	৪২
১৭।	বিশ্বময় মস্‌জিদ নির্মাণ	”
১৮।	পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইস্‌লাম প্রচার	৪৪
১৯।	টিটফের মহাশূন্য পরিক্রমন	৪৬
২০।	সম্পাদকীয়	৪৮

For

COMPARATIVE STUDY

Of

World Religions

Best Monthly

"The Review of Religions"

Published from

Rabwah (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্মদী

ন্ব পর্য্যায় ঃ ১৬শ বর্ষ ঃ ১৫ই ও ৩১শে মে এবং ১৫ই জুন ১৯৬২ সন ১-৩ সংখ্যা

বর্ত্তমান সময়কার অবস্থা সম্বন্ধে

কোরআন করিমের ভবিষ্যদ্বাণী

গ্রহে রকেট নিক্ষেপ ইস্লামের সত্যতার নিদর্শন

—আখওন্দ্ ফাইয়ায আহ্মদ, লাহোর

মহাশূন্যে গিয়া ও ইস্লামের শিক্ষা ভেদ করিতে পার না

বর্তমান সময়ে খোদাতা'লার নিয়োজিত রুহানী ইমাম মুস্লেহ্ মাওঊদ হযরত খালিফাতুল্ মসিহ্ সানী (আল্লাহ্-তা'লা তাঁহাকে দীর্ঘায়ু দিন এবং শক্তিমান হস্তে তাঁহাকে সাহায্য করুন) আমেরিকা ও রাশিয়ার কৃত্রিম গ্রহ তৈরী বা চাঁদে রকেট নিক্ষেপের সফলতা লাভের দাবীর পূর্বে ১৯৫৭ সনে প্রকাশিত তাঁহার রচিত কোরআন্ করীমের তরজমা ও টিকা— 'তফ্সীরে সগীরে'— সুরাহ রাহ্মানের একটি আয়েতের যে তফসীর করিয়াছেন, মূলতঃ উহাকে কেন্দ্র করিয়া আমরা এই প্রবন্ধখানি লিখিতেছি। সুরাহ্ রাহ্মানে বর্তমান সময় সম্বন্ধে অনেকগুলি

ভবিষ্যদ্বাণী আছে। ইহার ৩৪ নং আয়েত আমাদের প্রধান কেন্দ্র। সেই আয়েতটি এই ঃ—

"ইয়া মা'শারাল জিন্নে ওআল ইন্‌সে ইনিস্‌ তাতা'তুম্‌ আন্‌ তানফুযু মিন্‌ আক্‌তারিস্‌ সামাওয়াতে ওয়াল আরযে, ফান্‌ফুযু লা-তান্‌ফুনা ইল্লা বে-সুলতান।"

অনুবাদ ঃ "হে জ্বেন ও ইন্‌সের দল, যদি তোমাদের শক্তি থাকে যে, তোমরা আকাশরাজি ও পৃথিবীর কিনারাগুলি হইতে বাহির হইয়া যাও, তবে বাহির হইয়া পড়। তোমরা প্রমাণ ছাড়া কখনো বাহির হইতে পারিবে না।" (৫৫ ঃ ৩৪ আয়েত)

তফ্‌সীর ঃ 'জ্বেন', ধনিক সম্প্রদায় এবং 'ইন্‌স্‌', সর্ব সাধারণ। সুতরাং আজকাল এক দিকে আছে ধনিকের দল, অর্থাৎ কেপিট্যালিজম এবং অন্য দিকে আছে প্রোলিটারিয়েট অর্থাৎ জন সাধারণের দল – অন্য কথায়, রাশিয়া। উভয় দলই এমন রকেট তৈরী করিতেছে, যদ্বারা আকাশীয় গ্রহগুলি পর্যন্ত পৌঁছা যায়। কিন্তু খোদা-তা'লা বলেন, তাহারা ইহাতে কৃতকার্য হইতে পারিবে না। খুব বেশী ঐ সকল গ্রহ পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিবে, যে সকল গ্রহ এই পৃথিবী হইতে খোলা চোখে দেখা যায়। খোদা-তা'লা আরো বলেন যে, "তোমরা প্রমাণ ছাড়া বাহির হইতে পারিবে না।" অর্থাৎ, "আকাশীয় শিক্ষার প্রতিযোগিতা তোমরা শক্তি দ্বারা করিতে পার না এবং তোমাদের শক্তিবলে তাহা হইতে আযাদ হইতে পার না। শুধু একটি মাত্র উপায় আছে। যুক্তি প্রমাণ দিয়া 'আকাশীয় শিক্ষাকে' পণ্ড কর। 'তফ্‌সীরে সগীর,' ১১৩৫ পৃঃ ৩, ৪, ৫ ও ৭ নং নোট)

অন্য কথায়, রাশিয়া বা অন্য কোন শক্তির চাঁদ বা কোন নিকট গ্রহে রকেট নিক্ষেপে সফলতা কোরআন মজীদ এবং ইসলামের সত্যতার অন্যতম নিদর্শন বটে। কোরআন করীম মহাশূন্যে গমনের সম্ভবপরতা এবং ইহাতে সফলতার সীমার প্রতি ১৪০০ বৎসর পূর্বে সঙ্কেত করিয়াছিল। হযরত খলিফাতুল্‌-মসিহ্‌ সানী আল্‌-মুস্‌লেহ্‌ মাওউদ (আইয়্যেদাহুল্লাহু-তা'লা) জগদ্বাসীকে ইহারই প্রতি পথ-প্রদর্শন করেন এবং বলেন যে, আকাশীয় শিক্ষা—অর্থাৎ 'অহি এল্‌হাম' এবং কোরআন করীম প্রদর্শিত পথ ত্যাগ করিয়া তাহাদের কোনই উন্নতি হইবে না, বরং তাহাদের সবই পণ্ডশ্রম হইবে। মোকাবেলায় নয়, ঐশী শিক্ষা গ্রহণেই মাত্র মঙ্গল। নচেৎ যাহা অনিবার্য, তাহা তো হইবে। বোধ করিবে কে ?

মহাশক্তিদ্বয়কে অবকাশ দান

একথা বিশেষ পূর্বক প্রণিধান যোগ্য যে, এই আয়েতের পূর্বে বলা হইয়াছে, 'সানাফ্‌রুগু লাকুম্‌ আইয়্যুহাস্‌ সাকেলান"—"ওহে দুইটি প্রধান শক্তি, আমরা তোমাদের জন্য অবসর গ্রহণ করিতেছি।" (৫৫ ঃ ৩২) আরবী ভাষা অনুসারে 'নাফ্‌রুগু' অর্থ 'না'মুহু'ও হয়। অর্থাৎ, "আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতি মনোযোগ করিব।" কাহারা সেই প্রধান দুই শক্তি ? হযরত আমীরুল্‌ মুমেনীন মুসলেহ মাওউদ বলেন, ইহারা "রাশিয়া ও আমেরিকা শক্তিপুঞ্জ।" (তফসীর সগীর, ১১৩৫ পৃঃ ১ নং টীকা) ইহাদিগকে বলা হইয়াছে, 'কিছু দিন অবকাশ দিয়া উভয়কেই ধ্বংস করিব।" ইহাই 'সানাফ্‌রুগু'—'আল্লাহ্‌-তা'লার অবসর নেওয়ার এবং মনোযোগী হওয়ার' তাৎপর্য। (ঐ পৃঃ ২ নং টীকা) বিশ্বের এই দুই মহাশক্তির হাতেই বর্তমানে বিশ্বের শান্তি ও বিশ্ববাসীর মঙ্গল নির্ভর করিতেছে। ইহার বিপরীত দিকে যাওয়া হইতে সতর্ক করিবার

উদ্দেশ্যেই এই বাণী। ইহারাই মহাশূন্যে গমনের অগ্রদূত। ইহাদের শক্তিগুলি অনাচার, অমঙ্গলের দিকে ব্যয় হইতে ক্ষান্ত না হইলে এবং খোদাকে ভয় না করিলে—অবশ্যই এই সকল ভীতি-প্রদ ভবিষ্যদ্বাণী ভীষণাকৃতি ফল প্রদর্শন করিবে।

অনেকের ভুল বুঝা দূরীকরণার্থে এবং কোরআন করীমের এই ভবিষ্যদ্বাণী যে কোন আকস্মিক উক্তি নয় এবং এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে কোরআন করীমের বর্ণনার যে ধারাবাহিকতা রহিয়াছে, তাহা উন্মুক্ত করিবার নিমিত্ত আমরা আরো কিছু অগ্রসর হইতেছি।

সুরাহ্ রাহ্মানের আরো সাক্ষ্য

কোরআন শরীফ হইতে জানা যায় যে, পৃথিবীতে যখন আন্তর্গ্রাহিক ভ্রমনের প্রচেষ্টা চলিবে, তখন ঐযুগে সত্যের বিরুদ্ধাচরণকারী জাতিগুলির ভয়াবহ পরিণামের সময় নিকটবর্তী হইবে। আমরা সুরাহ্ রাহ্মানেরই উপরে উদ্ধৃত আয়াতগুলির পরবর্তী কয়েকটি আয়াত উদ্ধৃত করিতেছি। খোদা-তা'লা বলেন ঃ—

"য়ুরসালু আলাইকুমা শুয়ায়ুম্ মিন্ নারেওঁ ও নাহাসুন্ ফালা তান্তাসেরান।"

অর্থাৎ, (সেই ধ্বংস লীলার পূর্বাভাস স্বরূপে) "তোমরা দুইয়ের উপর এক অগ্নি-শিখা নিক্ষিপ্ত হইবে এবং তাম্রও নিক্ষিপ্ত হইবে।" (৫৫ ঃ ৩৭) অর্থাৎ কসমিক বর্ষণ, বোমাপাত প্রভৃতি হইবে। তারপর

"ফা ইযান্ শাক্কাতিস্ সামাউ ফাকানাত
ওয়ার্দাতান্ কাদ্দেহান্ * * * হামিন আন।"

অনুবাদ ঃ "যখন আকাশ বিদীর্ণ এবং লৌহিত চর্মের ন্যায় হইয়া পড়িবে, (তখন শেষ মীমাংসার সময় উপস্থিত হইবে)। (৩৮ আয়েত)

"এখন তোমরা উভয়েই বল যে, তোমরা তোমাদের স্রষ্টা ও পালনকর্তা— তোমাদের উন্নতি দাতা প্রভুর দান সমূহের মধ্যে কোনটি অস্বীকার করিবে?" (৩৯ আয়েত)

"সেই শেষ মীমাংসার সময় সাধারণ মানুষকেও তাহার পাপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে না এবং জ্বেনকেও করা হইবে না।" (৪০ আয়েত)

নোট ঃ— প্রবন্ধের প্রারম্ভে সাধারণ 'মানুষ' ও 'জ্বেন' সম্বন্ধে ৩৪ নং আয়াত প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, ইহারা যথাক্রমে রাশিয়া প্রোলিটারিয়েট এবং পুঁজিবাদী আমেরিকা। অন্যান্য জাতিগুলি ইহাদের দুইয়েরই আশ্রিত বা পক্ষভুক্ত। 'আকাশ বিদীর্ণ হওয়া' অর্থে 'মহাশূন্য তত্ত্ব প্রকাশ' এবং 'কোরআন করীমের আধ্যাত্মিক তত্ত্বাবলী ও শিক্ষার প্রচার' বুঝায়। এ সম্বন্ধে পরে আরো বলা হইবে কোরআন করীমের আরো আয়াতের সাহায্যে। 'আকাশ' এক তো 'জড় আকাশ', আর 'আধ্যাত্মিক তত্ত্বাবলী' বা 'রুহানী শিক্ষা' বুঝায়। ৪০ নং আয়েতে 'পাপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা না করা' অর্থ, ইহাদের পাপের শাস্তি ইহাদিগকে আপনাপনি ঘেরাও করিবে— জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হইবে না।

"অপরাধিগণ তাহাদের চেহারার লক্ষণ সমূহের দ্বারা পরিচিত হইবে এবং তাহাদের মাথার চুল এবং পায়ের দ্বারা পাকড়াও হইবে।" (৪২ আয়েত)

"এখন তোমরা বল যে, তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভুর দান সমূহের কোন কোনটী অস্বীকার করিবে? (৪৩ আয়েত)

"এই সেই নরক, যাহা অপরাধিগণ অস্বীকার করিতেছে।" (৪৪ আয়াত)

"(যখন উহাতে প্রবেশের সময় উপস্থিত হইবে) তাহারা উহার (অর্থাৎ নরকের) মধ্যে এবং উত্তপ্ত জলের মধ্যে ঘুরিতে থাকিবে।" (৪৫ আয়েত)

ইহার এক অর্থ এই যে, সব দিক দিয়া কেবল বিপদই বিপদ দেখিবে। যুদ্ধের জন্য পূর্ণ বেগে তৈরী

করিতে থাকিবে। তখন এক দিকে অর্থ নৈতিক বিপজ্জালে নিপতিত হইবে এবং অন্য দিকে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হওয়া পরিত্যাগ করিলে, যুদ্ধে শত্রুর কবল গ্রস্ত হইবে। ('তফসীরে সগীর' ১৩৫৭ পৃঃ টীকা) প্রথমতঃ, এই অবস্থা ঘটিবে। তারপর, যাহা ঘটিবার ঘটিবে।

প্রবন্ধের এই স্থানে সমাপ্ত করিলেও মুল বিষয় নির্ণয়ে কোনই অসুবিধা হইত না। কিন্তু কোরআন করীমের ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের মাহাত্ম্য প্রকাশ এবং স্পষ্টভাবে বোধগম্য করা এবং উপদেশ গ্রহণ-কারীদের উপদেশ গ্রহণের সাহায্যার্থে আমরা ঐশী বাণীর আরো গভীর ব্যাখ্যায় ব্যাপক উদ্ধৃতি সহ মনোনিবেশ করিব।

সুরাহ্ নাজ্‌মের ভবিষ্যদ্বাণী

প্রকৃত পক্ষে, একান্ত ধারাবাহিকতা সহ আমাদের বর্তমান যুগের ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী সুরাহ্ নজম, সুরাহ্ কমর, সুরাহ্ রাহ্‌মান এবং সুরাহ্ ওয়াকেয়াতে আরো বহু সুরাহের ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে। সুরা নজ্‌মের প্রাথমিক আয়েতগুলি অনুবাদ ও সংক্ষেপ টীকা সহ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

"ওয়ান্ নায্‌মে ইযা হাওয়া। মা যাল্লা সাহেবুকুম্ ওমা গাওয়া"

অনুবাদ ঃ 'আমি দিব্য করিতেছি সপ্তর্ষি মণ্ডল সুরাইয়া নক্ষত্রের, যখন ইহা (আধ্যাত্মিক সঙ্কেত স্বরূপ) নীচে আসিবে (অর্থাৎ, আমি ইহাকে একথার সাক্ষ্য স্বরূপে উপস্থিত করিতেছি যে), তোমাদের সাথী পথ ভ্রান্তও নহেন এবং বিপথাচারীও নহেন। (৫৩ ঃ ২-৩)

ইহাতে রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের একটি ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি ইশারা করা হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন ঃ—

"লাউ কানাল্ ইমানু মোয়াল্লাকাম্ বিস্-সুরাইয়া লা-নালাহু রাজুলুম্ মিন ফারেস।"

অর্থাৎ, "যদি ইমান উড়িয়া সুরাইয়াতে (সপ্তর্ষি মণ্ডলেও) প্রস্থান করে, তবু এক জন পারস্য বংশীয় ব্যক্তি ইহা সেখান হইতে ফিরাইয়া আনিবেন।" অর্থাৎ, যখন তিনি প্রকাশিত হইবেন. তখন সকলেই জানিতে পারিবে যে, মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের শিক্ষা পূর্ণাঙ্গীন ছিল। তিনি পথ ভুলেন নাই, তিনি বিপথেও যান নাই এবং তিনি হীন প্রবৃত্তি মূলক আকাঙ্খাদির অধীন হন নাই। ('তফসীরে সগীর' ১১৮ পৃঃ টীকা)

তারপর, এই সুরাহের শেষ রুকুতে খৃষ্টানদের ভ্রান্ত ধর্ম বিশ্বাস অপনোদন স্বরূপে বলা হইয়াছে ঃ

"আম্‌লাম য়ুনাব্বা ফিস্ সুহুফে মুসা ও ইব্রাহীমা * * * ইলা রাব্বেকা মুন্‌তাহা।"

অনুবাদ ঃ "তাহাকে কি মুসা এবং বিশ্বস্ত ইব্রাহীমের কেতাবগুলিতে যাহা আছে, তাহার জ্ঞান দেওয়া হয় নাই? (৩৭ ৩৮ আয়েত)

"(তাহা হইতেছে এই যে) কোন বোঝা বহনকারী আত্মা অন্যের বোঝা বহন করিতে পারে না এবং মানুষ তাহাই লাভ করে, যাহার জন্য চষ্টা করে।" (৩৯-৪০ আয়েত)

নোট ঃ— এখানে প্রায়শ্চিত্তবাদের (Doctrine of Atonement এর) খণ্ডন করা হইয়াছে। অতঃপর, বলা হইয়াছে ঃ—

(ঐ সকল গ্রন্থে ইহাও লিখিত আছে যে,) 'সে (অর্থাৎ, মানুষ) তাহার চেষ্টার ফল অবশ্যই দেখিতে পাইবে এবং তাহাকে পূরাপুরি প্রতিফল দেওয়া হইবে। (৪১-৪২ আয়েত) এবং ইহাও (লিখিত) আছে যে, (পূর্ববর্তী এবং বর্তমান সময়ের সমগ্র জাতিগুলির)

শেষ মীমংসা তোমার স্রষ্টা ও পালনকর্তার হাতেই আছে।" (৪৩ আয়াত)

এই আয়াতগুলির পরে আল্লাহ্-তা'লা হযরত নূহের (আঃ) জাতি এবং 'আদ' ও 'সমুদ' জাতিদের ভয়াবহ পরিণাম স্মরণ করিয়া দিয়া বলিতেছেন ঃ—

"ফাবে আইয়ে আলায়ে রাব্বিকা তাতামারা। হাযা নাযিরুম্ মিন্ নুযুরিল্ উলা। আযেফাতিল আযেফাতু। লাইসা লাহা মিন্ দুনিল্লাহে কাশেফাতু"

অনুবাদ ঃ "সুতরাং, তুমি তোমার স্রষ্টা ও পালনকর্তার দান সমূহের মধ্যে কোন্ কোন্ দান সম্বন্ধে সন্দেহ করিবে ?

"আমাদের এই রসুলও পূর্ববর্তী রসুলগণের ন্যায়ই এক জন রসুল।"

"(এই জাতি সংক্রান্ত শেষ মীমাংসার) সময় নিকটবর্তী হইয়াছে।"

"আল্লাহ্ ব্যতীত কোন সত্তাই) ইহাকে টলাইতে পারিবে না।" (৫৩ঃ ৫৬-৫৯)

সুতরাং, যেহেতু সুরাহ্ নাজমের প্রারম্ভিক আয়েতে হযরত মসিহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের আগমন সম্পর্কে ইশারা করা হইয়াছে, সেজন্য সুরাহের শেষ রুকুতে খৃষ্টান মতবাদ প্রসঙ্গে 'হাযা নাযীরুম্ মিন্ নুযুরিল্ উলা" (তোমাদের এই রসুলও পূর্ববর্তী রসুলগণের ন্যায় একজন রসুল') বলায় ইহাই নির্দেশ করে যে, ইহা হযরত মসিহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সালামের উপর প্রযোজ্য। কারণ, 'সুরাইয়া নক্ষত্র' হইতে তিনিই ঈমান ফিরাইয়া আনিলে পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ওসাল্লামের আগমনের পূরাপুরি উদ্দেশ্য ও তাঁহার বার্তা সম্বন্ধে সকল সন্দেহের অবসান হওয়া সুরাহের প্রথমেই বলা হইয়াছে এবং তখনি শেষ মীমাংসা হওয়ারও কথা। আলোচ্য আয়েতের পূর্বোক্ত আয়েতেও তাহাই বলা হইয়াছে এবং "আযেফাতিল্ আযেফাতু" (অর্থাৎ 'এই জাতি সংক্রান্ত শেষ মীমাংসার সময় নিকটবর্তী হইয়াছে") আয়েতটিতেও প্রাধানতঃ খৃষ্টান জাতিগুলির পরিণাম সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে। সুতরাং, আলোচনাধীন আয়েতে যে 'নাযীর' ('সতর্ককারী,' অর্থাৎ রসুলের) সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি সেই "সতর্ককারীই," যাঁহার আগমনে বর্ত্তমান যুগে আল্লাহ্-তাআলা বলিয়াছেন ঃ—

"পৃথিবীতে এক জন সতর্ককারী (নাযীর) 'আসিয়াছেন, পৃথিবী তাঁহাকে গ্রহণ করে নাই ; কিন্তু খোদা তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন এবং মহা-শক্তিশালী আক্রমণ সমূহ দ্বারা তাঁহার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিবেন।" (তযকেরাহ্,' ১০৮ পৃঃ)

সুরাহ কমরের সাক্ষ্য ঃ

অতঃপর, সুরাহ্ কমর। ইহা নিম্নলিখিত আয়েতটি দ্বারা শুরু হইয়াছে ঃ—

"একতেরাবাতিস্ সাআ'তু ও আন-শাক্কুল কামারু"

অনুবাদ ঃ 'ধ্বংসের সময় উপস্থিত হইয়াছে এবং চাঁদ বিদীর্ণ হইয়াছে।" (৫৪ঃ২)

'চাঁদ ফাটা' বা 'চাঁদ বিদীর্ণ হওয়া' সত্যের অস্বীকারকারী— সমসাময়িক ধর্ম নেতার শত্রুগণের ধ্বংসের সময় নিকটবর্তী হওয়ার লক্ষণ বটে।

কোরআন করীমের ব্যবহৃত ভাষার রীত্যানুযায়ী চাঁদ সম্বন্ধে কোন নূতন জ্ঞান, চিহ্ন বা নিদর্শনাবলীর প্রকাশও "চাঁদ ফাটা" বুঝাইতে পারে, যেমন সুরাহ্ ইন্‌শেকাকের আয়েত 'ইযাস্ সামাউন্ শাক্কাৎ" "যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে") দ্বারা আধ্যাত্মিক

ভাবে উপর্যুপরি আকাশীয় নিদর্শনাবলীর প্রকাশ এবং প্রাকৃতিক উপায়ে গ্রহ নক্ষত্র সম্বন্ধে নূতন নূতন তত্ত্ব উদঘাটন বুঝায়। সুতরাং, সুরাহ্ কমরের প্রথম আয়েতের অর্থ হইল, যখন চাঁদ সম্বন্ধে কোন নূতন বিশেষ তত্ত্ব জানা যাইবে—যাহা একটি সম্পূর্ণ অজানিত তত্ত্বাবিষ্কার হইবে—তখন তাহা ধর্মদ্রোহী ও ইসলামের প্রতি শত্রুতা পরায়ণ জাতিদের ধ্বংসের আলামত হইবে।

এখন সকলেই জানে যে রাশিয়া রকেটগুলির সহযোগে এই দাবী করিয়াছে যে, চাঁদের যে পার্শ্ব আজ পর্যন্ত পৃথিবীবাসী অনবহিত ছিল, উহার ফটো নেওয়া হইয়াছে এবং এইবার সর্বপ্রথম পৃথিবীবাসী চাঁদ সম্বন্ধে বহু তথ্য অবগত হইল।

সুতরাং, সুরাহ্ কমরে বর্ণিত 'ধ্বংস হওয়ার সময় উপস্থিত' ('এক্‌তেরাবাতিস্ সাআ'তু') ভবিষ্যদ্বাণী, যাহা 'চাঁদ ফাটার" ('এন্‌ষেকুল্ কামার') ভবিষ্যদ্বাণীর সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল, উহার সম্বন্ধ হইতেছে মসিহ্ মাওউদের সহিত, অর্থাৎ আমাদের সময়ের সহিত। ইহার আরো প্রমাণ পাওয়া যায়, সুরাহ্ নজ্‌মের বর্ণিত বিষয়ের ধারাবাহিক সম্মিলিত সম্বন্ধে। দৃষ্টান্ত স্থলে, পরবর্তী আয়াতগুলিতে খোদা-তা'লা বলেন ঃ— "ও ইঁয়য়ারাও আয়াতান্ ইয়ুরেয়ু ও ইয়াকুলু * * * ফামা তুগনিন্ নযুরু। ফাতাওল্লা আন্‌হুম্ ইয়াওমা ইয়াদ্‌উদ্ দায়ে, ইলা শাই-ইন নুকরিন।"

অনুবাদ ঃ "এবং তাহারা কোন নিদর্শন দেখিলে নিশ্চয়ই মুখ ফিরাইবে এবং বলিবে যে, ইহা শুধু একটি প্রবঞ্চনা মাত্র, যাহা সর্বদাই হইয়া আসিতেছে।

"এবং তাহারা অস্বীকার করিল এবং তাহাদের হীন প্রবৃত্তিগুলির পিছনে চলিল। আর প্রত্যেক কাজের জন্যই একটি সময় নির্দিষ্ট থাকে।

"এবং তাহাদের নিকট এমন বিষয়গুলি উপস্থিত হইয়াছে, যেগুলিতে সতর্ক করিবার উপকরণ বিদ্যমান ছিল—

"প্রভাবকারী জ্ঞানের কথাও ছিল। কিন্তু (দুঃখের বিষয়) 'সতর্ককারিগণ' তাহাদের কোনই উপকার করিতে পারিলেন না।

"সুতরাং, তুমি উহাদিগ হইতে মুখ ফিরাও এবং ঐ সময়ের অপেক্ষা কর, যখন কোন এক অপছন্দনীয় বিষয়ের প্রতি (অর্থাৎ, আযাবের দিকে) আহ্বানকারী তাহাদিগকে আহ্বান করিবেন।"

(৫৪ঃ৩—৭ আয়েত)

অভিষিক্ত ব্যক্তিগণ :

অন্য কথায়, আল্লাহ্-তা'লা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামকে জানাইয়াছেন যে, ধর্মদ্রোহী ও ইসলাম বিরোধী জাতিগণের উপর আল্লাহ্-তাআলার শেষ 'আযাব' পরে উপস্থিত হইবে, যখন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের অনুবর্তিতা দ্বারা আরো কোন কোন অভিষিক্ত ব্যক্তি পৃথিবীতে আসিয়া এই জাতিগুলিকে ভয় প্রদর্শন করিবেন। কিন্তু "ফা-মা তুগ্‌নিন নযুরু" — এই জাতিগুলি আঁ-হযরত (সাঃ) এবং আঁ-হযরতের (সাঃ) প্রতিনিধি-গণের শিক্ষা সমূহের দ্বারা কোনই উপকার লাভ করিবে না।

'আন্-নুযুরু' — (সতর্ককারিগণ) 'আন্-নাযিরু' (সতর্ককারী, নবী ও রসুল) শব্দের বহু বচন। সুতরাং, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের পর পৃথিবীতে আরো 'নাযীরগণ' আসিবার ছিলেন এবং তাঁহাদিগকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিবার পর ধর্মদ্রোহী জাতিগুলি (অর্থাৎ, 'ইয়াজুজ ও

মাজুজ' –রাশিয়া ও আমেরিকা শক্তিপুঞ্জ আল্লাহ্-তাআলার শেষ আযাব প্রাপ্তির যোগ্য হইতে পারে। তাহারা আমেরিকার ডুইয়ের ভয়াবহ মৃত্যু, মহাসমরাবলী এবং ভূকম্পন প্রভৃতি বহু নিদর্শন দর্শন করিয়াছে এবং বিশ্বময় ইস্‌লামের সুসংবাদ-দাতাগণ খোদার ধর্মের দিকে আহ্বানে ব্যপৃত আছেন।

উপরের উদ্ধৃত আয়াতগুলি হইতে ইহাও প্রমাণিত হয় যে শেষ যুগে কাফেরদিগকে 'আযাবের' দিকে আহ্বানের, তথা সাজা দেওয়ার জন্য আল্লাহ্-তা'লা এক ব্যক্তিকে আবির্ভূত করিবেন। কোরআন করীমে 'ইয়াজুজ ও মাজুজকে' শাস্তিদাতার নাম 'যুল্‌কারনাইন' রাখা হইয়াছে। খোদা-তা'লা বলিয়াছেন ঃ—

"কুল্‌না ইয়া যাল্‌-কারনাইনে ইম্মা আন তু-আযযেবা ও ইম্মা আন্ তাত্তাখেযা ফিহিম হুস্‌না। কাল আম্মা মান্ যালামা ফাসাওফা নুআযযেবুহু সুম্মা য়ুরাদ্দু ইলা রাব্বেহী ফা-য়ুআযযেবুহু আযাবান নুকরা।"

অনুবাদ ঃ "আমরা (তাহাকে) বলিলাম, হে যুলকারনাইন, তোমাকে অনুমতি দেওয়া হইতেছে যে তুমি তাহাদিগকে শাস্তি দাও, কিংবা তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার কর।

"সে (যুলকারনাইন) বলিল, (হাঁ, আমি এইরূপই করিব এবং) যে অত্যাচার করিবে, তাহাকে তো আমি নিশ্চয়ই শাস্তি দিব—অতঃপর, সে (অত্যাচারী) তাহার স্রষ্টা ও প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাগমন করিবে এবং তিনি তাহাকে ভীষণ শাস্তি দিবেন।" (১৮ঃ৮৭-৮৮)

এ যুগের যুল্‌কারনাইন

আমাদের যুগে হযরত মসিহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সালাম 'যুলকারনাইন' হওয়ার দাবী করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ—

"সুতরাং, আমি সত্য সত্য বলিতেছি যে, কোরআন শরীফের ভবিষদ্বাণী অনুযায়ী সেই 'যুল্-কারনাইন' আমিই, যিনি প্রত্যেক জাতিরই শতাব্দীগুলি প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

('যমীমা, বারাহীনে আহ্‌মদীয়া', পঞ্চম খণ্ড)

তারপর, হযরত মসিহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সালাম তাঁহার পরে তাঁহার মিশন— তাঁহার আগমন উদ্দেশ্যের সফলতা এবং বিশ্বের কোণে কোণে পর্যন্ত ইস্‌লামের মাহাত্ম্য প্রকাশার্থে একজন অতি মহান্ পুত্রের সুসংবাদ দিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধেএল্‌হাম এই যে, সেই ধর্ম সস্কারক প্রতিশ্রুত পুত্র "ঐশী প্রতাপ (জালাল) প্রকাশের কারণ হইবেন।" ('তায্‌কেরা', ১৪৪ পৃঃ)

তাঁহার সম্বন্ধে আরো এল্‌হাম এই ঃ—

"আমি তাহার মধ্যে আমার আত্মা (বাণী) নিক্ষেপ করিব। খোদার ছায়া তাহার শীরে থাকিবে। সে শীঘ্র শীঘ্র বর্ধিত হইবে। বন্দিগণের মুক্তির হেতু হইবে এবং বিশ্বের কোণে কোণে খ্যাতি লাভ করিবে। জাতিগণ তাহার নিকট হইতে আশীষ প্রাপ্ত হইবে।" ('তায্‌কেরা', ১৪৪ পৃঃ)

এই এল্‌হামগুলি কোরআন শরীফের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে দ্বিতীয় 'যুল্-কারনাইনের মধ্যে' পাওয়া যাইবে।

'আন্-নুযুরগণ' কে?

সুতরাং, সেই "আন্-নুযুর" 'সতর্ককারীগণ', যাঁহাদের শিক্ষা ও সাহায্য হইতে বর্তমান জাতিগুলি ফল লাভ করিবে না, তাঁহারা হইতেছেন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওস্‌সাল্লাম, হযরত

মসিহ্ মাওঊদ আলাইহেস্ সাল্লাম্ এবং আল্-মুস্লেহ্ মাওউদ আইয়্যেদাহুল্লাহু-তা'লা বি-নাস্রিহিল্ আযীয।

সুরাহ্ কমরে "ইয়াওমা ইয়াদ্উদ্ দায়ে" (আহ্বানকারী আহ্বান করিবেন — ৫৪ঃ৭) বলিবার পর আল্লহ্-তা'লা বলিয়াছেন ঃ—

"খুশ্শা-আন্ আব্সারুহুম ইয়খরজুনা মিনাল্ আজ-দাসে কাআন্নাহুম্ জারাদুম্ মুন্তাশের।"

অনুবাদ ঃ "তাহাদের চক্ষুগুলি নত হইবে এবং তাহারা কবর হইতে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায় বাহির হইবে।" (৫৪ঃ৮) অপিচ, বর্তমান যুগে আল্-মুস্লেহুল্ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে আল্লাহ্-তা'লার ওহি হইতেছে এই ঃ —

"যাহাতে তাহারা যাহারা জীবন লাভের আকাঙ্খা করে, মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পায় এবং যাহারা কবরের মধ্যে অবস্থান করিতেছে, বাহির হয় এবং যাহাতে ইস্লাম ধর্মের সম্মান এবং ঐশী-বাণীর মর্য্যাদা লোকের নিকট প্রকাশিত হয়।" ('তায্কেরা', ১৪২ পৃঃ)

'কবর হইতে বাহির হওয়া' অর্থ ইস্লাম এবং কোরআন করীমের সত্যতা ও মাহাত্য স্বীকার। যাহারা ঐশী 'জালাল' এবং 'আযাব' প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে ইস্লাম গ্রহণ করিবে, অন্য কথায় তাহারা জীবন লাভ করিবে। আর যাহারা আল্লাহ্-তা'লার প্রেরিত ব্যক্তিগণকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিতে থাকিবে এবং তাঁহাদের ও তাঁহাদের সুসংবাদ বাহকগণের বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকিবে, অবশেষে তাহারা আযাবগ্রস্ত হইবে। যখন তাহাদের শক্তি নাশ হইবে এবং ইস্লামের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠায় আর বাধা দিতে পারিবে না, তখন তাহাদের ঐ অবস্থাই হইবে, যাহা উপরে উদ্ধৃত কোরআন করীমের আয়াতগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে।

সুরাহ্ নাজ্মের ও সুরাহ্ কমরের সম্মিলিত সাক্ষ্য

ইহাও অত্যন্ত গভীরভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, পূর্ববর্তী সুরাহ্ নাজ্মের ন্যায় আলোচ্য সুরাহ্ কমরেও আল্লাহ্-তা'লা নূহের জাতি এবং আদ ও সামুদের পরিণামের কথা স্মরণ করাইয়াছেন। তাহা ছাড়া, লূথের জাতির, ফির্আউনের সাথীদের এবং আঁ-হযরত (সাঃ আঃ)-এর মুকাবিলাকারীদের ভয়াবহ পরিণামের বিষয়ও বর্ণনা করিয়াছেন এবং প্রত্যেক নূতন যুগে সত্যের বিরুদ্ধাচারীদের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন ঃ "ও লাকাদ্ আহ্লাক্না আশ্য়িআকুম্ ফাহাল্ মিন্ মুদ্দাকের।"

অনুবাদ ঃ 'এবং আমরা তোমাদের মত জাতি-গুলিকে পূর্বেও ধ্বংস করিয়াছি এবং (ইহা জানিতে পারিয়া) কেহ উপদেশ গ্রহণ করিবার আছে?" (৫৪ঃ৫২

অর্থাৎ, এই আয়েত আমাদের সময়ের বিরুদ্ধা-চারীদের ভাবিবার জন্য আহ্বান করিতেছে।

সুরাহ্ রাহ্মানোক্ত মহাশক্তিদ্বয়

সুরাহ কমরের পরে হইতেছে সুরাহ্ রাহ্মান। এই প্রবন্ধে আলোচিত বিষয়ের প্রয়োজনের দিক হইতে সুরাহ্ রাহ্মান হইতে প্রথমেই উদ্ধৃতি দিয়া আমরা প্রবন্ধটি আরম্ভ করিয়াছি। তারপর, পরিবেশের সহিত আনুপূর্বিক ব্যাখ্যা দ্বারা এই তত্ত্ব উদ্ঘাটনের চেষ্টা করিয়াছি যে, সুরাহ্ রাহ্মানের ৩২নং আয়েতে যে 'দুই মহাশক্তি' ('সাকেলান') সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে, তাহাতে কোরআন করীমের 'সুরাহ্ কাহাফে'বর্ণিত 'ইয়াজু-মাজুজ' দুই মহাশক্তি--রাশিয়ান ও আমেরিকান জুটকেই বুঝায়। সুরাহ্ রাহ্মানে

ইহাদিগকেই "আইয়ুহাস্ সাকেলান্" (হে প্রধান শক্তিদ্বয়) বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে এবং আনুপূর্বিক ইহাই নির্ণীত হইতেছে যে, পৃথিবী এই দুই বিরুদ্ধ মহাশক্তিপুঞ্জে বিভক্ত হইয়া পড়িলে এবং ইহারা উভয়ে ঐশী বাণী প্রদত্ত শিক্ষার ও সত্যের বিরুদ্ধাচরণে আল্লাহ্-তা'লা ইহাদের ধ্বংস শুধু আকাশীয় নিদর্শনাবলী ও উপকরণের দ্বারা আনয়ন করিবেন।

সুরাহ্ ওয়াকেয়ার ভবিষ্যদ্বাণী— তিন দল

সুরাহ্ ওয়াকেয়াতে ঐ সকল ঘটনার কথাই বর্ণিত হইয়াছে যাহা পূর্বোল্লিখিত সুরাহ্গুলিতে ধর্মের বিরুদ্ধাচারী বিশ্বের মহাশক্তিশালী জাতিগণের পরিণাম সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলি পূর্ণ হওয়ার পর উপস্থিত হইবে। তখন বিশ্বের দুই মহাশক্তির পর্বতাকার ক্ষমতাগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে এবং পৃথিবী নিম্ন বর্ণিত তিন দলে বিভক্ত হইবে ঃ—

"ইযা ওয়াকেআতুল্ ওয়াকেআতু * * * ফি জান্নাতিন্ নায়ীম।"

অনুবাদ ঃ 'যখন সেই (বিষয়) যাহা হওয়া অনিবার্য্য বলিয়া শেষ মীমাংসা করা হইয়াছে কার্য্যতঃ ঘটিবে, উহার সংঘটনকে উহার নির্দ্দিষ্ট সময় হইতে টলাইবার কোনই (জিনিষ) নাই — উহা কাহাকেও কাহাকেও নীচু করিবে এবং কাহাকেও কাহাকেও উঁচু করিবে। সেই দিন পৃথিবী প্রকম্পিত হইবে এবং পর্বতগুলিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করা হইবে। অতঃপর, এমন হইয়া পড়িবে যেন বায়ু মণ্ডলে ঘূর্ণিমান অনু সমূহ। এবং তোমরা তিন দলে বিভক্ত হইবে। এক তো ডান হাতওয়ালারা এবং তুমি জান কি যে ডান হাতওয়ালারা কিরূপ হইবে? এবং এক হইবে বাম হাতওয়ালারা এবং তুমি জান যে বাম হাতওয়ালারা কেমন হইবে? এবং এক দল (ইমানে ও আমলে) অগ্রগামীদের হইবে। সুতরাং, তাহারা তো সর্বাবস্থায় অন্যদের চেয়ে অগ্রেই থাকিবে এবং ঐ সকল ব্যক্তিগণ (খোদা-তা'লার) নৈকট্যপ্রাপ্ত বহু সম্পদে আকীর্ণ উদ্যান সমূহে বাস করিবে। (৫৬ ঃ ২-১৩)

এই সুরাহের শেষ রুকুতে নিম্ন উদ্ধৃত আয়াতগুলি দ্বারাও ইহাই আরো স্পষ্টাক্ষরে সমর্থিত হয় যে, সুরাহ্ আল্-ওয়াকেয়া বর্ণিত 'বিশেষ সংঘটন' সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সম্বন্ধ রহিয়াছে বর্তমান যুগের সহিত। খোদা-তা'লা বলেন ঃ—

'ফালা উক্সেমু বেমাওাকেয়েন্ নজুম। ও ইন্নাহু লাকাসামুন্ লাও তা'লামুনা আযীম। ইন্নাহু লা-কুরআনুন কারীমুন্।"

অনুবাদ ঃ- "সুতরাং, আমি নক্ষত্র সমূহ পতনের দিব্য করিতেছি (অর্থাৎ ইহাকে সাক্ষ্য স্বরূপে উপস্থিত করিতেছি)। যদি তোমরা বুঝিতে পার, তবে এই দিব্যটি অতি বড় (সাক্ষ্য)। নিশ্চয়ই এই কোরআন অত্যন্ত মহান।" (৫৬ ঃ ৭৬-৭৮ আয়াতে)

তারকা বিচ্ছুরণ শেষ যুগের নিদর্শন

তারকা পতনের নিদর্শন হযরত মসিহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সালাতু ওয়াস্সালামের বিশেষ নিদর্শন সমূহের অন্যতম। হযরত মসিহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সালাম বলেন ঃ—

"১৮৮৫ সনের ২৮শে নবেম্বর রাত্রে, অর্থাৎ ১৮৮৫ সনের ২৮শে নবেম্বর দিবা পূর্ব রাত্রি আকাশে নক্ষত্র ছুটাছুটির এমন তামাসা ছিল যে আমি আমার সমস্ত জীবনে ইহার অনুরূপ দৃশ্য

কখনো দেখি নাই। শূন্য আকাশে হাজার হাজার অগ্নি-শিখা চারি দিকে ছুটাছুটি করিতেছিল। তদ্রূপ কোন নমূনা পৃথিবীতে নাই, যাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি। আমার স্মরণ আছে যে, ঐ সময় বহু বার এল্‌হাম হইয়াছিল—'মা রামাইতা ইযা রামাইতা ওলাকিন্নাল্লাহা রামা'। ('যাহা তুমি ছুড়িয়াছিলে, তাহা তুমি ছুড় নাই, বরং খোদা ছুড়িয়াছিলেন')। সুতরাং, উল্কা পাতের সহিত সেই ছুটাছুটির বহু সামঞ্জস্য ছিল।

'এই উল্কাপতনের যে তামাসা ২৮শে নবেম্বর ১৮৮৫ সন রাত্রিতে এরূপ ব্যাপকভাবে হইয়াছিল যে, ইউরোপ, আমেরিকা এবং এসিয়ার পত্রিকা সাধারণে মহা বিস্ময়ে উহা ছাপিয়াছিল। লোকে মনে করিতে পারিত যে, উহা নিরর্থক কাণ্ড ছিল। কিন্তু খোদাওন্দ করীম জানেন যে, সর্বাপেক্ষা মনোযোগের সহিত এই তামাসা দর্শক এবং ইহা দ্বারা সুখানুভবকারী আমিই ছিলাম। আমার চক্ষু বহু ক্ষণ ধরিয়া এই তামাসা দেখায় ব্যাপৃত ছিল। উল্কাপাতের সেই দৃশ্য সন্ধ্যা হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। শুধু এল্‌হামী সুসংবাদ সমূহের কারণে আমি বড়ই আনন্দে ইহা দেখিতে-ছিলাম। কারণ, আমার হৃদয়ে এল্‌হাম যোগে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল যে, ইহা আমার জন্য নিদর্শন প্রদর্শিত হইয়াছে।'' ('তয্‌কেরা', ১৩৫-২৬ পৃঃ, দ্বিতীয় সংস্করণ)

প্রতিশ্রুত পুত্রের ভবিষ্যদ্বাণী

উপরোল্লিখিত উল্কা পতনের নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার তিন মাস অতিক্রম করিবার পূর্বেই আল্লাহ্‌-তা'লা হযরত মসিহ্‌ মাওউদ আলাইহেস্‌ সালাতু ওয়স্‌ সালামকে প্রতিশ্রুত পুত্র ও প্রতিশ্রুত ধর্ম সংস্কারক ''আল্‌-মুসলেহুল্‌ মাওউদ'' আবির্ভূত হওয়ার অন্যতম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সুসংবাদ দেন ঃ—

'যাহাতে ইস্‌লাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আল্লাহ্‌-তা'লার কালামের মর্যাদা লোকের নিকট প্রকাশিত হয়।''

বস্তুতঃ, হযরত মসিহ্‌ মাওউদ আলাইহেস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালামের মাধ্যমে সুরাহ্‌ আল্‌ওয়াকেয়া বর্ণিত নক্ষত্র পতনের ভবিষ্যদ্বাণী এবং পৃথিবীতে কোরআন করীমের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার ভবিষ্যদ্বাণী অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। অনন্তর, আল্লাহ্‌রই যাবতীয় মহিমা ও প্রশংসা।

সুরাহ্‌ নজ্‌ম ও মুস্‌লেহ্‌ মাওউদ

আল্‌-মুস্‌লেহ্‌ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দেশ্যাবলীর এল্‌হামী বাক্য পাঠ করিলে সুরাহ্‌ নাজ্‌মের প্রারম্ভিক আয়াত দুইটির সত্যতারও অতিশয় বড় প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐ আয়াত দুইটির অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে আমরা উপরে করিয়া আসিয়াছি। এই আয়াত দুইটিতে বলা হইয়াছে যে, সুরাইয়া নক্ষত্র বা সপ্তর্ষিমণ্ডল সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার পর আঁ-হযরত (সাঃ আঃ)-এর সত্যতা পৃথিবীতে দৃঢ়তমরূপে প্রতিভাত হইবে। মুস্‌লেহ্‌ মাওউদ সংক্রান্ত ঐশী-বাণীর উল্লিখিত এবারতেও আল্লাহ্‌-তা'লা বলেন ঃ—

''এবং যাহারা খোদার অস্তিত্বের উপর ইমান আনে না এবং খোদার ধর্ম, তাঁহার কেতাব ও তাঁহার পবিত্র রসুল মুহাম্মদ মস্তাফাকে অস্বীকার করে এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার চোখে দেখে, তাহারা যাহাতে এক খোলা নিদর্শন প্রাপ্ত হয় এবং অপরাধিগণের পথ প্রকাশিত হইয়া পড়ে।'' ('তাযকেরা'; ২য় সংস্করণ, ১৪২ পৃঃ)

আঁ-হযরতের সত্যতা

অন্য কথায়, আল্-মুস্লেহ্ মাওউদের দ্বারা আল্লাহ্-তা'লা এমন উপকরণ সৃষ্টি করিবেন যে, আঁ-হযরত (সাঃ আঃ)-এর প্রতি আক্রমণকারীরা পৃথিবীতে অপরাধী প্রমাণিত হইবে এবং আঁ-হযরত (সাঃ আঃ)-এর সত্যতা বিশ্বে উজ্জ্বলরূপে প্রদর্শিত হইবে।

যাঁহাহউক, 'আকাশীয় নিদর্শন সমষ্টি' স্বরূপে বিশ্বের স্রষ্টা ও কর্তা পৃথিবীতে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে শেষ ও স্থায়ী পার্থক্য প্রদর্শনার্থে এযুগে আবির্ভূত করিয়াছেন, সেই হইতেছেন হযরত মসিহ্ মাওউদ। পৃথিবীর কোন জুট, কোন শক্তি, চাঁদেই যাউক বা নক্ষত্ররাজিতেই যাউক, বা উহাদের উপর কর্তৃত্ব স্থাপনের চিন্তায় বিভোর থাকুক— বিশ্ববাসীর আধ্যাত্মিক মুক্তি সাধন করিতে পারে না এবং ইস্লামের সত্যিকার অনুবর্তিগণ ঐ জাতিগুলি দ্বারা ভীতিগ্রস্ত হইতে পারে না, কিংবা তাহাদের অন্ধ অনুগমনেরও প্রয়োজন নাই। যেহেতু, সারা বিশ্ব-শক্তি ও ঐশ্বর্য্য নিয়াও আধ্যাত্মিক জগতের মুকুটধারীর একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাসের কেহ সম্মুখীন হইতে পারে না।

'আহে গারীব কম নাহী গায়যে শাহে
জাহাঁ সে কুচ্ছ,
যিস্ সে হুআ জাহাঁ তাবাহ্ দেলকা
মেরে গুব্বার থা।"
(কালামুল্ মুস্লেহুল্ মাওউদ)

২২শে জানুয়ারী, ১৯৬০ সনের সালানা জলসা সংখ্যা 'আল্ ফযল' পরিবর্তিত

AT YOUR SERVICE

NEW MOTOR WORKS

5, North Brook Hall Road,

DACCA 1.

Dealers in.

Motor Spare Parts,
Tyres & Tubes
Batteries etc.

খুচরা মটর যন্ত্রপাতি, টায়ার, টিউব, বেটারী
ইত্যাদি বিক্রেতা

নিউ মটর হাউস
৫, নর্থব্রক হল রোড
ঢাকা-১

আহ্‌মদীয়া সেল্‌সেলা প্রতিষ্ঠাতার একটি এল্‌হামী ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা

বিখ্যাত বৃটিশ ঐতিহাসিক মিঃ টুইনবীর সাক্ষ্য

—মস্‌উদ আহ্‌মদ দহ্‌লবী

(১)

আহ্‌মদীয়া সেল্‌সেলার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসিহ মাওউদ আলাইহেস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালাম ১৮৯১ সনে লুধিয়ানায় অবস্থান কালে, যখন তিনি তাঁহার বিখ্যাত কেতাব 'এযালায়-আওহাম' প্রণয়ন করিতেছিলেন, তাঁহার কোন কোন সাথীর নিকট তাঁহার একটি এল্‌হাম বর্ণনা করেন। সেই এল্‌হামটি ছিল এই ঃ—

"সাল্‌তানাতে বার্তানিয়া তা হাশ্‌ৎ সাল,
বা'দ আয্‌ আঁ আইয়ামে যুওফ ও এখ্‌তেলাল"

—অর্থাৎ, "বৃটিশ সাম্রাজ্যের বর্তমান উন্নতি আট বৎসর পর্যন্ত এই প্রকারেই অব্যাহত থাকিবে। কিন্তু ইহার পরেই দুর্বলতা ও ত্রুটীর লক্ষণ প্রকাশ আরম্ভ হইয়া ইহার অবনতির ভিত্তি পত্তন হইবে।" হযরত মৌলবী আব্‌দুল্লাহ্‌ সন্নৌরী সাহেব রাযিআল্লাহু আন্‌হু বলেন যে এই এল্‌হাম ১৮৯১ সনের পূর্বেকার, যদিও হুযুর আলাইহেস্‌ সালাম ইহা লুধিয়ানা বাস কালেও বর্ণনা করেন। এই হিসাবে দেখা যায় যে, এই এল্‌হাম ১৮৮৮ সন, কিংবা ১৮৮৯ সন, কিংবা উহারও কিয়ৎ সময় পূর্বে হইয়াছিল। যদি এল্‌হামের শব্দগুলি অনুযায়ী আট বৎসর যোগ করা হয়, তবে ইহার অর্থ বৃটিশ সাম্রাজ্যের পতনের ভিত্তি ১৮৯৬-৯৭ সন কিংবা ইহারই সন্নিহিত সময়ে পতন হওয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। হযরত মসিহ্‌ মাওউদ আলাইহেস্‌ সালাম এই এল্‌হামটি ঐ সময়ে যতই প্রকাশ করিতে বিরত ছিলেন, কিন্তু হযরত হাফেয হামেদ আলী সাহেব এল্‌হামটি মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন বটালবী সাহেবকে বলিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত মৌলবী সাহেব ইহাকে সেই সময়েই তাঁহার কাগজ 'ইশাআতুস্‌ সুন্নাহে' ছাপিয়া দেন। অতঃপর, তিনি "অষ্ট বর্ষীয় ভবিষ্যদ্বাণী" ("পেশগুয়ী হাশ্‌ৎ সালাহ্‌") শীর্ষ দিয়া 'ইশা-আতুস্‌ সুন্নাহে' পুনঃ পুনঃ ইহার সমালোচনা করিতে থাকেন। দৃষ্টান্ত স্থলে, উক্ত কাগজের ত্রয়োদশ জেল্‌দ, ১-৩ সংখ্যা, ৩ পৃষ্ঠায় ইহার উল্লেখ বিদ্যমান।

যে সময়ে হযরত মসিহ্‌ মাওউদ আলাইহেস্‌ সালাতু ওয়াস্‌-সালামকে আল্লাহ্‌-তা'লা এই সংবাদ দিয়াছিলেন, ঐ সময়ে কেহই এরূপ ধারণা করিতে পারিত না যে, আট বৎসরের মত অল্প সময়ের মধ্যে মহা বৃটিশের বিশাল সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হইবে। কারণ, তখন বৃটেনের ভাগ্য লক্ষ্মী মধ্যাহ্ন ভাস্করের ন্যায় উজ্জ্বল দেখাইতেছিল এবং সমগ্র বিশ্ববাসী ইহার ক্ষমতা স্বীকার করিতে বাধ্য ছিল। স্বয়ং বৃটেন জাতির জনগণ তখন তাহাদের সাম্রাজ্য বৃদ্ধি এবং এক দিন

অপেক্ষা অন্য দিন ইহা দৃঢ়তর হইতেছে দেখিতে পাইয়া শিঘ্রই তাহাদের পতন আরম্ভ হওয়ার কথা কল্পনা করিতে পারিত না। ঐ সময়ে বৃটেন জাতির প্রত্যেক ব্যক্তিই এই ধারণায় মত্ত ছিল যে বৃটেন কখনো পতনের মুখ দেখিবে না। ইহার প্রতি দিনই ইহার শক্তি, ক্ষমতা, ঐশ্বৈর্য্য এবং প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি লাভ করিতেই থাকিবে। সাম্রাজ্য বৃদ্ধিও অপরিবর্তিত থাকিবে। পতন কিংবা বাধা জন্মিবে না! মনে হয় যে, স্বয়ং হযরত মসিহ্ মাওউদকেও আল্লাহ্-তা'হার তরফ হইতে এ কথার বিস্তৃত জ্ঞান দেওয়া হইয়াছিল না যে, এই পতন কি প্রকারের হইবে?—ইহার অর্থ কি? ইহাও সম্ভবপর যে, তিনি তাহা প্রকাশ করা সমীচীন মনে করিতেন না। এই কারণেই তাঁহার একজন মুখলিস সাহাবী হযরত পীর সেরাজুল্ হক নোমানী সাহেব (রাযিঃ) এই এল্হাম সম্বন্ধে তাঁহার নিকট যখন নিবেদন করেন যে, ইহাতে আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় শক্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া প্রতীত হয়, অর্থাৎ ৮ বৎসর পর বৃটিশ সাম্রাজ্যের ধর্ম বলের মধ্যে দৌর্বল্য উপস্থিত হইয়া সত্য ধর্ম ইস্লাম এবং আহ্মদিয়াতের প্রাধান্য বিস্তার শুরু হইবে, তখন হযরত মসিহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সালাম বলিলেন, "যাহা হওয়ার হইবে, আমরা যথা সময়ের পূর্বে কিছুই বলিতে পারি না।" ('তারিখে আহ্মদিয়াত,' ২য় খণ্ড, ২৮৮ পৃঃ)

(২)

সময় অতিবাহিত হইতে চলিল। পৃথিবীবাসীর নিকট বাহ্যিকভাবে বৃটেনের শক্তি হ্রাস বা বিপত্তি ঘটার কোন লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইল না। বৃটেন জাতিও ইহাই মনে করিতে লাগিল যে তাহাদের প্রাধান্য চির দিন অক্ষুন্ন থাকিবে এবং তাহারা অসাধারণ উন্নতির পর কখনো অবনতির মুখ দেখিবে না। এই প্রকারেই প্রায় পচিশ বৎসর অতিবাহিত হইল। অতঃপর, হঠাৎ এক বিশ্ব মহাসমরাণল প্রজ্জ্বলিত হইল। ইহাই 'প্রথম বিশ্ব মহাসমর' নামে পরিচিত। এই যুদ্ধ চারি বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী হইল। ইহারও প্রায় ২৫ বৎসর পরে 'দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাসমর' বাঁধিল। ইহা ৫ | ৬ বৎসর ব্যাপী বিশ্বকে অত্যন্ত উলট-পালট করিল।

এই মহা যুদ্ধের ফলে বৃটিশ শক্তি ক্ষীণ হইল। যতই মুখে বলা হয় যে, বৃটেন পরাজিত হয় নাই, কিন্তু ইহা একটি খাঁটি সত্য যে, ইহার সেই পূর্বেকার শক্তি আর রহিল না। বৃটেন পৃথিবীতে প্রথম শ্রেণীর জাতি বলিয়া গণ্য হওয়ার পরিবর্তে তৃতীয় শ্রেণীর শক্তি বলিয়া জানা গেল। দ্বিতীয় মহাসমরের পর তখনো কয়েকটি বৎসরও যায় নাই, দেখিতে দেখিতে বৃটিশ সাম্রাজ্য কুঞ্চিত হইতে লাগিল। যে সুবিশাল ও মহাবিস্তৃত এলাকা সমূহ ইহার শোভা বর্ধন করিতেছিল, একে একে স্বাধীন হইতে লাগিল এবং এখন পর্যন্ত কেবলি স্বাধীন হইতেছে।

এখন বৃটিশ সাম্রাজ্য অনেকখানি শেষ হওয়ায় ইউরোপবাসী এবং স্বয়ং বৃটিশ ঐতিহাসিক একথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, বৃটেন যে সময়কে তাহার চরম উন্নতির যুগ বলিয়া মনে করিতেছিল, উহার পতনের মূল-ভিত্তি সেই সময়েই পত্তন হইয়াছিল। দৃষ্টান্ত স্থলে, বৃটেনের বিখ্যাত দার্শনিক ও ঐতিহাসিক মিঃ আরনল্ড, জে, টুইনবী— যাঁহার জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের জন্য সমগ্র বিশ্ববাসী তাঁহাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে, ১৯৪৭ সনে একটি প্রবন্ধ লিখিলেন 'The Present Point In History'

শীর্ষ দিয়া। এই প্রবন্ধে তিনি বৃটেন জাতির পতন বিশ্লেষণ করিতে গিয়া উহার কার্য কারণের উপরেও আলোকপাত করেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, অবশেষে যে অদৃশ্য ও অব্যক্ত আন্দোলনগুলি ভিতরে ভিতরে পঞ্চাশ বৎসর পরে ভয়াবহ তুফানের অগ্রদূত ছিল বলিয়া প্রমাণিত হইল এবং যার ফলে বৃটেনের শক্তি বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, প্রকৃত পক্ষে ১৮৯৭ সনেই আরম্ভ হইয়াছিল।

(৩)

মিঃ টুইনবীর এই প্রবন্ধখানি 'Civilisation on Trial" নামক তাঁহার প্রবন্ধ সমষ্টিতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানির বহু সংস্করণ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে তিনি ১৮৯৭ সনের কথা বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন যে, ঐ সময়ে যখন বৃটিশ জাতি রাণী ভিক্টোরিয়ার জুবলী উৎসব পালন করিতেছিল, তখন তাহারা শক্তির নেশায় পূরাপুরি বিভোর ছিল। তাহারা মনে করিতেছিল যে, পৃথিবীর ইতিহাস এখন শেষ পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে। যুগের পার্শ্ব পরিবর্তন হইবে না। ইতিহাসের পুনঃ সূচনা আর হইবে না। বৃটেনবাসী এই ধারণা নিয়াই উন্মত্ত হইয়া রহিয়াছিল যে ১৮১৫ সনে ওয়াটারলো যুদ্ধ জয়ের পর পররাষ্ট্রীয় যাবতীয় সমস্যার সমাধান চিরতরে হইয়া গিয়াছে। তেমনি তাহারা মনে করিত যে, ১৮৩২ সনে প্রসিদ্ধ Reform Bill পাশ হওয়ার পর স্বরাষ্ট্রীয় বিষয়াদির এমনি সমাধান হইয়াছে যে, আর নড়চর হইতে পারে না। তারপর, ৮৫৭ সনের সিপাহী বিদ্রোহ দমনের ফলে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ করায়ত্ত হওয়ায় তাহারা নিরাপদ মনে করিয়াছিল। ভাবিয়াছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যের সূর্য্য কখনো অস্তমিত হইবে না। সব দিক দিয়াই তাহারা তাহাদিগকে এবং তাহাদের শক্তি ও প্রতিপত্তিকে পতন হইতে নির্মুক্ত বলিয়া ভাবিয়াছিল। বস্তুতঃ, মিঃ টুইনবী ১৮৯৭ সনে রাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলীর শত বসন্ত পরাজিত মনোহর দৃশ্য প্রদর্শন পূর্বক তাঁহার জাতির খামখেয়ালিগুলির উপরেও আলোকপাত করিয়াছেন। তিন লিখিয়াছেন ঃ—

"বৃটেন জাতির যে সকল ব্যক্তি ১৮৯৭ সনে রাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উপলক্ষে লণ্ডনে বৃটিশ উপনিবেশ সমূহের সৈন্যদের 'মার্চ পাষ্ট' দর্শন করিতেছিলেন' তাঁহাদের মধ্যে অত্যল্প ব্যক্তি ছিলেন, যাঁহারা এই কথা ভাবিবার মত নিঃশ্বাস গ্রহণার্থে প্রস্তুত ছিলেন যে, উন্নতির পর অবশ্যই অবনতি আছে। তাঁহারা তাঁহাদের ভাগ্য রবি মধ্যাকাশে অত্যুজ্জ্বল কিরণমালা লইয়া প্রভাব বিস্তার করিতেছে বলিয়া নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেছিলেন যে, ইহা মধ্যাকাশেই স্থির থাকিবে। আরো মজার বিষয় এই যে, তাঁহারা এইটুকু প্রয়োজন বোধও করিলেন না যে, যিহোশায়ের ন্যায় সূর্যকে মধ্য স্থানে স্থির থাকার জন্য ঐন্দ্রজালিক আদেশই প্রদান করিতেন ১।

(১) এখানে মিঃ টুইনবী বাইবেলোক্ত 'যিহোশয়ের পুস্তকের' ১০ম অধ্যায়, ১২ ও ১৩ পদের প্রতি সঙ্কেত করিয়াছেন। সেখানে লিখিত আছে যে, যিহোশয়ের আদেশে সূর্য স্থির রহিল এবং বনি ইস্রায়েল শত্রুদের প্রতিশোধ গ্রহণ না করা পর্যন্ত অস্ত গেল না।

"তৎকালে যে দিন সদা প্রভু ইস্রায়েল সন্তানগণের সম্মুখে ইমরীয়দিগকে সমর্পন করেন, সেই দিন যিহোশয় সদা প্রভুর কাছে নিবেদন করিলেন, আর তিনি ইস্রায়েলের সাক্ষাতে কহিলেন,

"যিহোশয়ের পুস্তকের দশম অধ্যায় রচয়িতা, যাহা হউক, একথা জানিত যে, সময়ের গতি এই প্রকারে রুদ্ধ হওয়া অলৌকিক ব্যাপার বটে। কারণ লিখিত আছে, 'তাহার পূর্বে ও পরে সদাপ্রভু যে মনুষ্যের রবে এইরূপ কর্ণপাত করিলেন, এমন আর কোন দিন হয় নাই' ২।

"কিন্তু ১৮৯৭ সনে বৃটেনের জন সাধারণ তাহাদের জন্য এই অলৌকিক ব্যাপারকে একটি সুনিশ্চিত ঘটনা স্বরূপ মনে করিল। বাহ্যিকভাবে তাহারা যাহা দেখিতেছিল, সে মতে তাহাদের নিকট ইতিহাসের পরিসমাপ্তি হইয়াছিল।" (Civilisation On The Trial,)

অতঃপর ১৯৪৭ সনে যখন পতন রেখা সম্পূর্ণ-রূপে পরিদৃশ্যমান হইয়া পড়িল, তখনকার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বৃটিশ জাতির ৫০ বৎসরকার খাম-খেয়ালী সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

"১৯৪৭ সনের ঐতিহাসিক অবস্থার আলোকে যখন আমরা (৫০ বৎসর) পিছনের দিকে দৃষ্টিপাত করি তখন আমরা দেখিতে পাই যে বৃটেন জাতির মধ্যবিত্ত সমাজের এই সব খামখেয়ালী পুরাপুরি পাগলামীই ছিল।" (১৮ পৃঃ)

অতঃপর, মিঃ টুইনবী পাশ্চাত্য জাতিগুলির স্বভাব এবং তাহাদের সভ্যতা বিশ্লষণ পূর্বক এই সভ্যতার ফলে য়ুরোপের প্রায় জাতিগুলিরই মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে যে সকল মানসিক বিকারের সৃষ্টি হওয়ায় অবশেষে বৃটিশ সাম্রাজ্য পতনের অগ্রদূত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, তার উপর আলোকপাত করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি ইহাও লিখিয়াছেন যে, যে মানসিক উদ্বেগ, অশান্তি – অপরিলক্ষিত উপায়ে ১৮৯৭ সনে আরম্ভ হইয়া সমসাময়িক অবস্থার উপর প্রতিক্রিয়া আরম্ভ করিয়াছিল, তৎফলে ইতিহাসের এক ভিষণ পার্শ্ব পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং বিশ্ববাসীকে কার্য্যতঃ অবহিত করিয়াছে যে, যাবতীয় পরিণতিরই একটা ভাঙ্গন আছে, উন্নতির পর অবনতি আছে। তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

"আপত দৃষ্টিতে অদৃশ্য যে সকল ভূগর্ভস্থ আন্দোলনকে এক জন অন্তরস্থ কন্দোল পাঠক সমাজতত্ত্ববিদ্ ১৮৯৭ সনে ভু-পৃষ্ঠের উপর কান রাখিয়া অনুভব করিতে পারিতেন, তাহাই হইতেছে প্রকৃত কারণ ঐ সকল ভূকম্পন, তুফান এবং আগ্নেয়গিরি উৎপাতের যাহা বিগত ৫০ বৎসর সময়ের মধ্যে 'নির্দয় চক্রকে' তথা জগন্নাথের অন্ধ রথকে চলিবার সঙ্কেত করিয়াছে।" (২০ পৃঃ)

(৪)

মিঃ টুইনবীর ন্যায় বড় ঐতিহাসিক ও দার্শনিকের এই স্বীকৃতি যে, অবশেষে যে সকল ক্রিয়া ৫০ বৎসরের দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বৃটেন এবং অন্যান্য ইউরোপীয়ান জাতিগুলির পতনের হেতু হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে ১৮৯৭ সনেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল —ইহা আহ্‌মদীয়া সেল্‌সেলার প্রতিষ্ঠাতা হযরত

'সূর্য তুমি স্থির হও গিবিয়োনে,
আর চন্দ্র, তুমি অয়ালোন তলভূমিতে'।

'তখন সূর্য স্থগিত হইল ও চন্দ্র স্থির থাকিল; যাবৎ সেই শত্রুদিগের প্রতিশোধ না লইল। এই কথা কি যাশের পুস্তকে লিখিত নাই? আর আকাশের মধ্য স্থানে সূর্য স্থির থাকিল, অস্ত গমন করিতে প্রায় সম্পূর্ণ এক দিবস ত্বরা করিল না।" (যিশোয়ের পুস্তক, ১০ ঃ ১২-১৩)

(২) 'যিশোয়ের পুস্তক', ১০ অধ্যায় ১৪ পদ।

মসিহ্ মাহ্‌দী আলাইহেস্ সালামের উপরোল্লিখিত এল্‌হামের সত্যতা গৌরবে ঘোষণা করিতেছে।

যখন আল্লাহ্-তা'লা ১৮৮৯ সনে, কিংবা ইহার নিকটবর্তী সময়ে আহ্‌মদীয়া সেল্‌সেলার পবিত্র প্রবর্তককে তাঁহার বিশেষ এল্‌হামের দ্বারা ৮ বৎসরের মধ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের পতনের সংবাদ দিয়াছিলেন, তখন বৃটেন জাতি শক্তির ঘোর নেশায় মত্ত ছিল। বাকী দুনিয়াও এত শিঘ্র ইহার পতনের কল্পনা করিতে প্রস্তুত ছিল না। স্বয়ং আহ্‌মদীয়া সেল্‌সেলার প্রতিষ্ঠাতাকেও যথাসম্ভব বিস্তৃত জ্ঞান দেওয়া হয় নাই যে, পতনের এই সূচনা দ্বারা কি বুঝায়? এই বাদেও মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন বটালবী সাহেব আলোচ্য এল্‌হামটি তাঁহার কাগজে ছাপিয়া গভর্ণমেণ্টকে তাঁহার বিরুদ্ধে উস্কাইতে চেষ্টা করেন। এই সব কিছুই হইল। কিন্তু খোদা-তা'লা ইহাকে সফল করিবার প্রকৃত ও যথার্থ সময়কে ৫০ বৎসর পর্যন্ত পর্দার আড়ালে গোপন রাখিলেন।

অবশেষে, বৃটেনের পতনের লক্ষণগুলি যখন সম্যক গোচরীভূত হইতে লাগিল, তখন অন্য কেহ নহে— বৃটেনেরই এক জন বিখ্যাত ঐতিহাসিক অবস্থা বিশ্লেষণ দ্বারা ঘোষণা করিলেন যে, প্রকৃতপক্ষে বৃটেনের পতনের গোড়া পত্তন হইয়াছিল ১৮৯৭ সনে এবং এই প্রকারে তিনি তাঁহার এই স্বীকৃতি দ্বারা এ বিষয়ের উপর সত্যতার মোহরাঙ্কণ করিয়া দিয়াছেন যে, জমিন আসমান টলিতে পারে, কিন্তু খোদার মুখ নিঃসৃত কথা কখনো টলে না। তাহাই সত্য কথা ছিল, যাহা খোদা তাঁহার মসিহ্‌কে বলিয়াছিলেন এবং মসিহ্ বিশ্ববাসীকে শুনাইয়াছিলেন। অর্থাৎ,

"সাল্ তানাতে বার্তানিয়া তা হাশ্‌ৎ সাল,
বাদ আয্ আঁ আইয়ামে যুওফ ও এখ্‌তেলাল"

("বৃটিশ সাম্রাজ্য ৮ বৎসর পর্যন্ত—অতঃপর দুর্বলতা ও বিভ্রাটের দিন সমূহ।")

কে অস্বীকার করিতে পারে যে, মিঃ টুইনবীর উপরোল্লিখিত স্বকৃতি আহ্‌মদীয়া সেল্‌সেলা প্রতিষ্ঠাতার (আলাইহেস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম) সত্যতা উজ্জ্বল দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত করিতেছে এবং অবস্থার ভাষাতে ঘোষণা করিতেছে যে—

"কুদ্‌রত সে আপনি যাত কা দেতা হায় এক সবুত;
উস্ বে-নেশান কি চেহারা নুমায়ী এহি তো হায়্।
জিস্ বাত কু কাহে কে করুঙ্গা ইয়েহ্ মায়ঁ যরুর,
টাল্‌তি নেহিঁ উওহ্ বাত খোদায়ী এহী তো হায়্।

অর্থাৎ, 'পরম সত্বা তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ মহিমা দ্বারা দিয়া থাকেন— সেই চিহ্নহীনের চেহারা প্রদর্শন তো ইহাই। যে কথা তিনি নিশ্চয়ই করিবেন বলেন সেই কথা টলে না – খোদায়ী তো ইহাই।" ('দুর্রে-সামীন')

---

* ২২শে জানুয়ারী, ১৯৬০ সনের দৈনিক আল্-ফজল' সালানা জল্‌সা সংখ্যা হইতে।

ঈ'দুল আযহার কুরবানী

শুধু হাজীগনের জন্য ?

—হজরত মীর্যা বশীর আহ্‌মদ সাহেব মাদ্দা
যিল্লুহুল-আলী।

ঈ'দুল আযহা সংক্রান্ত আদেশের পট-ভূমিকা

এই বিষয় সম্বন্ধে বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষা বর্ণনা করিবার পূর্বে সংক্ষেপে বলা প্রয়োজন মনে করি, 'ঈদুল-আযহা' কিসের নাম, ইহা কিরূপে ইসলামে শুরু হয় এবং ইহার উদ্দেশ্য কি, হেকমত কি ? এই সকল বিষয়ের আলোচনা ইহার পটভূমিকা জানার জন্য অত্যাবশ্যক। পট-ভূমিকা জানা না হইলে কোন বিষয়ের সঠিক ধারণা পোষণ করা সম্ভবপর নহে। অতএব জানা কর্তব্য :

১। ঈ'দ একটি আরবী শব্দ। ইহার অর্থ বারবার উপস্থিত হয় এমন সম্মেলন সম্পর্কিত একটি আনন্দের দিন। ইসলামে তিন ঈ'দ নির্ধারিত আছে। এক, জুমার ঈ'দ। সাতদিন নামযের পর ইহা উপস্থিত হয়। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও-আলিহী ওসাল্লামের নির্দেশানুসারে এই ঈ'দ সব ঈ'দের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জরুরী এবং অধিকতর 'বরকত' (আশীষ)-যুক্ত ঈদ, যদিও অল্প দিন পর পর আসে বলিয়া সাধারণতঃ লোকে ইহার 'কদর' বুঝে না।

দুই, ঈ'দুল ফেতর'। প্রতি বৎসর রমযানের ৩০ রোজার এবাদতের পর উপস্থিত হয়। ইহার নাম ঈ'দুল-ফেতর রাখার কারণ রমযানের রোযার পর যেন এই ঈ'দ দ্বারা মুমেনগণের ইফতারী হয়।

তিন, 'ঈ'দুল-আযহা'। 'ইহা যুল-হজ' মাসের ১০ তারিখ হজ এবাদতের শেষে উপস্থিত হয়। (হজ ৯ম তারিখে হয়) পাকিস্তানে এই ঈ'দ সর্ব সাধারণ্যে "বকর ঈ'দ" বলিয়া কথিত হয় এবং কেহ কেহ ইহাকে 'বড় ঈ'দ'ও বলেন।

২। ঈ'দুল-আযহা' নাম রাখার কারণ, ইহা 'কুরবানীর ঈ'দ'। হাদিসেও আঁ-হযরত সাঃ আঃ ওসাল্লাম ইহাকে এই নামেই স্মরণ করিয়াছেন। 'আযহা' শব্দ আরবী ভাষায় 'আযাহী' শব্দের বহুবচন, যেমন 'আযাহী' শব্দ 'আযহিয়াতুন' শব্দের বহুবচন। ইহার অর্থ কুরবানীর জন্তু। ইসলামী পরিভাষায় ইহার অপর নাম হইল 'ইয়াওমুন-নহর'। 'নাহর' অর্থও কুরবানীর জন্তু। উভয় নামই স্বয়ং আঁ-হযরত সাঃ আঃ ওসাল্লাম ব্যবহার করিয়াছেন এবং হাদিসে বহুলরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। হাদিসের এমন কোন কেতাব নাই, যাহার মধ্যে এই নামগুলির উল্লেখ পাওয়া যায় না। বরং সত্য কথা, এই দুইটি নাম ছাড়া এই দিনের জন্য হাদিসে অন্য কোন নামই ব্যবহৃত হয় নাই।

এই অনুসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, হজ্ উপলক্ষে যে কুরবানী হেরেম শরীফের সীমার মধ্যে করা হয়, কোরআন শরীফে এবং হাদিসে উহার জন্য 'হাদ্‌য়ুন্' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। 'আযহা' শব্দ নহে। 'ঈ'তুল-আযহার' কুরবানীগুলির জন্য 'আযহা' শব্দ ব্যবহৃত হয়, যাহা গয়ের-হাজীগণ স্ব স্ব গৃহে করিয়া থাকেন।

৩। সহীহ রেওয়াইয়াত সমূহ হইতে প্রমাণিত হয় যে, 'ঈতুল-আজহা' হিজরতের পর দ্বিতীয় বর্ষে আরম্ভ করা হয়। ('যুরকানী এবং 'তারিখুল্ খামিস্') এই প্রকারে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের জীবনে ৯।১০ টি 'বড় ঈদ' আগমন করে। ইহার মুকাবিলা তিনি হজ্ এক বার মাত্র করিয়াছিলেন এবং সেই হজ্ই 'হাজ্জাতুল -বেদায়' নামে অভিহিত হয়। এই হজ্ আঁ-হযরত সাঃ আঃ হিজরতের ১০ ম বর্ষে পালন করেন। ('তাবরী' এবং 'ফাৎহুল বারী শরহে বুখারী') ইহার আড়াই মাস মাত্র পর তাঁহার ওফাত হয়।

৪। কোরআন শরীফে স্পষ্টতঃ বর্ণিত হইয়াছে যে হজ্ সংক্রান্ত এবাদত আরম্ভ হয় হযরত ইব্রাহীম আলাইহেস্ সালামের সময়ে। (সুরাহ্ হজ্, ৪র্থ রুকু) তিনি খোদা-তা'লার আদেশে তাঁহার প্রথম পুত্র হযরত ইস্‌মায়ীলকে জল ও বৃক্ষ লতা শূন্য মক্কা উপত্যকায় আনিয়া বাস করিতে দেন। এখানে জীবন ধারণের কোনই উপকরণ ছিল না। প্রকৃত পক্ষে, ইহাই ইব্রাহীম আলাইহেস্ সালামের ঐ স্বপ্নের তাৎপর্য ছিল, যে স্বপ্নে তিনি দেখিয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার পুত্রকে যবেহ করিতেছেন। তখন খোদা-তা'লা 'পুত্র কুরবানীর' স্থানে বাহ্যিকভাবে পশু কুরবানীর আদেশ করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষ কুরবানীও কায়েম রহিল। অন্য কথায় ইহা ছিল 'প্রথম মানুষ ওয়াক্‌ফ', যাহা খোদার পথে উপস্থিত করা হইয়াছিল, যাহাতে খোদা-তা'লা হযরত ইসমায়ীলকে তাঁহার মৃত্যুর পর এক-নব জীবন দিয়া তাঁহার বংশের বীজ বপন করেন। অবশেষে, এই বীজ হইতে বিশ্ব-ধর্ম বিধানের বাহক, আদম-সন্তান-শ্রেষ্ঠ নবী-গৌরব মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহি ও সাল্লামের জন্ম হয়। হজে কুরবানীর প্রথা এই ইস্‌মায়িলীয় কুরবানীর একটি বাহ্যিক আলামত, যাহাতে তদ্বারা এই অতুলনীয় কুরবানীর স্মৃতি চির দিন জাগরূক থাকে। তাঁহার পবিত্র বংশ-তরু বাহ্যিক জল-শুন্য, ঘাস- তরু লতা -ফল-ফুল শূন্য মক্কা উপত্যকায় সেই অনুপম ফল উৎপাদন করিল, যাহার ফুৎকারে পৃথিবীতে আধ্যাত্মিকতা সজীব হইল, সজীব আছে এবং চিরকাল সজীব থাকিবে। এই জন্য আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম বলিতেন :

"আমি দুই যবেহ কৃত সত্তার পুত্র।" (তারিখুল-খামিস)

এই দুই কুরবানীর মধ্যে এক হইল ইসমায়ীলের দেহ। উহাকে জল-শূন্য, বৃক্ষ-লতা-শূন্য মক্কা উপত্যকায় বাস করিতে দিয়া কার্য্যতঃ যবেহ করা হইয়াছিল। দ্বিতীয়, ইস্‌মায়ীলের রূহ্ উহা খোদার হুযুরে ধর্মোদ্দেশ্যে ওয়াক্‌ফ (উৎসর্গ) হইয়া কুরবান হইয়াছিল।

ঈ'তুল্-আযহার কুরবানী এই পবিত্র কুরবানীর স্মৃতি রক্ষক। কিন্তু এযুগে আধ্যাত্মিক অবনতি এবং জড়োন্নতিতে মানুষ কত অশ্রু বর্ষণ করিবে! এই মহান্ আযীমুশ্-শান কুরবানী স্মরণ রাখা দূরের কথা আজ অধিকাংশ মুসলমান 'ঈ'তুল-আযহা' নামটি পর্য্যন্ত

বিস্মৃত হইয়াছে। যাহাকেই দেখ, 'ঈ'দুল-আযহা' (কুরবানীর ঈ'দ') স্থলে এই ঈ'দের প্রকৃত নাম "ঈ'দুয-যুহা" ('সকাল সময়ের ঈ'দ') বলিতে শুনা যায়। এই দুঃখ ব্যঞ্জক ভ্রান্তি হইতে উত্তম শিক্ষিত লোক, এমন কি কোন কোন সাংবাদিকও বাহিরে নহেন। ভাল, যাহারা তাহাদের কুরবানীর ঈ'দের নাম হইতে 'কুরবানী' শব্দ পর্যন্ত বাদ দিয়া বিস্মৃতির সলীলে বিসর্জন দিয়াছে, তাহারা ইহার কুরবানী সংক্রান্ত এবাদত কিরূপে স্মরণ রাখিতে পারে? অথচ উপরে আমরা বলিয়াছি যে, এই নাম আমাদের কর্তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম স্বয়ং রাখিয়াছিলেন। (আবু-দাউদ, মিশকাতের 'কেতাবুল ঈদায়েনে' উদ্ধৃতি মতে)

৫। এই চিত্তাকর্ষক বিষয়টি স্মরণ রাখার উপযোগী (যদিও অধিকাংশ ব্যক্তিই জানে না) যে, ঈ'দুল-আযহার নামায শুধু গায়ের-হাযীগণের জন্য নিরূপিত —হাজীগণের জন্য নয়। এই নামায হজে পালন করা হয় না। ইহার কারণ, হজ স্বয়ং একটি পরম ঈ'দ যেহেতু ইহাতে ঈদের চারি বিষয়ই পূর্ণতম মাত্রায় পাওয়া যায়। যথা;— (১) এবাদত, (২) মুমেনগণের সম্মেলন, (৩) আনন্দ, (৪) 'আউদ', অর্থাৎ বার বার এই দিনের আগমন। সে জন্য শরিয়ত ঈ'দুল-আযহার নামায শুধু গায়ের-হাযী গৃহবাসী 'মুকীম' ব্যক্তিগণের জন্য রাখিয়াছে যাহাতে এক দিকে যেমন হজের সময়ে হাজীগণ হজের ঈ'দ করেন, তেমন গয়ের-হাজীগণ — যাঁহারা কোন বাধ্যতা মূলক কারণে হজ করিবার সামর্থ লাভ করেন নাই—তাঁহারা বিশ্বের কোণে কোণে স্ব স্ব স্থানে ঈ'দ এবং কুরবানী করিয়া সেই মহান কুরবানীর স্মৃতি জাগ্রত করেন, যাহা হযরত ইব্রাহীমের হস্তে হযরত ইসমায়ীলের ব্যক্তিত্বে আরম্ভ হইয়াছিল এবং পরে আঁ-হযরত সাঃ আঃ ও সাল্লামের ব্যক্তিত্বে যাহা উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হইয়াছিল। সুতরাং, হাদিসে যেখানেই 'ঈ'দুল-আযহার নামায' প্রসঙ্গে আঁ-হযরত সাঃ আঃ ও সাল্লামের এবং তাঁহার সাহাবাগণের কুরবানীর কথা বর্ণিত হইয়াছে, সেখানেই অপরিহার্য্যক্রমে গয়ের-হাজীগণের কুরবানী বুঝিতে হইবে। 'ঈ'দুল-আযহার কুরবানীর' পট-ভূমিকায় উপরোক্ত পাঁচটি বিষয় এমনি সুস্পষ্ট এবং উহাদের সমর্থনে এমনি উজ্জ্বল ও অকাট্য প্রমাণ রহিয়াছে যে ইসলামী শিক্ষার সহিত কিঞ্চিন্মাত্র পরিচিত কোন ব্যক্তিই— যে সম্প্রদায় বিশেষেরই হউক - অস্বীকার করিবার দুঃসাহস করিতে পারে না। এই জন্য আমরা এই বিষয়গুলির সমর্থনে উদ্ধৃতি ও সাক্ষ্য উপস্থিত করার প্রয়োজন মনে করি নাই। কেহ অস্বীকার করিলে খোদার অনুগ্রহে এই পাঁচটি বিষয়ের প্রত্যেকটিরই সম্বন্ধে সুনিশ্চিত ও অখণ্ডনীয় প্রমাণ উপস্থিত করা যাইতে পারে।

ঈ'দুল আয্হার কুরবানী কি শুধু হাজীগণের জন্য?

অতঃপর, আমরা মূল প্রশ্নের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। প্রথম প্রশ্ন হইল: ঈ'দুল-আযহা উপলক্ষে গয়ের-হাজীগণের জন্যও কি কুরবানী ওয়াজেব? যদি ওয়াজেব হইয়া থাকে তবে ইহার প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে প্রথমতঃ স্মরণ রাখিতে হইবে, যদি ওয়াজেব বা জরুরী হওয়ার প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় তবে গয়ের হাজী কেন সর্বাবস্থায় হাজীগণের জন্যও ওয়াজেব নহে। বরং ইহার জন্য শরীয়ত কোন কোন বিশেষ সর্ত রাখিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্থলে, শুধু হজকারী পারিভাষিক "আফরাদের" জন্য কোরবানী ওয়াজীব নহে। ওয়াজীব শুধু ঐ অবস্থায় হয়, যখন সে হজ ও

উমরাহ একই সময় একত্রে করে। ইসলামী পরিভাষায় ইহাকে তামাত্তু' বা 'কিরান' বলা হয়। (কোরআন শরীফ সুরাহ বাকারাহ', ১৯৭ আয়েত) তারপর, ইহা ঐ সকল হাজীর জন্য ওয়াজেব, যাহারা হজের উদ্দেশ্যে যাইয়া হজ সম্পন্ন করিবার পূর্বে কোন প্রকৃত বাধ্যতা বা উপায়-হীনতা) বশতঃ হজ সম্পন্ন করিতে বঞ্চিত থাকে। (সুরাহ বাকারাহ ১৯৭ আয়েত) আরো সর্ত এই যে আর্থিক দিক দিয়া কুরবানী করিবার সামর্থ থাকা চাই। নচেৎ, কুরবানীর পরিবর্তে রোযা দ্বারা 'কাফফারা' পেশ করিতে পারে। সুতরাং যেহেতু সর্বাবস্থায় হাজীদের জন্যও কুরবানী ফরয নয় তবে কি প্রকারে এই দাবী করা যাইতে পারে যে, গয়ের হাজীদের জন্য উহা সর্বাবস্থায় ফরয বা ওয়াজেব ?

এখন প্রশ্ন হয়, অবশ্য কুরবানী করিবার সামর্থহীন অক্ষম ব্যক্তিগণের জন্য কুরবানী ওয়াজিব না হইলেও ক্ষমতাবান সামর্থশালী গয়ের-হাজীগণের জন্য ওয়াজিব নয় কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে উত্তমরূপে স্মরণ রাখা কর্তব্য, যদিও আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ও সাল্লাম 'ফরয' কিংবা ওয়াজিব' কিংবা 'সুন্নত' প্রভৃতি ফেকাহের পরিভাষা ব্যবহার করেন নাই, তবু সহীহ্ হাদিস দ্বারা নিশ্চয়ই প্রমাণিত হয় যে, আঁ-হযরত সাঃ আঃ ও-আলিহী ও-সাল্লাম 'ঈ'দুল-আযহা' উপলক্ষে নিজেও কুরবানী করিতেন এবং তাঁহার সাহাবাগণকেও ইহার তাগিদ করিতেন। দৃষ্টান্তস্থলে, হাদিসে বর্ণিত হইয়াছে ঃ—

"আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি আল্লাহু আনহুমা) বলেন যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম হিজরতের পর মদিনায় দশ বৎসর যাপন করেন এবং তিনি প্রতি বৎসরই 'ঈ'দুল-আযহা' উপলক্ষে মদীনায় কুরবানী করিতেন।" (তিরমিযি)

শুধু ইহাই নয়, ঈ'দুল-আযহার কুরবানীর প্রতি তাঁহার এতদূর খেয়াল ছিল যে তিনি ওফাতের পূর্বে তাঁহার জামাতা ও পিতৃব্য পুত্র হযরত আলী রাযি আল্লাহু আনহুকে ওসিয়ত করেন যে, তাঁহার পরেও তাঁহার পক্ষে ঈ'দুল-আযহা উপলক্ষে সর্বদা যেন কুরবানী করা হয়। হাদিস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ—

"হাবাসা (রাযিঃ) বলেন যে তিনি হযরত আলীকে দেখিলেন ঈ'দুল-আযহা উপলক্ষে দুইটি দুম্বা কুরবানী করিতেছেন। তিনি হযরত আলী রাযি আল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করিলেন দুই দুম্বার কুরবানী কেন ? হযরত আলী (রাযিঃ) বলিলেন যে তাঁহাকে রসুলুল্লাহ সাঃ আঃ ও সাল্লাম ওসিয়ত করিয়াছেন যেন তিনি তাঁহার পক্ষে (তাঁহার ওফাতের) পরেও কুরবানী করিতে থাকেন। এই জন্য তিনি আঁ হযরতের সাঃ আঃ পক্ষে কুরবানী করেন।" (আবু দাউদ)

ঈ'দুল আযহার দিন কুরবানী করা আঁ-হযরত সাঃ অঃা)-এর শুধু ব্যক্তিগত কর্মই ছিল না, বরং তিনি তাঁহার সাহাবাগণকেও ইহার তহরীক করিতেন। হাদিস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ—

"হযরত বারা (রাযিঃ) রেওয়াএত করেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লাম তাঁহাদিগকে ঈ'দুল-আযহার দিন খুৎবা দেন এবং বলেন যে এই দিন প্রথমে মানুষ ঈদের নামায পড়িবে এবং উহার পর কুরবানী করিবে। সুতরাং যে এইরূপে করে, সে তাঁহার (সাঃ আঃ) সুন্নতকে লাভ করিয়াছে।"

(বুখারী ও মুসলিম)

উপরোক্ত হাদিসে এক প্রকারে 'সুন্নত' শব্দ থাকিলেও ইহা পরিভাষিকরূপে ব্যবহৃত হয় নাই। এজন্য ইহা 'ওজুব' বা 'জরুরী' হওয়ার একটা দিকও প্রকাশ করে। অন্য এক প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ—

"যাহার আর্থিক সামর্থ থাকা সত্ত্বেও ঈ'দুল-আযহা উপলক্ষে কুরবানী করে না, সে কেন আমাদের ঈদগাহে আসিয়া নামাযে শামিল হয় ?" (মস্‌নদে আহ্‌মদ ২য় খণ্ড ৩৩২ পৃঃ)

আঁ-হযরত সাঃ আঃ ও সাল্লামের এই বাণী কিরূপ সমর্থন পাইয়াছে, বলা নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার অন্যান্য পুণ্যবানীর ন্যায় ইহাও মহামান্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল এবং সাহাবাগণ ইহাকে প্রাণের সহিত গ্রহণ করেন। দৃষ্টান্ত স্থলে হাদিস শরীফে লিখিত আছে ঃ—

"জবল ইব্‌নে সহীম বলেন যে এক বার এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, ঈ দুল-আযহার কুরবানী কি জরুরী ? তিনি বলিলেন যে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম নিজেও কুরবানী করিতেন এবং তাঁহার অনুবর্তিতা স্বরূপে সাহাবাগণও কুরবানী করিতেন। ঐ ব্যক্তি তাহার প্রশ্নটি পুনরুত্থাপন পূর্বক বলিল, কুরবানী কি ওয়াজেব ? হযরত আবদুল্লাহ্‌ বিন্‌ উমর (রাযিঃ) বলিলেন, তুমি কি আমার কথা বুঝিতে পার না ? আমি বলি যে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম নিজেও কুরবানী করিতেন এবং তাঁহার অনুবর্তিতায় অন্য মুসলমানগণও করিতেন।" (তিরমিযি)

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের এই কার্য শুধু ব্যক্তিগত সখ কিংবা বন্ধু বান্ধব এবং দরিদ্রদিগকে গোশত খাওয়াইবার উদ্দেশ্যে নয় তিনি বরং ইহাকে একটি ধর্মীয় কাজ জ্ঞান করিতেন এবং পুন্য জনক মনে করিতেন। এক হাদিসে বর্ণিত আছে ঃ—

"যায়েদ বিন্‌ আরকাম (রাযিঃ) বলেন যে, রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহেও সাল্লামের সাহাবাগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রসুলুল্লাহ, ঈ'দুল্‌-আযহার এই যে কুরবানী, এগুলি কেমন ? আঁ-হযরত সাঃ আঃ ও সাল্লাম বলিলেন, তোমাদের প্রধান পূর্ব পুরুষ ইব্রাহীমের প্রবর্তিত রীতি সুন্নত)।' সাহাবাগণ বলিলেন তবে আমাদের জন্য ইহাতে লাভ কি ?" তিনি বলিলেন 'কুরবানীর জন্তুর প্রত্যেকটি লোম কুরবানীকারীর জন্য এক একটি পুণ্য, যাহা তাহাকে খোদার নিকট হইতে পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য করিবে। (ইব্‌নে মাজা ও মস্‌নদে আহ্‌মদ বহাওয়ালা মিশকাত)

ইহা অপেক্ষাও বড় হযরত আয়েশা রাযি আল্লাহু আন্‌হার রেওয়ায়েত। তিনি বলেন যে আঁ-হযরত সাঃ আঃ ও সাল্লাম ঈ'দের কুরবানী সম্বন্ধে বলিতেন ঃ—

"খোদা- তালার দৃষ্টিতে ঈ'দুল্‌-আযহার দিন মানুষের কোন কর্ম কুরবানীর জন্ত জবেহ্‌ করা এবং উহার রক্তপাত অপেক্ষা প্রিয়তর নাই।" (তিরমিযি বহাওয়ালা মিশকাত)

এই হাদিসে "রক্তপাত" শব্দে প্রাণী কুরবানীর গুরুত্বের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণই উদ্দেশ্য। এক বার আঁ হযরত সাঃ আঃ শুধু তাঁহার তরফ হইতেই নয়, বরং তাগিদ করিবার এবং অনুপ্রেরণা দেওয়ার উদ্দেশ্য তাঁহার উম্মতের পক্ষে একটি কুরবানী করেন। হাদিস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ—

"হযরত আয়েশা বলেন, এক ঈদ উপলক্ষে আঁ-হযরত সাঃ আঃ ও সাল্লাম একটি দুম্বা আনাইয়া স্বহস্তে জবেহ্‌ করেন এবং জবেহ করিবার সময় বলিলেন, 'আমি আল্লাহ্‌র নাম নিয়া জবেহ্‌ করিতেছি।' তারপর দোয়া করিলেনঃ আল্লাহ, তুমি এই কুরবানী মুহাম্মদ এবং মুহাম্মদের উম্মতের তরফ হইতে কবুল কর।" (সহিহ্‌ মুসলিম)

এই সকল স্পষ্ট ও অকাট্য রেওয়ায়েতগুলি থাকা সত্ত্বেও, যাহা নমুনা স্বরূপ উপরে লিখিত হইল,

কোন সাচ্চা ও বিজ্ঞ মুসলমান কি একথা বলার দুঃসাহস করিতে পারে যে, কুরবানী শুধু হাজীগণের জন্য মুকররর করা হইয়াছে এবং গয়ের-হাজীদের জন্য ঈদুল- আযহা উপলক্ষে কোন কুরবানী নিরূপণ করা হয় নাই ?

কোন সন্দেহ নাই একথা ঠিক, শুধু সামর্থশালী ব্যক্তিগণের জন্য কুরবানী ওয়াজিব এবং কোন কোন হাদিসে ইহাও লিখিত আছে যে, সমগ্র পরিবারের পক্ষে এক জন সামর্থশালী ব্যক্তি কুরবানী করিলে ঐ কুরবানী পরিবারের সকলের পক্ষেই ধরা হইবে। (আবু দাউদ) যাহা হউক ঈদুল আযহা উপলক্ষে সধ্যানুসারে কুরবানী করা আমাদের রসুলের (ফিদাহু নাফ্‌সি) একটি মুবারক সুন্নত— কল্যামণয় রীতি। ইহার সম্বন্ধে তিনি বিশেষ তাকিদ করিয়াছেন এবং ইহাকে অত্যন্ত পুণ্যার্হ নির্ধারণ করিয়াছেন।

বর্তমান যুগে কুরবানী কি জরুরী ?

উপরে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে যে, ঈ'দুল-আযহা উপলক্ষে কুরবানী শুধু হাজীগণের জন্য নিরূপণ করা হইয়াছে না, সামর্থশালী গয়ের-হাজী-গণের জন্যও জরুরী ?

এখন আমরা এই গবেষণার দ্বিতীয় প্রশ্নটি নিতেছি। ঈ'দুল-আযহা উপলক্ষে গয়ের-হাজীগণের কুরবানীর প্রমাণ পাওয়া গেলেও বর্তমান সময়ের অবস্থানুসারে কি বহু সংখ্যক পশু কুরবানী করিয়া নষ্ট করিবার পরিবর্তে উপযোগী লোকদের মধ্যে নগদ টাকা বণ্টন করা যায়, দ্বারা নানা প্রয়োজন মিটিতে পারে, কিংবা এই টাকা দেশের বা জাতির কাজে ব্যয় করা যায় ?

এ সম্বন্ধে মূল-নীতি স্বরূপ শুধু এটুকু জানাই যথেষ্ট যে, নগদ টাকার আকারে দরিদ্রের সাহায্য বর্তমান সময়েরই আবিষ্কার নহে। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের সময়েও এই পদ্ধতি প্রচলিত ও পরিজ্ঞাত ছিল। স্বয়ং কোরআন করীমেও নানা স্থানে এই প্রকার সাহায্যের তহরিক পাওয়া যায়। সুতরাং যেহেতু এই পদ্ধতি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ও সাল্লামের সময়েও পরিচিত ছিল এবং তিনি অসংখ্য স্থানে ইহা ব্যবহার করিয়াছেন, এমতাবস্থায় প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই সহজে বুঝিতে পারে যে শরীয়ত-দাতা হযরত নবী আলাইহেস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম এবং স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ঈ'দুল-আযহা উপলক্ষে নগদ টাকা কিংবা শস্য প্রভৃতি (যাহা সহজে নগদ টাকায় পরিণত করা যায়) বণ্টনের পরিবর্তে কুরবানীর ব্যবস্থা করিয়া কুরবানীর উপর জোর দিয়াছেন (অথচ তাঁহাদের সম্মুখে নগট টাকা ও শস্য প্রভৃতি বণ্টনের রীতিও প্রচলিত ছিল), তখন অবশ্যই কুরবানীর প্রথা গ্রহণে বিশেষ কোন মুসলেহত আছে বলিয়া মনে করিতে হইবে। নতুবা, একটি অধিকতর প্রসিদ্ধ ও সহজ উপায় ছাড়িয়া কুরবানীর ন্যায় কঠিন উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে কেন ? অতএব, চিন্তা করিলে প্রতীত হয় যে প্রকৃত পক্ষে এই প্রভেদ— এই বিশেষত্বই একথার অকাট্য প্রমাণ যে, কুরবানীর ব্যবস্থা নিরূপণেখোদা ও তাঁহার পবিত্র রসুলের সম্মুখে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল।

তরাপর, ইহাও বলা যায় না যে, খোদা-তা'লার সম্মুখে শুধু রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের সময়সাময়িক অবস্থাই বিদ্যমান ছিল এবং নাউযুবিল্লাহ্ বর্তমান সময়ের অবস্থা তাঁহার অজানা ছিল। কারণ, খোদা হইলেন 'আলেমুল গায়েব' অন্তর্যামিন্। নিশ্চয়ই

কোন যুগের কোন কথা তাঁহার নিকট লুক্কায়িত থাকা ধারাণতীত।

এই দলীল আরো শক্তিশালী হইয়া পড়ে, যখন আমরা দেখিতে পাই যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম ইসলামের অপর ঈ'দ, অর্থাৎ ই'দুল-ফেতর উপলক্ষে 'ফিৎরাণা' আকারে শস্য কিংবা নগদ টাকা বণ্টনের ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছেন। সুতরাং যখন তিনি ঈ'দুল-ফেতর উপলক্ষে শস্য, কিংবা নগদ টাকা পয়সার ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে পারিলেন, তখন তাঁহার পক্ষে ঈ'দুল-আযহা উপলক্ষেও সেই ব্যবস্থা প্রবর্তনে কোনই বাধা ছিল না। সুতরাং উভয় ঈ'দ উপলক্ষে 'আল্লাহর পথে খর্চায় একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য স্থাপন — আমরা বুঝিতে পারি, বা না পারি— একথার অকাট্য ও সুনিশ্চিত দলিল যে এই পার্থক্য বিশেষ সদ্বিবেচনায়, বিশেষ উদ্দেশ্যে কায়েম করা হইয়াছে। ইহাই আমাদের বক্তব্য। অনুধাবন করুন। হৃদয়ঙ্গম করুন এবং সংসয়াবিষ্ট হইবেন না।

কুরবানীর বিকল্পে কিছু করা যায় কি ?

বর্তমান যুগের কোন কোন আলেম— যদিও তাঁহাদের সংখ্যা অবশ্য নিতান্ত অল্প -- লিখিয়াছেন যে হজের উপলক্ষে (স্মরণ রাখিতে হইবে যে 'হাদইয়ুন্' পরিভাষা স্বরূপে হজ উপলক্ষে মানুষ যে কুরবানী হেরেমের আওতার মধ্যে করে, উহাকে বুঝায় এবং ইহার মুকাবিলা 'আযহিয়াতুন' গয়ের-হাজীদের কুরবানীর নাম, যাহা তাহারা তাহাদের গৃহে করে) 'হাদইয়ুন' দেওয়ায় অসমর্থ হইলে ইস্‌লাম রোযা 'কাফফারা' রাখিয়া বিকল্প ব্যবস্থা দিয়াছে। (সুরাহ্ বাকারাহ্, ১৯৭ আয়েত) ইহাকে কেন্দ্র করিয়া বলা হয় যে এই নীতি অনুযায়ী কোন কোন অবস্থায় ঈ'দের কুরবানীরও বিকল্প ব্যবস্থা করা যায়। আরো বলা হয়, কোন হাজীর মাথায় কোন প্রকার তকলিফ থাকিলে এবং সে-জন্য মাথার কেশ মুণ্ডন সম্ভবপর না হইলে সেই হাজীর জন্য ইস্‌লামে 'রোযা' কিংবা 'সদকা' আকারে বিকল্প ব্যবস্থা আছে। (সুরাহ বাকরাহ্, ১৯৭ আয়েত) ইহা হইতেও এই দলীল দেওয়া হয় যে, শরীয়ত সর্বাবস্থায় বিকল্প নীতি স্বীকার করে। সুতরাং, বর্তমান যুগানুযায়ী ঈ'দের কুরবানীর বিকল্প ব্যবস্থা করা হউক। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই প্রকার যুক্তি দান ভ্রান্তি মূলক। কারণ, উল্লিখিত আহ্‌কামের বদলে যে বিকল্প 'আহ্‌কাম' দেওয়া হইয়াছে উহাদের সম্বন্ধে হজের সহিত, গয়ের-হাজীগণের কুরবানী অর্থাৎ 'আযহিয়ার' সহিত নয়। কোন এক বিষয় সংক্রান্ত হুকুম প্রমাণ ছাড়া অন্য হুকুম সম্বন্ধে প্রয়োগ কখনো জায়েয নহে।

তদ্ব্যতীত, এই সকল আহকাম স্বয়ং একথার প্রমাণ যে গয়ের-হাজীগণের কুরবানীর কোন 'বদল' (বিকল্প ব্যবস্থা) নাই। নচেৎ, কোন কোন অবস্থায় যেমন 'হাদ্‌ইয়ুন'— অর্থাৎ হজের কুরবানীর জন্য বদল রাখা হইয়াছে, তেমনি 'আযহিয়াতুন'— অর্থাৎ গয়ের-হাজীগণের কুরবানীর বদল ব্যবস্থা সম্ভবপর ছিল। কিন্তু খোদা-তা'লার তরফ হইতে হাজীগণের কুরবানীর 'বদল' নির্দিষ্ট হওয়া এবং গয়ের হাজীগণের কুরবানীর কোন বদল না রাখা একথার স্পষ্ট প্রমাণ যে, এই ব্যাপারে 'বদলের' কোন তর্ক নাই।

প্রকৃতপক্ষে, হজের কোন কোন অবস্থায় কুরবানী জরুরী বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে এবং হজ ইসলামের অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ একটি স্তম্ভ। এ জন্য অপরিহার্য্য-ক্রমে হজে কুরবানী করিবার সামর্থহীন ব্যক্তিগণের

জন্য কুরবানীর 'কাফফারা' অর্থাৎ 'বদল' (বিকল্প) রাখা হইয়াছে, যাহাতে অসমর্থ হাজী এই কাফফারা দিয়া তাহার ফরয হইতে মুক্ত হয়। কিন্তু আমি দেখাইয়াছি যে, গয়ের-হাজীগণের কুরবানী ফরয নয়, শুধু 'ওয়াজিব' বা তাগিদপূর্ণ সুন্নত (সুন্নতে মুয়াক্কাদা)। ইহা এমন স্পষ্ট কথা যে, কোন বুদ্ধিমান মানুষ ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহ করিতে পারে না।

পশু অনটন আশঙ্কা সমস্যা ঃ

শেষ একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া প্রয়োজন। আজকাল ঈ'দুল-আযহার কুরবানীর বিরুদ্ধে যাঁহারা আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন তাঁহারা এই একটি দলীল পেশ করেন যে, পাকিস্তান হওয়ার পর দেশে গোশত খাদকের আধিক্য এবং গোশত সরবরাহকারী পশুর সংখ্যাল্পতা ঘটিয়াছে।

এজন্য দেশের অর্থ নৈতিক দিক হইতে পশু গুলিকে যদৃচ্ছা হত্যা হইতে রক্ষা করা প্রয়োজন। নতুবা আশঙ্কা আছে অদূর ভবিষ্যতে শুধু গোশতেরই দুর্ভিক্ষ উপস্থিত না হইয়া চাষ কার্যে ব্যবহার্য পশুদেরও অভাব ঘটিয়া দেশের খাদ্য সমস্যা বিপজ্জনক না হয়! কারণ, ইহাতে সন্দেহ নাই যে এক তো দেশ বিভাগের ফলে উৎপন্ন দাঙ্গা হাঙ্গামার সময় বহু পশু নষ্ট হইয়াছে। তারপর, পশ্চিম পাকিস্তানে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় পূর্বাপেক্ষা গোশত বাবদ ব্যয়াধিক্য ঘটিয়াছে। এজন্য বর্তমান অবস্থায় এক সীমা পর্যন্ত পশু অনটনের আশঙ্কা অবশ্যই করা যায়। কিন্তু চিন্তা করিলে এই আশঙ্কা তেমন প্রকৃত বলিয়া দেখা যায় না যে, ইহার কারণে ধর্মীয় বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া কুরবানী রোধ করিবার খেয়াল পয়দা হইতে পারে। কারণ প্রথমতঃ চিন্তা করিলে দেখা যায় যে কুরবানীকারী ব্যক্তিগণের সংখ্যা সম্ভবতঃ ½০ শতকরা একার্ধ। দৃষ্টান্ত স্থলে, লয়েলপুর পশ্চিম পাকিস্তানের একটি বড় সহর। ইহা একটি ঐশ্বর্য্যশালী সহর। বহু কারখানাওয়ালা ধনপতিগণ এখানে বাস করেন। বরং লায়েলপুর জেলাই উর্ব্বর ভূমির কারণে সর্বাপেক্ষা ধনাঢ্য জেলা বলিয়া খ্যাত। কুরবানীর সংখ্যার গড় হইতে জানা যায় যে, গত বৎসর (অর্থাৎ ১৯৫৭ সন) ঈ'দুল-আয্‌হার তিন দিনে উপকণ্ঠ সহ লায়েলপুর সহরে ১৭,০০০ সতর হাজার পশু জবেহ্‌ করা হইয়াছিল এবং সহর সমেত সমগ্র লায়েলপুর জেলায় ২৭,০০০ কুরবানী হইয়াছিল। অর্থাৎ, সমগ্র জেলায় সহরের অনুপাতে শুধু ১০,০০০ কুরবানী অধিক হইয়াছিল। এখন যদি লায়েলপুর জেলার লোক সংখ্যা ২৫।২৬ লক্ষ ধরা যায়, তবে এই কুরবানী প্রায় ১% শতকরা এক বা তদপেক্ষা সামান্য বেশী। একদম পল্লী অঞ্চলের হার যদি সমগ্র দেশের উপর ফেলিয়া দেখা হয়, তবে নিশ্চয়ই ½% অপেক্ষাও অল্প। কারণ গ্রামে সাধারণতঃ বহু অল্প সংখ্যক কুরবানী করা হয়। সকলেই জানে পাকিস্তানের অধিবাসীদের ৯০% জন পল্লীবাসী। এই সকল সংখ্যা গণনাক্রমে স্পষ্ট জানা যায় যে পাকিস্তানে পশুর বংশ বৃদ্ধির যথোযুক্ত ব্যবস্থা হইলে— যেমন অন্যান্য উন্নত দেশগুলিতে ব্যবস্থা আছে— আশঙ্কার কিছুই নাই। অবশ্য, যদি শুধু ব্যয়ই ব্যয় হয় এবং আয় বৃদ্ধির কোন উপায় না থাকে, তবে সকলেই বুঝিতে পারে যে, কারুণের ধনাগারেও কুলাইবে না।

তারপর, কোন কোন হাদিসে বর্ণিত হইয়াছে যে, এক গৃহে অধিক কুরবাণী করিবার সামর্থশালী ব্যক্তিরা বাস করিলেও এবং সামর্থশালী ব্যক্তিগণের

সংখ্যাধিক্য হইলেও সমগ্র গৃহের পক্ষে শুধু একটি কুরবানী যথেষ্ট। হাদিসোক্ত বাক্যগুলি এই ঃ—

"হে লোকগণ, প্রত্যেক সমর্থশালী গৃহের জন্য এক বৎসরে একটি জন্তুর কুরবানী যথেষ্ট।" ('আবু দাউদ, কেতাব মা-আ ফি ইজাবিল আযাহী')

এই জন্য অধিকাংশ ফেকাহবিদ্ এক গৃহকে বরং কেহ কেহ তো কুরবানীর দিক দিয়া এক খান্দানকে (এক বংশকে) একই ইউনিট বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। ('কেতাবুল-ফেক্হে আ'লাল্ মাযাহবিল আর্বাআতে')

এই ছাড়া ইহাও প্রকাশ থাকে যে, কুরবানীর সময় পশু জবাই সাধারণ ব্যবসা স্বরূপে বন্ধ থাকে। গোশতের দোকানগুলি কার্য্যতঃ বন্ধ হয়। কারণ গোযাতখোর দল হয় তো নিজেই কুরবানী করায় তাহাদের গোশত সরবরাহ হয়, কিংবা আত্মীয় বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীদের তরফ হইতে গোশাতের তোহফা পৌঁছিয়া থাকে। সুতরাং ঈদের সময় কুরবানী বহু হয় সত্য, পক্ষান্তরে ঐ সময়ে দৈনন্দিন পশু জবাই হ্রাস পায় এবং এই প্রাকারে এই পার্থক্য অধিক থাকে না।

ঈ'দুল আযহার খুৎবা*

"খোদা-তালার ওয়াদা সত্য। তিনি আমাদের জামাআতকে জয়ী করিবেন। কিন্তু কখনো এমন হয় নাই যে, কোন ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক (রূহানী) জমাআত ধর্ম বিস্তারে ক্রমাগত প্রচেষ্টা ও ত্যাগ ছাড়া বিজয় লাভ করিয়াছে।" —খলিফাতুল মসিহ্ সানী (আইঃ)

(সংক্ষিপ্ত সার সংকলন)

হযরত ইব্রাহীম আলাইহেস সালামের সহিত আল্লাহ্-তালা যে ওয়াদা করিয়াছিলেন এই ঈদের দিন আমাদিগকে ঐ প্রতিশ্রুতি স্মরণ করান হইয়াছে। আল্লাহ্-তালা তাঁহার সহিত অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার সন্তানদিগকে পৃথিবীর কোণে কোণে বিস্তৃত করিবেন। আমরা এই ভবিষ্যদ্বাণীর স্মৃতি রক্ষার্থে এই দিবস পালন করিয়া থাকি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আমরা পৃথিবীর এক কোণে বসিয়া এই বলিয়া ঈদ উৎসব করিতেছি যে, আল্লাহ্-তালা হযরত ইব্রাহীম আলাইহেস্ সালামের সন্তানদিগকে সমগ্র বিশ্বময় আবাদ করিয়াছেন। যদি ইহা সত্য হইয়া থাকে যে, তোমরাই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত— যদি একথা সত্য হইয়া থাকে যে খোদা-তা'লার ধর্ম মানার তৌফিক তোমরাই লাভ করিয়াছ, তবে তোমাদের ভাবিতে হইবে তোমরা কি প্রকারে আনন্দ স্বরূপে বলিতে পার যে খোদা-তা'লা ইব্রাহীমের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিয়াছেন?

যদি তোমরা পৃথিবীর এক কোণে বসা আছ, তবে খোদা-তা'লা ইব্রাহীমের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করেন নাই—ইহাকে সফল করিতে গিয়া ইহাতে

* ১৯৫০ সনের ২৩শে সেপ্টেম্বর লাহোরে প্রদত্ত 'আল্ ফযলে,' ৯।১০।৬২ তাং প্রথমবার দ্রুত লিখন বিভাগ কতৃক প্রকাশিত।

বাধার সৃষ্টি করিয়াছেন। নতুবা তোমাদের স্বীকার করিতে হইবে যে, তোমরা ছাড়াও কোন কোন জমাআত আছে, খোদা-তালার সহিত যাহাদের সম্বন্ধ আছে এবং তাহারা পৃথিবীময় আবাদ বলিয়া ইব্‌রাহীমের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিতেছে। এক দিকে, তোমরা এই দাবী কর যে, খোদা-তালার সন্তুষ্টি তোমাদের সহিত সংশ্লিষ্ট। অন্য দিকে, তোমরা এই জন্য আনন্দ করিতেছ যে তোমরা পৃথিবীর এক কোণে কুঞ্চিত হইয়া বসিয়াছ। এই দুইয়ের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নাই। আইনতঃ মানুষ খোদা-তালার সন্তুষ্টি শুধু এই প্রকারেই লাভ করিতে পারে যে, তাহারা আহ্‌মদী জামাআতে দাখিল হইয়া পড়ে। তদবস্থায় ইব্‌রাহীমীয় ভবিষ্যদ্বাণীও কেবল মাত্র এই প্রকারেই সফল হইতে পারে, যখন তোমরা পৃথিবীর কোণে কোণে ছড়াইয়া পড়িবে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, আল্লাহ্-তালার ক্ষমতা আছে, তিনি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করিতে পারেন। কিন্তু ইহা একটি বত্যয় মাত্র। বত্যয় ও বিধানের মধ্যে বহু প্রভেদ। কেহ তাহার বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিলে কোন কোন সময় সে ভিক্ষুককেও খাবার দেয়। কিন্তু ভিক্ষুককে আহার করান একটি ব্যত্যয় মাত্র। ইহা দ্বারা আমরা এই বলি না যে, খোদা-তালা অন্য কাহাকেও ক্ষমা করিতে পারেন না। তিনি ব্যত্যয়ে যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করিতে পারেন। বিধানতঃ শুধু খোদায়ী জামাআতগুলিরই মাত্র দাবী উহাদের মধ্যে যোগদানে আল্লাহ্-তালার সন্তুষ্টি লাভ সম্ভবপর। যদি অন্য কেহ সন্তুষ্টি লাভ করিতে পারে, তবে তাহা কানুন বিরুদ্ধ ব্যতিক্রম মাত্র— যেমন, আজকাল সংবাদপত্র সমূহে প্রকাশিত হইয়াছে যে, অষ্ট্রেলিয়ায় একজন পাকিস্তানীকেও পার্লিয়ামেণ্টে বসিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার পার্লিয়ামেণ্টে তাহাদের সভ্য ছাড়া অন্য ব্যক্তিকে আসন দেওয়ার ইহা তৃতীয় দৃষ্টান্ত। কিন্তু ইহাকে কানুন বলা যায় না। ব্যতিক্রম মাত্র।

ঐশী বিধানতঃ আমাদের জামাতেরই দাবী ইহার প্রতি আল্লাহ্-তা'লার সন্তুষ্টি আছে। বাকী, বত্যয় ব্যতিক্রম। তদ্বারা বিধান ভঙ্গ হয় না। আমরা বলি, যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। আমাদের দাবী শুধু এইটুকু যে, আমাদিগকে খোদা-তা'লা ক্ষমা করিবার জন্য কানুন দিয়াছেন এবং অন্যদের জন্য 'ব্যতিক্রম' রাখিয়াছেন। আমরা বলিতে পারি যে আমরা আল্লাহ্-তা'লার আদেশ নিষেধ পালন করিলে অবশ্যম্ভাবিরূপে আমরা আল্লাহ্-তা'লার সন্তুষ্টি লাভ করিতে পারি। কিন্তু অন্যেরা ইহা বলিতে পারে না— তাহারা শুধু এইটুকু বলিতে পারে যে, আল্লাহ্-তা'লা ক্ষমা করিলে ইহা তাঁহার অনুগ্রহ মাত্র।

যাহা হউক, যদি একথা সত্য যে, শুধু আমরাই আল্লাহ্-তা'লার সন্তুষ্টির পথে চলি, তবে আমাদের দ্বারা ইব্‌রাহিমীয় বংশ পৃথিবীতে বৃদ্ধি না পাইয়া সংকুচিত হইয়াছে। কারণ, কোটি কোটি মানুষ সম্বন্ধে আমরা বলি যে, বিধানতঃ তাহারা ঐশী সন্তুষ্টি লাভের যোগ্য নয়। সুতরাং আমাদের চিন্তা করা উচিত, খোদা-তা'লা আমাদিগকে কত বড় পরীক্ষায় ফেলিয়াছেন। পৃথিবীর কোণে কোণে ইব্রাহিমীয় বংশ বিস্তার লাভ করিবার যে আজীমুশ্-শান ভবিষ্যদ্বাণী, উহা আমাদের কারণে কুঞ্চিত হইয়াছে। আমাদের চেষ্টা করিতে হইবে, যাহাতে এই ভবিষ্যদ্বাণীর হক্কা আমরা বৃহত্তর হইতে

বৃহত্তর করিতে পারি এবং কেহ আমাদিগকে এইরূপ অনুযোগ দিতে না পারে যে আমরা "আলে-ইব্রাহীমকে" সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছি।

ইহা এত বড় কাজ যে কোন আহ্‌মদী চিন্তা করিলে, আমার মনে হয়, রাত্রিতে তাহার ঘুম হইবে না। যে পর্য্যন্ত পৃথিবীতে তাহাদের আধিক্য না হয় এবং তাহারা ঐ বিধান অনুযায়ী যাহা তোমরা সত্যই বুঝিয়াছ আল্লাহ্-তা'লার সন্তুষ্টির উত্তরাধিকারী না হয়, সে পর্য্যন্ত তোমরা প্রকৃত অর্থে তোমাদের কর্তব্য পালন করিয়াছ বলিয়া মনে করা যায় না।

একথা সত্য যে, আমরা বলি শুধু আমাদের জামাআতই ইস্‌লামের তবলীগ করিতেছে। ইহাও সত্য যে, খৃষ্টান এবং অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরা আমাদের দ্বারাই ইস্‌লামে দাখিল হইতেছে। এই প্রকারে আমাদের সমর্থনে আমাদের একটি যৌক্তিক প্রমাণ আছে। কিন্তু যৌক্তিক প্রমাণ এবং ঘটনা প্রযুক্ত প্রমাণে মহাভেদ। যৌক্তিকভাবে আমরা অবশ্যই ইস্‌লাম বিস্তার করিতেছি। কিন্তু যদি আমাদের দ্বারা ইস্‌লাম জয় লাভ না করিয়া আমাদের ভবিষ্যৎ কোন বংশ কর্তৃক বিজয় লাভ করে, তবে আমাদের আনন্দ কিসের?

তোমাদের আনন্দ তখনি হইতে পারে, যখন ভবিষ্যৎ কৃতকার্যতা ও বিজয় স্বয়ং লাভ কর। একি গৃহে আরামে ঘুম যাইয়া, দিবারাত্রি পার্থিব কাজে ব্যাপৃত থাকিয়া আলস্য ও উদাসীনতায় সময় কাটাইয়া ভবিষ্যৎ বংশাবলী বিজয় লাভ করিবে ভাবিয়া তোমাদের মাথা উঁচু মনে কর এবং তোমরা আনন্দ বোধ কর? যাহারা বিজয় লাভ করিবে, আনন্দ তাহাদের হইবে। তোমাদের আনন্দিত হওয়ার অধিকার কি?

হযরত মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম যে বিজয়, যে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে হযরত মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম গৌরবানুভব করিতে পারিতেন। তাঁহার পিতামহ কিংবা প্রপিতামহ তাঁহাদের বংশে পৃথিবীতে কেহ অসাধারণ কৃতকার্যতা লাভ করিবেন বলিয়া গর্ব করিলে সকলেই বলিত যে, "তোমাদের কি?"

সেইরূপ দেড়শত বৎসর পর তোমাদের যে বিজয় লাভ হইবে, তোমরা উহার ভিত্তি পত্তন না করিয়া গেলে তোমাদের উহাতে কি? যাহারা আসিবে তাহারা গৌরবান্বিত হইবে। সুতরাং, তোমরা তোমাদের অবস্থা পরিবর্তন কর। এখন তোমাদের কাহারো কাহারো অবস্থা অভ্যস্ত আফিম সেবীর ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে। তোমাদিগকে যত 'ওয়ায' শোনান হইয়াছে, পৃথিবীতে অন্য কোন জাতি এত 'ওয়ায' শোনে নাই। কিন্তু তোমরা তৈলাবৃত কলসপৃষ্ঠ স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছ। তোমরা ওয়ায শুনিয়াছ, ক্রিয়া গ্রহণ কর নাই।

হযরত মসিহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সালাতুওয়াস্ সালামকে খোদা-তা'লা 'সুলতানুল্ কলম' নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার মুকাবিলা আমাকে এত বলিবার সুযোগ দিয়াছেন যে, আমাকে তিনি 'সুলতানুল্-বায়ানে' পরিণত করিয়াছেন। কলম লিখিয়াছে এবং এত লিখিয়াছে, তোমরা বলিয়াছ যে এত লিখা হইয়াছে যে তোমরা পড়িতে পার না। মুখে বলা হইয়াছে, বক্তৃতা ও এত খুৎবা দেওয়া হইয়াছে যে তোমরা বলিয়া উঠিয়াছ কত স্মরণ রাখিবে— তোমরা তো আমল করিতে পার না। উভয়ই তোমাদের জন্য সমান হইয়া পড়িয়াছে।

ইহা বড়ই চিন্তার কথা। ইহা বড়ই আশঙ্কা-

জনক। কেহ কেহ আছেন যাঁহারা কোন কথা শুনিয়া নাজাত লাভ করেন। তাঁহারা বড়ই সৌভাগ্যবান। কিন্তু যাহাদের জন্য এত কিছু লিখা এবং এত কিছু বলা হইয়াছে যাহার সীমা নাই, তাহাদের পরিবর্ত্তন না হইলে তাহারা সৌভাগ্যবান বলিয়া কথিত হইতে পারে না। আর একটি কথা আমি বলিতে চাই না। কারণ আমার জিহ্বায় আটকায়। যাহাহউক, এখনো সময় আছে। তোমাদের পরিবর্ত্তন সাধন কর।

যামানার অবস্থা উচ্চ কণ্ঠে জানাইতেছে যে, খোদা কিছু করিতে চান। তোমাদের কর্তব্য তোমাদের নেক পরিবর্তন সাধন কর, যেন খোদায়ী তক্‌দীর যাহের হওয়ার সময় তোমাদের স্বপক্ষে মীমাংসা হয়। তোমরা তোমাদের সাধু পরিবর্তন সাধন করিলে পৃথিবী তোমাদিগকে ধ্বংস করিতে পারিবে না। সমুদ্রে প্রবল ঢেউ উঠিবে। তুমুল বাত্যা প্রবাহ ছুটিবে। লোকে মনে করিবে যে, তোমরা ধ্বংস হইয়াছ। কিন্তু বাত্যা প্রশমনের পর জগদ্বাসী দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইবে যে তোমরা নিরাপদে তীরে দাঁড়ান এবং লোক তোমাদের কিছুই করিতে পারে নাই।

[বস্তুতঃ পাঞ্জাবের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সময় কেহ ভাবিতে পারে নাই যে, আহ্‌মদীয়া জমাআত কিরূপে রক্ষা পাইবে। কিন্তু খোদা-তা'লা ইহাকে মহাহস্তে রক্ষা করিয়াছেন। ভবিষ্যতেও কোন দুর্যুগে পৃথিবী দেখিবে যে খোদা-তালা আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন এবং তাঁহার জমাআত শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি করিয়াছে। তবে হযরত আক্‌দসের উপদেশ-বাণী সততঃ আমাদের স্মরণ রাখা এবং প্রথম শোনা মাত্র আমাদের যথার্থ আত্ম-সংস্কার অত্যাবশ্যক। খোদার অনুগ্রহরাজি দেখিয়া আমাদের আরো দ্রুত গতিতে তাঁহার দিকে অগ্রসর হওয়া এবং তাঁহার সেলসেলার জন্য সর্বমুখী কুরবানী করা উচিত যাহাতে আমরা 'আব্‌দান শাকুরা" (আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞ বান্দা) হই এবং তাঁহার দান ও কৃপা আমাদিগকে তাঁহার দিকে অধিকতর আকর্ষণ করে। আমীন ! —সঃ আহ্‌মদী]

কুরবানী সংক্রান্ত কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত খলিফাতুল্ মসিহ্ সানী আইয়্যেদাল্লাহু-
তা'লার লেখা ও বক্তৃতা হইতে ঃ

কুরবনীর মূল তত্ত্ব :

পঞ্চম এবাদত কুরবানী। বহুলোক ইস্‌লামী কুরবানীর মূল তত্ব বুঝিতে পারে না। তাহারা মনে করে যে, ইস্‌লাম কুরবানীর আদেশ দেওয়ার কারণ যাহাতে কুরবানীকারীর গুনাহ কুরবানী উঠাইয়া নিয়া যায়! ইহা ঠিক নয়। ইস্‌লাম কখনো এই শিক্ষা দেয় না। কুরবানী 'কুরব' (নৈকট) হইতে উদ্ভুত। প্রকৃতপক্ষে কুরবানী একটি একান্ত সূক্ষ্ম কর্ম প্রকাশিত-ভাষা যাহা না বুঝায় লোকের ভ্রান্তি জন্মিয়াছে। স্পষ্ট কথা, পৃথিবীতে বহুলরূপে কার্য সঙ্কেত ও চিত্র সঙ্কেত স্বরূপ ভাষার প্রচলন আছে। কথ্য ও লেখ্য ভাষার বহু উন্নতি সত্বেও ভাব প্রকাশের এই প্রাচীন পদ্ধতি এখনো পৃথিবীতে পাওয়া যায়। লোকে ইহার প্রভাব গ্রহণ করে। সাঙ্কেতিক ভাষা আমাদের দৈনন্দিন কাজ কর্মে সর্বদা ব্যবহৃত হয়। তদ্বারা মহৎ উপকার পাওয়া যায়। কুরবানীও ইহাদেরই অন্তর্গত। চিন্তা করিলে দেখা যায়, প্রাণী হত্যা কোন সাধারণ বিষয় নয়। মানব প্রকৃতির উপর ইহার গভীর প্রতিক্রিয়া হয়। অবশ্য, তাহাদের কথা সতন্ত্র, যাহারা প্রাণী হত্যা করায় অভ্যস্ত। তদ্ব্যতীত অন্য লোকের প্রকৃতির উপর নিশ্চয়ই প্রাণী হত্যায় প্রতিক্রিয়া হয়। তখন তাহার ভাবধারায় এক ব্যাপক আলোড়ন জন্মে। এমন কি, ইহারই প্রতিক্রিয়া বশতঃ কোন কোন জাতি কুরবানীকে জুলুম বলিয়া নির্দেশ করে। তাহাদের এই কার্য দুর্বলতার লক্ষণ মাত্র। কিন্তু ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, কুরবানীর প্রতিক্রিয়া মানব প্রকৃতির উপর নিশ্চয়ই হয়। এই প্রতিক্রিয়া সম্পাদনের জন্য কুরবানীকে এবাদতের মধ্যে শামিল করা হইয়াছে। ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য কুরবানীকারী যেন কুরবানী দ্বারা সাঙ্কেতিক ভাষায় একথা স্বীকার করে যে পশুটি ক্ষুদ্র বলিয়া তাহার জন্য যেমন কুরবান গিয়াছে, তেমনি সে স্বীকার করে যে, তাহার চেয়েও বড় জিনিষগুলির জন্য তাহাকে প্রাণ দিতে হইলে, সানন্দে প্রাণ দিবে। এখন ভাবুন দেখি, যে ব্যক্তি কুরবানী করে, এবং ইহার আভ্যন্তরীণ সূক্ষ্ম তত্ব বুঝিয়াই কুরবানী করে, তাহার আভ্যন্তরীণ অবস্থার উপর কত গভীর প্রতিক্রিয়া হইবে এবং সে তাহার কর্তব্য কেমন

স্মরণ রাখিবে, যাহা স্রষ্টার দিক হইতে তাহার উপর ন্যাস্ত হইয়াছে। এই প্রাণিহত্যার কথা চির দিন তাহার হৃদয়ে সম্যক জাগরূক থাকিবে। তাহার অন্তঃকরণ সর্বদা তাহাকে বলিতে থাকিবে, দেখ, তুমি স্বহস্তে ছাগ জবেহ করিয়া একথা স্বীকার করিয়াছে যে, নীচ উচ্চের জন্য কুরবানী হইয়া থাকে। সুতরাং, তুমিও সেই কুরবানীর জন্য প্রস্তুত হও, যাহা সত্য প্রতিষ্ঠা কিংবা মানব জাতির দুঃখ বিমোচনার্থে তোমর করা কর্তব্য। এই বিষয়ের প্রতি সঙ্কেত পূর্বক কোরআন করীমে বলা হইয়াছে ঃ—

"আল্লাহ্-তালার নিকট তোমাদের কুরবানীর মাংসও পৌঁছে না এবং রক্তও পৌঁছে না।" (সুরাহ হজ রুকু ৫) অর্থাৎ কুরবানী করিবার উদ্দেশ্য পূর্ণ করিলে মাত্র কুরবানীর ফল লাভ করিবে নচেৎ, শুধু মাংস খাওয়া ও রক্তপাত করিয়াছ। কোন প্রকৃত ফল লাভ করিবে না। (আহ্‌মদীয়ত, অর্থাৎ 'প্রকৃত ইসলাম")

সর্তাবলী ঃ

কুরবানীর পশু নিখুত হওয়া চাই। পঙ্গু বা খঞ্জ হইবে না, রুগ্ন হইবে না। শিং ভাঙ্গা হইবে না। অর্থাৎ শিঙ্গ সম্পূর্ণ ভাঙ্গা নয়। যদি বহিরাবরণ পড়িয়া গিয়া থাকে এবং আভ্যন্তরীণ বস্তু নিরাপদ থাকে, তবে হইতে পারে। কান-কাটা হইবে না। কিন্তু কান অধিক কাটা না হইলে জায়েয্।

কুরবানী আজ (অর্থাৎ ১০ই যিল্-হজ) আগামী কাল এবং পরশু পর্যন্ত হইতে পারে। রসুল করীম (সাঃ আঃ) হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তিনি কুরবানীর এই দিনগুলিতে তৃতীয় দিন পর্য্যন্ত, তকবীর তহ্‌মীদ পাঠ করিতেন। ইহার বিভিন্ন বাক্য পাওয়া যায়। প্রকৃত উদ্দেশ্য তক্‌বীর (আল্লাহ্‌র বড়াই করা 'আল্লাহু-আকবার' বলা সঃ আঃ) তহ্‌মীদ (আল্লার প্রশংসা করা 'আল্‌হামদুলিল্লাহ্' কিংবা লিল্লাহেল্-হাম্‌দ্ বল সাঃ আঃ') যে ভাবেই করা হয় না কেন। ইহার সম্বন্ধে প্রথা ছিল মুসলমান বিভিন্ন জামাআত পরস্পরের সাক্ষাৎ হইলে তক্‌বীর পাঠ করিতেন। উঠা বসায় তক্‌বীর পাঠ করিতেন। কাজ করিতে যাইয়াও তক্‌বীর করিতেন। ('আল্-ফযল,' ১৭ই আগষ্ট, ১৯২২ সন)

ঈদের নামাযের পর কুরবানী করিতে হয়। কুরবানীর সময় ঈদের নামাযের পর শুরু হয় এবং ১২ তাং পর্য্যন্ত শেষ হয়। কিন্তু কাহারো কাহারো মতে ১৩ তাং আছর পর্য্যন্ত থাকে।

কুরবানী সুন্নতে মুওয়াক্কাদা (অর্থাৎ, রসুল করীম সাঃ আঃ এর অনুসৃত অপরিহার্য নীতি) কুরবানী করিবার সামর্থ যাহার আছে, সে অবশ্যই কুরবানী করিবে।

কুরবানীর গোশ্‌ত নিজে ব্যবহার করিবে। ইচ্ছা করিলে অন্যকে দিবে। ইহার চামড়া গৃহে রাখিলে এমন জিনিষ তৈরী করিবে যাহা সচরাচর ব্যবহার করা যায়। কুরবানীর চামড়া বিক্রয় করিয়া উহার মূল্য নিজে ব্যবহার করা যায় না। আহ্‌মদীগণের উচিত চামড়া, কিংবা চামড়ার মূল্য সদর আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়ার সদকাত ফণ্ডে পাঠায়।

যাঁহারা কুরবানী করিবার ইরাদা করেন, তাঁহাদের উচিত যিল্‌হজের প্রথম তারিখ হইতে নিয়া কুরবানী করা পর্য্যন্ত 'হাজামত' (খেওরি) করিবেন না। এই বিষয়ের প্রতি আমাদের জামাআতের

বিশেষ মনোযোগ করিতে হইবে। কারণ, সাধারণ লোকের মধ্যে এই সুন্নত লোপ পাইয়াছে।

('আল্-ফযল,' ২শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৭ সন)

প্রশ্ন ঃ- জনৈক বন্ধু কুরবাণীর জন্য টাকা পাঠাইয়াছিলেন। কুরবাণীর দিনগুলির পর তাহা পাওয়া যায়। এই কুরবাণীর টাকা কি প্রকারে ব্যবহার করিতে হইবে? এখন কুরবানীর ছাগ দেওয়া যায় কি?

উত্তর ঃ— এই টাকা এখন গচ্ছিত রাখিতে হইবে। আবার কুরবানীর সময় তাঁহার তরফ হইতে কুরবানী করিতে হইবে। তাঁহার কুরবানী করা 'লাযিম' (অবশ্য কর্তব্য) হইয়া থাকিলে, পুর্ণ হইবে। হযরত আমীরুল মুমেনীন আইয়্যেদাহুল্লাহু-তা'লা বে-নাস্রিহিল্-আযীয ইহাও বলেন যে, সফরে থাকিলে কিংবা অন্য কোন মুশকিল থাকিলে তাঁহার এবং আরো বুযুর্গের অভিমত এই যে, এই (যিল-হজ) মাসের মাসের মধ্যে কুরবানী হইতে পারে। (আল্-ফযল ১৭ই আগষ্ট, ১৯২২ সন।

প্রত্যেক পরিবারের পক্ষ হইতে একটি ছাগী কুরবানী হইতে পারে। যদি কাহারো সামর্থ থাকে, তবে প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেও কুরবানী হইতে পারে। নতুবা এক পরিবারের পক্ষে একটি কুরবানী যথেষ্ট।

এখানে 'পরিবার' (খান্দান) দ্বারা দূর ও নিকটবর্তী আত্মীয়দিগকে বুঝায় না। 'পরিবার' অর্থে এক ব্যক্তির স্ত্রী ও সন্তানদিগকে বুঝায়। যদি কাহারো সন্তানগণ পৃথক বাস করে এবং স্বতন্ত্র উপার্জন করে, তবে তাহাদের স্বতন্ত্র কুরবানী করা কর্তব্য। যদি বিবি সচ্ছলা হন এবং স্বামী হইতে তাঁহার পৃথক আয় থাকে, তবে তিনি পৃথক কুরবানী করিতে পারেন। নচেৎ, এক কুরবানী যথেষ্ট।

ছাগ কুরবানী এক ব্যক্তির জন্য। গরু এবং উষ্ট্র কুরবানীতে সাত ব্যক্তি যোগদান করিতে পারেন। ইমামগণের মতে এক গৃহের পক্ষে এক হিস্যা যথেষ্ট। যদি গৃহের সমুদয় লোক সব হিস্যা গ্রহণ করে, তবে তাহাও হইতে পারে। নতুবা এক গৃহের পক্ষে এক অংশ গ্রহণ যথেষ্ট এবং এই প্রকারে প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে কুরবানী হইয়া যায়। কিন্তু অনেক দরিদ্র থাকে। সেই জন্য ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যাহাতে কুরবানী হইতে কেহ বঞ্চিত না থাকে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের রীতি ছিল দরিদ্রগণের পক্ষে তিনি একটি কুরবানী করিতেন। এই নীতি অনুসারে আমারও রীতি এই যে, আমাদের জামাআতের দরিদ্রগণের পক্ষে একটি কুরবানী করি। ('আল-ফযল', ১৭ই আগষ্ট, ১৯৪৭ সন)

প্রশ্ন ঃ— ছাগ ছাগীর বয়স কুরবানীর জন্য কি হওয়া উচিত?

উত্তর ঃ— কুরবানীর পশুগুলির মধ্যে দুম্বা ছয় মাসের জায়েয। বর্তমানে নানা প্রকার মুশকিলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ছাগ এক বৎসরেরও হইতে পারে। নচেৎ মূল আদেশ দুই বৎসরের হইতে হইবে। গরু অন্ততঃ দুই বৎসরের হওয়া চাই। মেষ শাবক যদি ছয় মাসের হয় এবং শরীর বেশ হৃষ্ট পুষ্ট, মজবুত ও বড় দেখায় এবং এক বৎসরের মেষের দলে উহাকে ছাড়িলে উহাদের সমান দেখায়, তবে এই বয়সেরও জায়েয।

প্রশ্ন ঃ— একটি গরুর বয়স ২ বৎসর ১ মাস। কিন্তু এখনো দাঁত বাহির হয় নাই। ইহা কুরবানী করা যায় কি?

উত্তর ঃ— গরু ২ বৎসরের হওয়া সর্ত। অতঃ-

পর উহার দাঁত বাহির হউক, বা না হউক কুরবানী জায়েয। দাঁত বাহির হওয়া ২ বৎসর বয়স্ক হওয়ার একটি আলামত। নচেৎ, প্রকৃত লক্ষণ হইল দুই বৎসরের হওয়া। উট পাঁচ বৎসর হওয়া চাই। সুতরাং, এই বয়স হইলে কুরবানী জায়েয।

কুরবানীর গোশত সম্বন্ধে হুকুম এই যে ইহা সাদ্‌কা করা যায় না। নিজে খাইবে, বা বন্ধু-বান্ধবকে দিবে। শুকাইয়া রাখিতেও পারে। ধনীরা দরিদ্রদিগকে দিবে, দরিদ্রেরা ধনীদিগকে দিবে। ইহাতে প্রীতি বর্ধন হয় এবং ধর্মের উদ্দেশ্য প্রীতি বৃদ্ধি হয়। ('আল-ফযল' ১৭ই আগষ্ট, ১৯১৭)

প্রশ্ন ঃ— এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন কুরবানীর গোশত হিন্দু, খৃষ্টান বা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীকে দেওয়া কি জায়েয?

উত্তর ঃ— হিন্দু হউক, খৃষ্টান হউক উপহার দেওয়া যায়। ('আল-ফযল', ১লা জুলাই, ১৯১৫)

প্রশ্ন ঃ— কুরবানী ও আকিকা একই পশু দ্বারা করা যায় কি?

উত্তর ঃ— আকিকার মূল উদ্দেশ্য এবং যে উদ্দেশ্যে ইহা শুরু হইয়াছে, তৎদৃষ্টে প্রকৃত আকিকা উহাকে বলা যায়, যাহা ছহীহ্ হাদিসগুলিতে বর্ণিত ব্যাখ্যার অনুমোদিত। আঁ-হযরত সাঃ আঃ বলেন ঃ—

"প্রত্যেক ছেলের আকিকা তাহার জীবনকে কল্যাণময় করিবার জন্য জরুরী। তাহার জন্মের সপ্তম দিন তাহার পক্ষে পশু জবেহ করিতে হইবে। তাহার নাম রাখিতে হইবে এবং তাহার মাথার চুল ফেলিতে হইবে"। (তিরমিযি)

সুতরাং, আঁ-হযরত সাঃ আঃ ওসাল্লাম যাহা বলিয়াছেন, তাহা করাই সহীহ্ তরীক। ইহাতেই 'বরকত' আছে এবং আমরাও ইহাই পালন করি।

কোন এক জন ফাকিহ্‌ও নাই, যাঁহার এই মত পাওয়া যায় যে, পশুর কোন অংশ কুরবানীর জন্য এবং কোন অংশ 'আকিকার' জন্যও হয়। এইরূপ করিলে কুরবানীও হইবে না, আকিকাও হইবে না। কারণ, কুরবানীর জন্য সর্ত হইল উহার পূরাপুরি অংশ 'কুরবানীর' উদ্দেশ্যে খরিদ করা হয়। যদি এক অংশ গোশত খাওয়ার জন্য, কিংবা অন্য কোন সদুদ্দেশ্যে ক্রয় করা হইয়া থাকে, তবে কুরবানী' জায়েয হইবে না। ('আল-ফযল', ৯ই মে, ১৯৬২ সন)

হাজ্জাতুল-বেদায় রসুলের (দঃ)
শেষ উপদেশ—

"তোমাদের প্রত্যেকের জান-মাল ও সম্মান হজের মাসে, হজের দিন, হজের পবিত্র ভূমির ন্যায় পবিত্র উপস্থিত ব্যক্তিগণ অনুপস্থিত ব্যক্তিগণকে ইহা পৌছাইবে।'

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম চন্দ্র হিজরী নবম সনে শেষ হজ করেন। ইতিহাসে ইহা 'হাজ্জাতুল বেদায়' (বিদায়-হজ) নামে পরিচিত। পয়গম্বরে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম 'মযদালাফা' হইতে প্রত্যাগমনের সময় হজের রীত্যানুযায়ী মীনাতে উপস্থিত হইয়া ১১ই যিল্-হজ্ উপস্থিত সমগ্র মুসলমানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটি ঈমানোদ্দীপক ভাষণ প্রদান করেন। পৃথিবীর কোণে কোণে এই উপদেশ-বাণী পৌছাইবার এবং কিয়ামত পর্য্যন্ত বংশ পরম্পরা ইহাকে পৌছাইতে থাকার জন্য তাগিদ করেন। নবী করীমের (দঃ) এই ভাষণ স্মরণ রাখিলে কত সমূহ অনর্থ ও কলঙ্ক রক্ষা হইতে পারে, বিশ্ব কেমন এক সুন্দর মনোরম পুরীতে পরিণত হইতে পারে। ভাষণটির অনুবাদ এই :—

"হে লোকগণ, আমার কথা ভালমত শোন। কারণ, জানি না এবৎসরের পর আমি কখনো তোমাদের মধ্যে এই মাঠে দাঁড়াইয়া কোন ভাষণ দিতে পারিব কি? তোমাদের প্রাণ এবং তোমাদের ধনকে খোদা-তা'লা পারস্পারিক আক্রমণ হইতে কিয়ামত পর্য্যন্ত সুরক্ষার নির্দেশ দিয়াছেন। খোদা-তা'লা প্রত্যেকের জন্য ওয়ারিসির হিস্যা নির্ধারণ করিয়াছেন। এমন কোন ইষ্টি পত্র বা উইল করা জায়েয করেন নাই, যাহা অন্য ওয়ারিসগণের হক নষ্ট করিতে পারে। যাহার গৃহে যে সন্তান জন্মে, তাহার জ্ঞান করিতে হইবে। যদি কেহ ব্যভিচারের মূলে ঐ সন্তানের দাবী করে, তবে সে নিজেই শরীয়তের নির্দেশিত সাজার যোগ্য হইবে। যদি কেহ কাহারো পিতার প্রতি আপনাকে আরোপ করে, কিংবা অসত্যরূপে তাহার প্রভু বলিয়া পরিচয় দেয় তবে খোদা, তাঁহার ফেরেশতাহ্ এবং মানুষ জাতির লানৎ (অভিসম্পাত) তাহার প্রতি।

হে মানবগণ, তোমাদের কোন কোন হক্ তোমাদের স্ত্রীর উপর আছে এবং তোমাদের উপরে তোমাদের স্ত্রীর কোন কোন হক আছে। তাহাদের উপর তোমাদের হক এই যে, তাহারা সতীত্বময় জীবন যাপন করে এবং এরূপ গর্হিত কাজ না করে, যদ্বারা জাতির নিকট স্বামী অপদাস্থ হয়। যদি তাহারা এইরূপ করে, তবে তোমরা (কোরআন করীমের নির্দেশানুসারে যথারীতি অনুসন্ধান ও আদালতের ফয়সলার পর) তাহাদিগকে সাজা দিতে পার। কিন্তু ইহাতে কঠোরতা করিবে না। যদি তাহারা এই প্রকার কোন কার্য না করে এবং স্বামীর সম্মানহানী না করে, তবে তোমাদের কর্তব্য তোমরা তোমাদের অবস্থানুযায়ী তাহাদের খাদ্য ও পোষাক প্রভৃতির ব্যবস্থা করিবে। স্মরণ রাখিবে, সর্বদা স্ত্রীর প্রতি উত্তম ব্যবহার করিবে। কারণ খোদা-তা'লা স্ত্রীর রক্ষণভার তোমাদের উপর ন্যাস্ত

করিয়াছেন। স্ত্রীলোকেরা দূর্বল। তাহারা তাহাদের অধিকার স্বয়ং রক্ষা করিতে পারে না। তোমরা যখন তাহাদিগকে বিবাহ কর, তখন খোদা-তা'লা তাহাদের অধিকারের জামিন তোমাদিগকে করেন। খোদা তা'লার বিধান মত তোমরা তাহাদিগকে গৃহে আন। সুতরাং, খোদা-তা'লার জামানতের সম্মান করিবে এবং স্ত্রীলোকের হকের প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখিবে।

হে মানবগণ, তোমাদের হাতে এখনো কোন কোন যুদ্ধ বন্দী আছে। আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি, তাহাদিগকে তাহা খাওয়াইবে, যাহা তোমরা খাও এবং তোমরা নিজে যাহা পর, তাহা তাহাদিগকে পরাইবে। যদি তাহারা এমন কোন অপরাধ করে যে তোমরা ক্ষমা করিতে পার না, তবে অন্য কাহারো নিকট বিক্রয় করিবে। কারণ তাহারা আল্লাহ্‌র বান্দা। তাহাদিগকে কষ্ট দেওয়া কোন অবস্থায়ই বৈধ নয়।

হে লোকগণ, আমি তোমাদিগকে যাহা বলিতেছি, মনোযোগ দিয়া শোন এবং উত্তমরূপে স্মরণ রাখিও। প্রত্যেক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই। তোমরা সকলেই একই পর্যায়ের। তোমরা সকলেই মানুষ-জাতি বা পদ যাহাই হউক। মানুষ হওয়ার দিক দিয়া সকলেরই একই মর্যাদা। এই বলিতে যাইয়া হুযুর (সাঃ আঃ) তাঁহার উভয় হাত উঠাইয়া উভয় হাতের আঙ্গুলগুলি মিলিত করিয়া বলিলেন, এই দুই হাতে আঙ্গুলগুলি যেমন পস্পর সমান, সেইরূপ তোমরা সমগ্র মানুষ সমান। তোমাদের এক জনের অন্য জনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা প্রকাশের কোন হক নাই। তোমরা পরস্পর ভাতৃবৎ। তারপর বলিলেন তোমরা কি জান আজ কি মাস? তোমরা কি জান এই কোন এলাকা? তোমরা কি জান, এই দিন কি? লোকগণ বলিল, 'হাঁ ইহা পবিত্র মাস। ইহা পবিত্র এলাকা এবং পবিত্র হজের দিন।'

প্রত্যেক উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে রসুল করীম সাঃ আঃ ওসাল্লাম বলিতেন ঃ এই মাস যেমন পবিত্র, এই এলাকা যেমন পবিত্র এবং এই দিন যেমন পবিত্র, তেমনি আল্লাহ্-তালা প্রত্যেক মানুষের প্রাণ, ধন ও সম্মানকে পবিত্র বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। কাহারো প্রাণের উপর কাহারো ধনের উপর আক্রমণ তেমনি অবৈধ, যেমন এই মাস এই এলাকা এবং এই দিনের অমর্যাদা করা। এই আদেশ আজিকার জন্য নয় কল্যকার জন্য নয়--তোমরা খোদার সহিত মিলিত হওয়ার দিন পর্যন্ত তোমাদের প্রতি এই হুকুম। এই কথাগুলি যাহা আমি বলিলাম, পৃথিবীর কোণে কোণে পৌঁছাইবে। কারণ, সম্ভবতঃ যাহারা আজ আমার নিকট শুনিতেছে, তাহাদের চেয়ে তাহারা অধিক পালন করিবে, যাহারা আমার নিকট হইতে শুনিতেছে না।"

এবারের আহ্‌মদী হযকারী

ইস্‌লামের পাঁচ স্তম্ভের মধ্যে বয়তুল্লাহ্‌র হজ্ব একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যদি কোন মুসলমানের উপর সমস্ত সর্তাবলীর দিক দিয়া হজ্ব করা ফরয হয়, তবে তাহা পালন করা অন্যান্য যাবতীয় ধর্ম কর্ম ও ধর্ম সেবা হইতে কম নয়। যে সকল সৌভাগ্যবান আহ্‌মদী ভ্রাতাগণ সম্বন্ধে জানা গিয়াছে যে আল্লাহ্-তালা তাহাদিগকে এবার হজ করিবার তৌফিক দিয়াছেন, নিম্নে আমরা তাঁহাদের নাম হযরত খলিফাতুল মসিহ্‌র প্রাইভেট সেক্রেটারী সাহেবের ঘোষণায় প্রকাশিত লিষ্ট অনুযায়ী প্রকাশ করিতেছি ঃ—

১। হাকিম আবদুল লতীফ শাহেদ সাহেব, রাবওয়াহ্

২। ডাঃ আবদুর রহমান অফ্ মুগা, লাহোর।

৩। শিক্ষায়িত্রী রাযিয়া সাহেবা সিয়ালকোট।

৪। চৌধুরী বসীর আহ্‌মেদ সাহেব, রেডিও অফিসার করাচী।

৫। কর্ণেল মুবারক আহ্‌মদ সাহেব, ওয়াহ্‌কেণ্ট্।

৬। আবদুল লতীফ সাহেব, ফিজী।

৭। ঐ স্ত্রী

৮। মুহাম্মদ উমর খাঁ সাহেব তরঙ্গযই, পেশোয়ার।

৯। মুহাম্মুদ সুলায়মান সাহেব, ঢাকা।

১০। খলিফা আবদুর রহমান সাহেব, জম্মুন।

১১। আইশা ইয্‌ডী, লেগস (নাইযেরিয়া)

১২। রয়িস হাসান, ঘানা (পঃ আফ্রিক)।

১৩। আল্‌হাজ উমর ঐ

১৪। নুরুল হাসান সাহেব ভাগলপুরী, ভারত।

আল্লাহ্-তালা তাঁহাদের হজ্ব কবুল করুন এবং হজ্বের তাবৎ আশীষ ও উপকারিতা দ্বারা লাভবান করুন। আমীন।

[পরে জানা গিয়াছে যে, আরো কোন কোন আহ্‌মদী বন্ধু এবার হজ্জ করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের নাম জানিতে পারি নাই। —সঃ আঃ]

সেই ঈ'দ ও এই ঈ'দ

"এই মাস কুরবানীর মাস বলিয়া অভিহিত হয়। রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম প্রকৃত কুরবানীর পূর্ণতম আদর্শ প্রদর্শনার্থে মহাগমন করেন। তোমরা যেমন ছাগ, উট, গরু জবেহ কর তেমনি ঐ সময় ছিল যখন ১৩০০ বৎসর পূর্বে খোদা-তা'লার পথে মানুষ জবেহ হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে, উহাই 'ঈ'দুয্ যুহা" ছিল। যুহার (মধ্যাহ্নের সন্নিহিত পূর্বের) আলোক উহাতে

ছিল। এই যে সব কুরবানী, এগুলি অভ্যন্তরীণ বস্তু নয়, বাহ্যাবরণ মাত্র—আত্মা নহে, দেহ। বর্তমান আরাম, অনায়াসের সময়ে হাসি-খুসির মধ্যে ঈদ পালন হয়। হাসি-খুসি এবং নানা প্রকার ভোগ বিলাস ঈদের পরম উদ্দেশ্য পরিগণিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রকৃত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য নাই। প্রকৃতপক্ষে, এই দিনের মধ্যে এই মহান উদ্দেশ্য নিহিত ছিল যে, হযরত ইব্‌রাহীম যে কুরবানীর বীজ সংগোপনে বপন করেন, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম উহার পরিণত শস্য-শ্যামল ক্ষেত্র প্রদর্শন করেন। হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহেস-সালাম খোদা-তা'লার আদেশ পালনে আপন পুত্রকে জবেহ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ইহাতে অলক্ষ্যে এই সঙ্কেত ছিল যে, মানুষ সম্পূর্ণরূপে খোদার হইবে এবং খোদার আদেশের সম্মুখে তাহার প্রাণ, সন্তান ও অত্মীয় স্বজনের রক্ত তুচ্ছ বলিয়া দেখাইবে। রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের সময় যাবতীয় পবিত্র নীতির পূর্ণতম আদর্শ ছিল। তখন কুরবানী কিরূপে হইয়াছিল? রক্তে জঙ্গল ভরিয়া যাইয়া রক্তনদী প্রবাহিত হয়। পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে হত্যা করে। এই প্রকারে তাহারা এই বলিয়া আনন্দিত হইত যে, ইস্‌লাম এবং খোদার পথে খণ্ড বিখণ্ড হওয়াতেই তাহাদের সুখ। কিন্তু আজ চিন্তা করিবা দেখ হাসি-খুসি এবং নিরর্থক কার্যাদি ছাড়া রুহানিয়তের কোন অংশ পাওয়া যায়?" (মল্‌ফুযাতে হযরত মসিহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সালাম, দ্বিতীয় খণ্ড ৩২-৩৩ পৃঃ)

●

রাবওয়ায় ঈ'দুল আযহা

১০ই যুল্-হজ্ ১৩৮১ মোতাবেক ১৫ই মে মঙ্গলবার ঈ'দুল্ আযহার মুবারক ইসলামী সম্মিলিত স্মৃতি উৎসব যথানিয়মে প্রতিপালিত হয়। প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রাতে সাড়ে সাত ঘটিকার সময় রাবওয়াবাসী মসজিদ মুবারকে সমবেত হইলে নাযের, ইস্‌লাহ্ ও ইরশাদ মৌলানা জালালুদ্দীন শামস সাহেব ঈদের নামায পড়ান এবং খুৎবা দেন।

খুৎবায় হজ ও ঈদের উদ্দেশ্য বলা হইয়াছিল। কুরবানীর গুরুত্ব এবং দর্শন তত্ত্বের উপর উত্তম আলোকপাত পূর্বক বলা হয় যে, আঁ-হযরতের সাহাবা এবং এই শেষ যুগে হযরত মসিহ্ মাওউদের সাহাবা তাঁহাদের জীবনে কার্যতঃ কি প্রকারে কুরবানীর উদ্দেশ্য পালন পূর্বক আদর্শ স্থাপন করেন।

খুৎবার প্রথমে তিনি বলেন যে, হজ একটি প্রেমের নিদর্শন সূচক এবাদত। এই এবাদত পালনে মানুষ প্রকৃত অর্থে খোদা পাওয়ার জন্য

পাগল হইয়া যায়। এই উদ্দেশ্য নিয়া হজের যাবতীয় ব্রত পালনের পর কুরবানী করা হয়। কুরবানী প্রসঙ্গে কোরআন করীমের আয়াত এবং হযরত মসিহ্ মাউওদ আলাইহেস্ সালামের 'খুৎবা এল্হামিয়া' হইতে উদ্ধৃতি সহযোগে তিনি বলেন যে, কুরবানী স্বয়ং মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। সাঙ্কেতিক ভাষায় ইহা দ্বারা স্বীকার করা হয় যে, আমরাও ধর্মের পথে আমাদের আত্ম বলিদান করিয়া আল্লাহ্-তা'লার প্রকৃত সন্তুষ্টি ও তাঁহার নৈকট্য লাভ করিব। প্রকৃত পক্ষে, একটি জন্তুর কুরবানী উপস্থিত করিয়া সঙ্কেতক্রমে স্বীকার করা হয় "খোদা, আমরা এই প্রকারে পশ্বাদি স্বরূপ আমাদের প্রবৃত্তি মূলক ইচ্ছা আকাঙ্খা, উত্তেজনা ও অনুরাগ যাহা তোমার কাছে পৌঁছিতে পরিপন্থী হয় কুরবান করিতেছি। আত্মার এই অন্তরস্থ কুরবানীর পর দৈহিক ভাবেও প্রয়োজন হইলে আমরা তোমার ধর্মের জন্য আমাদিগকে কুরবান করিয়া যাইব এবং ইন্শা-আল্লাহ, আমরা আমাদের কথায় ঠিক থাকিব।"

অতঃপর তিনি আঁ-হযরত সাঃ আঃ ওসাল্লামের মহাব্যক্তিত্ব সম্পন্ন সাহাবা রেয্ওয়ানুল্লাহে আলাইহিম আজমাঈন ধর্মের পথে যে সকল অসাধারণ কুরবানী করেন ঐগুলি এবং হযরত মসিহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সালামের সাহাবাগণের মধ্যে হযরত সাহেবযাদা অবদুল লতীফ সাহেব শহীদ রাযিআল্লাহু আন্হুর মহান কুরবানীর উপর আলোকপাত পূর্বক বলেন যে, এই সমস্ত পবিত্র পুরুষগণ তাঁহাদের কর্ম-জীবন দ্বারা কুরবানীর প্রকৃত রুহ্ ও হকিকত সফল করিয়া দেখান এবং এই প্রকারেই তাহারা "আল্লাহ্ তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁহারা আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট" হওয়ার যোগ্য হন।

অবশেষে, তিনি কুরবানীর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলিতে গিয়া একটি গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেন। যে মহান আযীমুশ-শান কুরবানীর স্মৃতি স্বরূপে এই ঈদ পালন করা হয়, সেই কুরবানীতে একই সময়ে হযরত ইব্রাহীম আলায়হেস্ সালাম, হযরত হাজেরা আলাইহাস্ সালাম এবং হযরত ইস্মাঈল আলাইহেস্ সালাম যোগদান করেন। অন্য কথায়, সেই কুরবানী নর-নারী বৃদ্ধ-যুবা এবং শিশু সকলের পক্ষ হইতেই ছিল। সকলেই উহাতে সমান শামিল ছিলেন।

ইহা হইতে এই শিক্ষা লাভ হয় যে, যখনি ধর্মের আসন উচ্চ করিবার জন্য কুরবানীর প্রয়োজন হয়, তখন শুধু কয়েকজন ব্যক্তি কুরবানী করিলেই যথেষ্ট হয় না, তখন প্রয়োজন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই যথাসাধ্য কুরবানী পেশ করায় মশগুল হন।

তিনি আরো বলেন যে, পৃথিবীতে আহ্মদিতয়া এ জন্যই কায়েম হইয়াছে, যাহাতে পৃথিবীতে ইসলাম সজীব হয় এবং দলীল প্রমাণ স্বরূপে ইহা সমগ্র বিশ্বের উপর প্রাধান্য লাভ করে। সুতরাং, ইসলামের পুনরুজ্জীবন এবং ইসলামের 'গল্বা'— জয় ও প্রাধান্য লাভার্থে জরুরী এই যে, জামাতের বালক ও বৃদ্ধ পুরুষ ও নারী সকল বয়সের সকলেই স্ব স্ব কুরবানী উপস্থিত করেন এবং সেই পর্য্যন্ত করিতে থাকেন যে পর্য্যন্ত না এই মহান উদ্দেশ্য সফল হয়।

খুৎবার পর দোয়া করা হয়।

ইয়ুরোপীয় আহমদীয়া মিশন সমূহে ঈ'দুল আযহা

(সদর তহরীক জদীদ বিভাগ হইতে)

হামবার্গ ফ্রাঙ্কফোর্ট, জিউরিচ, লণ্ডন, কেপেনহেগণ, ওসলো এবং হেগস্থ আহ্‌মদীয়া মিশন প্রাঙ্গন ও মস্‌জিদগুলিতে ঈ'দুল-আযহার নামাজ আদায় করা হয়। ঈ'দ উপলক্ষে ইয়ুরোপের নও-মুসলিম আহ্‌মদীগণ বাদেও নানা দেশের বহু মুসলমান ভ্রাতাগণ এবং অন্যান্য বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ যোগদান করেন। আল্লাহ্‌র ফযলে সর্বত্র ১০ই যুল-হজ, মুতাবেক ১৫ই মে পূরাপুরি ইহতেমামের সহিত ঈ'দুল-আযহা পালন করা হয়। এই উপলক্ষে ইসলামের শিক্ষার মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা হয়। কয়েকটি তারবার্তা নিম্নে প্রকাশ করা হইল ঃ—

হামবার্গ ও ফ্রাঙ্কফোর্ট ঃ

হামবার্গ মসজিদের ইমাম জনাব চৌধুরী আবদুল লতীফ সাহেব জানাইতেছেন ঃ—

"হামবার্গ ও ফ্রাঙ্কফোর্টস্থ আহমদী মসজীদ-গুলিতে ঈ'দুল-আযহা যথাবিহিত উপায়ে পালন করা হইয়াছে। ঈ'দের নামাযে জার্মেনীর নব-মুসলেম বন্ধুগণ বাদেও বিভিন্ন ইসলামী দেশের ভ্রাতাগণ শরীক হন। ঈ'দের নামাজের পর মেহা-মানগণকে চা পানে আপ্যায়িত করা হয়। দ্বিপ্রহরে এক বিশেষ ভোজের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ভোজে বহু প্রখ্যাতনামা ব্যক্তিগণও যোগদান করেন। প্রেস ঈ'দের নামায ও অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলির ফটো গ্রহণ করে"।

জিউরিচ ঃ

সুইজারল্যাণ্ডের মুবাল্লেগ মুকার্‌রাম চৌধুরী মুশ্‌তাক আহমদ বাজওয়া সাহেব তার করিয়াছেন ঃ—

"জিউরিচের আহমদীয়া মিশনে ঈ'দুল আযহা পূরাপুরি যত্ন সহকারে পালন করা হইয়াছে। সুইজারল্যাণ্ডের নব-মুসলিম আহ্‌মদী ভ্রাতাগণ বাদেও তুর্কী, সুদান, সউদী আরব, আল-জেরিয়া, মরক্কো এবং তিউনিসের মুসলেম ভ্রাতাগণ ঈ'দ উপলক্ষে লবেম্ববার্গ হইতে আসিয়া যোগদান করেন। ঈ'দের নামাযের পর মেহমানগণকে ভোজে আপ্যায়িত করা হয়।"

লণ্ডন ঃ

লণ্ডন মসজিদের নায়েব ইমাম মুকর্‌রাম বশীর আহ্‌মদ রফিক সাহেব জানাইয়াছেন ঃ—

"লণ্ডনস্থ 'মসজিদ ফযলে' ঈ'দুল-আযহা ১৫ই মে, ৬২, সম্পূর্ণ ইহ্‌তেমামের সহিত পালন করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রায় ৮০০ আট শত ব্যক্তি যোগদান করেন। নামায লণ্ডন মসজিদের ইমাম মুকর্‌রাম চৌধুরী রহমত খাঁ সাহেব পড়ান এবং কুরবানীর গুরুত্ব সম্বন্ধে খুৎবা দেন। অতঃপর

মেহমানগণ সকলেই দ্বিপ্রহরের ভোজে আপ্যায়িত হন। এই উপলক্ষে একটি তবলিগী প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও করা হয়। উহাতে আমাদের বৈদেশিক মিশনগুলির ইস্‌লামী খেদমাত সম্পর্কিত চিত্রাবলী ছিল।

●

নবুয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত

আঁ-হযরত সাঃআঃ অন্তর্যামী 'আল্লামুল্‌-গয়ুব' খোদা হইতে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ১৪০০ বর্ষ পূর্বে বলিয়া ছিলেন যে তাঁহার ওফাতের পর খেলাফত আলা মিন্‌হাজুন্‌ নবুওত' (নবুওতের পদ্ধতিতে আরম্ভ হইবে) অন্য কথায়, ব্যক্তি খেলাফত নবুওতের পরিশিষ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে। তারপর, খেলাফতের পর দংশনকারী অত্যাচারী বাদশাহ্‌ত আরম্ভ হইবে। তারপর ইহাও শেষ হইয়া যাইবে। তখন আবার খেলাফত আরম্ভ হইবে যাহা প্রথম সময়ের ন্যায় নবুওতের পদ্ধতিতে কায়েম হইবে। অতঃপর, বর্ণনাকারী বলেন যে আঁ-হয্‌রত সাঃ আঃ ও সাল্লাম চুপ করিলেন। (মস্‌নদে, আহ্‌মদ বিন্‌ হাম্বল'. পঞ্চম খণ্ড, ৪০৪পৃঃ)। মিশকাতেও এই হাদিস 'কিতাবুল ফেতানে' আছে।

এই হাদিসকে অন্যান্য হাদিসের সহিত একত্রে পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, পরে নবুওতের পদ্ধতিতে যে খেলাফত আরম্ভ হওয়ার কথা, তদ্বারা বুঝায় হযরত মসিহ্‌ মাওউদ আলাইহেস সালামের খেলাফত। ইহা সুরাহ্‌ জুমুআর ভবিষ্যদ্বাণীতে "এবং অন্যদের মধ্যে যাহারা এখনো তাঁহাদের সহিত আসিয়া মিলিত হয় নাই" ("ও আখারীনা মিনহুম্‌ লাম্মা ইয়াল্‌হাকু বেহিম্‌) আঁ-হযরতেরই পুনরাগমন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ, পূর্ণতম প্রতিবিম্বাকার। তারপর আমরা হাদিসে পাই :—

"কাইফা তাহ্‌লেকু উম্মাতি আনা ফি আওওয়ালেহা ও আল্‌-মসিহু ফী আখেরেহা।" (মিশকাত

"আমার উম্মত ধ্বংস হইতে পারে না। ইহার প্রথমে আমি আছি এবং শেষে প্রতিশ্রুত মসিহ্‌।" ইহা হইতেও জানা যায় যে, আঁ-হযরত (সাঃ আঃ) এবং তাঁহার পরে যেমন 'নবুওতের পদ্ধতিতে খেলা-ফতের দ্বারা ইস্‌লামের উন্নতি হইয়াছিল তেমনি শেষ যুগেও ইস্‌লামের উন্নতি হযরত মসিহ্‌ মাওউদ আলাইহেস্‌ সালাম এবং তাঁহার পরে নবুওতের পদ্ধতিতে খেলাফতের দ্বারা হইবে। হযরত মসিহ্‌ মাওউদ আলাইহেস্‌ সালাম তাঁহার কেতাব 'আল্‌-

আসিয়াতে' পরিষ্কার লিখিয়াছেন যে, তাঁহার পরে 'কুদরতে সানিয়া' (দ্বিতীয় ঐশী মহিমা ও শক্তির) প্রকাশ খেলাফত দ্বারা সাধিত হইবে, যেমন প্রত্যেক নবীর সময় হইয়াছে এবং বিশেষ পূর্বক আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সল্লামের সময় হইয়াছে।

হযরত মসিহ্ মাওউদ আলাইহেস সালামের পর খেলাফত কিয়ামত পর্যন্ত চলিবে। কারণ, খাতামুন্ নাবীয়ীনের নবুওত কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

●

টাঙ্গানিয়াকায় নূতন মুবাল্লেগ

উকালতে তবশীর তহরীক জাদীদ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে মুকার্‌রাম মৌলবী জামিলুর রহমান রফিক সাহেব টাঙ্গানিয়াকা পৌছিয়াছেন। আল্লাহ্-তা'লা তাঁহাকে উচ্চ পর্যায়ে ইস্‌লামের খেদমত করার তৌফিক দিন। আমিন!

●

সিরালিউনের উদ্দেশ্যে যাত্রা

রাবওয়া, ১৯শে মে ভূতপূর্ব নায়েব উকালতে তবশীর মুকার্‌রাম বেশারত আহমদ সাহেব বশীর চেনাব এক্সপ্রেসে ইসলাম প্রচারার্থে সিরালিউন (পঃ আফ্রিকা) যাওয়ার উদ্দেশ্যে করাচী যাত্রা করিয়াছেন। আল্লাহ-তা'লা তাঁহাকে মঙ্গলের সহিত গন্তব্য স্থানে পৌঁছান এবং অধিক চেয়ে অধিক ধর্ম সেবার তৌফিক দিন।

○

রাবওয়া যাত্রা

পূর্ব-পাকিস্তান হইতে চারিজন ছাত্র

ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে শিক্ষা লাভের জন্য পূর্ব-পাকিস্তান হইতে চারিজন ছাত্র ১৯ শে মে, পি আই, এর, প্লেনে লাহোর যাত্র করে। তাহারা হইতেছে, মৌলবী মুহাম্মদ সাহেবের পুত্র বশির আহমদ। মৌলবী ছলিমুল্লাহ সাহেবের পুত্র মুহাম্মদ হবিবুল্লাহ। মৌলবী মুহিবুল্লাহ সাহেবের পুত্র মাহমুদ আলম এবং কারী আবু তাহের সাহেবের পুত্র মুহাম্মদ তাহের। খোদার ফযলে তাহারা লাহোর হইতে সর্ব কুশলে রাবয়ায় পৌঁছিয়াছে। আল্লাহ-তা'লা তাহাদের প্রত্যেককেই যশস্বী ও কৃতী করুন এবং তাহাদের মাতা পিতার কুরবানী কবুল করুন।

পূর্ব পাকিস্তান হইতে প্রতি বৎসর পাঁচজন ছাত্র দীনের খেদমতের জন্য শিক্ষার্থে রাবওয়া যাওয়ার ও থাকার ব্যবস্থা হইয়াছে। বন্ধুগণ এই কুরবানীর জন্য প্রস্তুত হউন। সন্তান ওয়াকফ করুন যাহাতে প্রতি বৎসর পূর্ব-পাকিস্তান এই কুরবানীতে আগে থাকে। (হুয়াল্লাহুল মুওয়াফফেক)

এন্‌ট্রোপী ও কিয়ামত

পৃথিবী সূর্য্য হইতে তেজ গ্রহণপূর্বক দিন দিন উত্তপ্ত হইতেছে।

রাবওয়া ২১মে। গতকল্য মুকর্‌রাম প্রফেসার নাসির আহমদ খা এম, এস, সি, তালিমুল্-ইস্‌লাম কলেজের সায়েন্স সোসাইটিতে 'এন্‌ট্রোপী' এবং 'কিয়ামত' সম্বন্ধে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, আমাদের পৃথিবী সূর্য্যের উত্তাপ গ্রহণ পূর্বক দিন দিন উত্তপ্ত হইতেছে। এই প্রকারে উত্তাপ গ্রহণের ফলে লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে অবশেষে একদিন আসিবে যখন পৃথিবী ও সূর্যের উত্তাপ একইরূপ হইয়া পড়িবে। অর্থাৎ, ইহাদের উত্তাপের মাত্রা একই প্রকার হইয়া পড়িবে। আমাদের এই গ্রহটির এই শেষ গতি। সাধারণতঃ, ইহাকেই আমরা চলিত কথায় 'কিয়ামত' বলিয়া থাকি। পদার্থ বিদ্যার পরিভাষায় ইহা Heat Death of the Universe বা বিশ্বের উত্তাপ লয়। দৈনন্দিন জীবনে অভিজ্ঞাত বহু সহজ বোধ্য দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি 'এন্‌ট্রোপী' ব্যাখ্যা করেন এবং তদ্দারা আমাদের গ্রহের বর্তমান শৃঙ্খলা ও গুণ নির্ণয়ে কি সাহায্য পাওয়া যায় বলেন।

ঢাকায় খেলফত দিবস

২৭শে মে, বিশ্বের সর্বত্র আহমদীগণ খেলাফত দিবস পালন করিয়াছেন। ঢাকা দারুত অবলীগ মসজিদে আল্লাহ্-তা'লার ফযলে 'খেলাফত দিবস' উপলক্ষে ২৭শে মে আছর নামাযের পর পাঁচটা হইতে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত আনসার, খুদ্দাম, আৎফাল ও লাজনার সম্মিলিত এক বিশেষ সভার অধিবেশন হয়। সভায় প্রায় সকল বন্ধুই উপস্থিত হন। যথেষ্ট মহিলা এবং আৎফালেরাও যোগদান করেন। এই সভার সভাপতিত্ব করেন মাননীয় সাহেবযাদা মীর্যা যফর আহমদ সাহেব বার-এট-ল। কোরআন করীম তেলাওত এবং নাযায পাঠ সহ সভার কার্য আরম্ভ হয়। অতঃপর জনাব ওবায়দুর রহমান সাহেব (নাযেম আৎফাল খুদ্দামুম আহমদীয়া ঢাকা) খেলাফতের গুরুত্ব সম্বন্ধে আমাদের গত সংখ্যা 'আহমদীর' সাহায্যে বিশেষ আলোকপাত করেন। অতঃপর মৌলবী দৌলত আহমদ খা সাহেব (এড্‌ভোকেট, ঢাকা হাইকোর্ট) মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব শাহেদ (মুরব্বী, ঢাকা) জনাব মীর্যা আলী অখণ্ডন্দ সাহেব এবং মৌলবী মুস্তাফা আলী সাহেব নানা দিক হইতে খেলাফত এবং এই দিবসের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর, সভাপতি সাহেব সংক্ষেপে হযরত আকদস খলিফাতুত মসিহ সানী আইয়্যেদাহুল্লাহু-তা'লার লিখা ও বক্তৃতা এবং অন্যান্য বরকাত সম্বন্ধে বলার পর তাঁহার স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর জন্য দোয়ার আবশ্যকতার উপর জোর দেন। অতঃপর, সম্মিলিতভাবে এজতেমায়ী দোয়া করিবার পর সভার কার্য্য শেষ হয়। অতঃপর মগরেবের আযান ও নামায আদায়ের পর বন্ধুগণ বিদায় হন।

বিশ্বময় মসজিদ নির্মাণ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তালার মস্‌জিদ নির্মাণ
করে, আল্লাহ্ তাহার জন্য বেহেশ্‌তে
গৃহ নির্মাণ করেন। (হাদিস)"

এই মহা সুসংবাদের ভাগী আপনি অনায়াসে হইতে পারেন, যদি আপনি বিদেশে মসজিদ নির্মাণ সম্পর্কে হযরত আমীরুল্ মুমেনীন খলিফাতুল্-মসিহুস সানী আল্-মুস্‌লেহুল-মাওউদ আইয়্যেদা-হুল্লাহুল-ওদুদের নিম্ন-লিখিত কর্ম-পদ্ধতি পালন করেন ঃ—

১। বড় ব্যবসায়ী, দৃষ্টান্ত স্থলে আড়তদার এবং কারখানার মালীক প্রত্যেক মাসের প্রথম তারিখের প্রথম বিক্রির সম্পূর্ণ লাভ এক পয়সাই হউক, হাজার

টাকাই হউক আল্লাহ্‌র গৃহ নির্মাণের জন্য দান করিবেন।

২। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রত্যেক সপ্তাহের প্রথম দিনের প্রথম বিক্রির লাভ আল্লাহ্‌র ঘর তৈরীর জন্য দান করিবেন।

৩। চাকুরী জীবীরা প্রতি বৎসরে যে বার্ষিক অর্থোন্নতি হয়, উহা হইতে প্রথম অর্থ বৃদ্ধি মসজিদ নির্মানের জন্য দিবেন।

(ক)এই প্রকারে যখন কোন বন্ধুর প্রথম বার চাকুরীতে যোগদানের পর প্রথম বেতনের দশমাংশ মসজিদ ফাণ্ডে দিবেন।

(খ) অস্থায়ী কর্মচারী যাঁহাদের বেতন বাড়ে না, এক মাসের বেতনের $\frac{১}{১০}$ দান করিবেন।

৪। উকিল, ডাক্তার এবং পেশাদারগণ পূর্ববর্তী বৎসরের আয় নিরূপণ পূর্বক তদনুযায়ী আগামী বৎসর তাঁহাদের আয়ের বৃদ্ধি অংশের—এবং মে মাসের আয়ের শতকরা পাঁচ টাকা।

৫। কনট্রাক্‌টারগন প্রতি বৎসর সাকুল্য লাভের শতকরা এক টাকা।

৬। শিল্পী মেস্তরী, কর্মকার, সূতার এবং শ্রমিক বন্ধুগন প্রতি মাসের প্রথম তারিখ বা মাসের অন্য কোন দিন নিরূপণ করিয়া ঐ দিনের মুজুরীর এক দশমাংস।

(৭) চাষী বন্ধুগন, যাঁহাদের জমি দশ একরের কম, তাঁহারা একর প্রতি এক আনা এবং তদপেক্ষা অধিক ভূমি ওয়ালা একর প্রতি দুই আনা হিসাবে দিবেন।

৮। বর্গাদার বন্ধুগণ, যাঁহাদের বর্গা জমি দশ একরের কম, তাঁহারা একর প্রতি দুই পয়সা এবং এবং বর্গা জমিওয়ালা একর প্রতি এক আনা হিসাবে দিবেন।

নানা প্রকার খুসির সময়, যেমন—বিবাহ সাদী, পুত্র কন্যার জন্ম, গৃহ নির্মাণ বা পরীক্ষা পাশ হইলে খোদার ঘর তৈরীর জন্য নিশ্চয়ই কিছু দিবেন।

নিবেদক—উকিলুল্-মাল্
পাকিস্তান তহরীক জদীদ আঞ্জুমন আহ্‌মদীয়া,
রাবওয়াহ্।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইস্‌লাম প্রচার

বিভিন্ন মহাদেশে ইসলাম প্রচারে নিয়ত থাকিয়া যে সকল মুবালেগ দেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন তাঁহাদের কয়েক জনকে নিয়া বিগত ১৩ই মে লাহোর ওয়াই, এম, সি, হলে এক মহা ধর্ম সভার অধিবেশন হয় লাহোর খুদ্দামুল্ আহ্‌মদিয়ার উদ্যোগ আয়োজনে। সভাপতিত্ব করেন মুহতরম্ সাহেবযাদা মির্যা মুবারক আহ্‌মদ সাহেব উকিলুৎ-তবশীর, তহ্‌রীক জদীদ, রাবওয়া।

কোরআন করীমের তেলওয়াত ও হযরত মসিহ্ মউদ আলাইহেস্ সালামের রচিত একখানি কবিতা পাঠ পূর্বক সভার কার্য আরম্ভ হয় সকাল ৮টায়। কবিতাটির একটি পদ হইতেছে ঃ

"আ রাহা হায়্য্ ইস্ তারাফ্ আহ্‌বারে ইউরোপ কা-মেয়াজ ; নাবয্ ফের চাল্‌নে লাগী মুদ্দৌ কি নাগাহ্ জিন্দাওয়ার।

অর্থাৎ, "ইউরোপের আজাদদের রুচি এদিকে ফিরিতেছে— মৃতদের ধমনি জীবিতের ন্যায় হঠাৎ আবার স্পন্দন আরম্ভ করিয়াছে।"

মাননীয় শেখ বশীর আহ্‌মদ সাহেব, এডভোকেট (ভূত-পূর্ব জজ্ লাহোর হাই কোর্ট) প্রথম বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে, গত বৎসর পশ্চিম আফ্রিকায় যাইয়া স্বচক্ষে দেখিয়াছেন যে কাদিয়ান হইতে উত্থিত ধ্বনি কিরূপে সফল হইতেছে। শত শত লোক তিনি দেখিয়াছেন, যাহাদের চেহারা হইতে রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম এবং ইসলামের প্রেম উচ্ছাসিত হয়। তাঁহারা মসিহ মুহাম্মদীর প্রচারকগণের দ্বারা ইসলামে দাখিল হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে দেখিলে ইমান বৃদ্ধি হয়। শেখ সাহেব বলেন যে, পৃথিবীর অবস্থা তাকিদ করিতেছে ইস্‌লামের প্রতি যাঁহারা আপনাকে আরোপ করেন, এইরূপ প্রত্যেক জমাতই এই সময়ে তাঁহাদের কর্তব্যের প্রতি মনোযোগী হন এবং ইসলাম প্রচারে বাহির হন। যদি খৃষ্টান জগত তাহাদের বহু মতবিরোধ সত্ত্বেও ইস্‌লামের বিরুদ্ধে এক যোগে ব্যূহ রচনা করিতে পারে, তবে কোন কারন নাই, মুসলমানগণ তাহাদের আভ্যন্তরীণ মতদ্বন্দ বিস্মিত হইয়া ইস্‌লাম প্রচারার্থে দাঁড়াইতে পারেন না কেন ?

পঃ আফ্রিকায় ইসলাম তবলীগ

জনাব সেখ সাহেবের পর বক্তৃতা করেন মৌলবী নযীর আহ্‌মদ সাহেব মুবাশ্‌ষের। তিনি ২৬ বৎসর কাল পঃ আফ্রিকায় তবলীগের ফরয আদায় করিয়া আসিয়াছেন। তিনি পঃ আফ্রিকায় আহ্‌মদীয়া জমাআতের তবলীগী ও শিক্ষা বিষয়ক প্রচেষ্টার উপর আলোকপাত করেন এবং বলেন যে কিরূপে সেখানে ইস্‌লাম দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে।

পূঃ আফ্রিকায় ইসলাম প্রচার

তাঁহার বক্তৃতার পর হালেই প্রত্যাগত রয়িসুৎ-তবলীগ মুকার্‌রাম শেখ মুবারক আহ্‌মদ সাহেব বক্তৃতা করেন। ইতিপূর্বে খৃষ্টানদের প্রচার ও আশা আকাঙ্খার কথা বর্ণনার পর আমাদের চেষ্টার ফলে কি পরিবর্তন ঘটিয়াছে তিনি খুলিয়া বলেন।

আমরা কাগজ প্রকাশ করি। দেশীয় ভাষায় সাহিত্য প্রচার করি। আহ্‌মদীয়া জমাতই সর্ব প্রথমে পূর্ব-আফ্রিকার প্রধান ভাষা সোয়াহেলীতে কুরআন করীমের তরজমা করেন, যাহা অত্যন্ত সমাদৃত হইয়াছে।

তিনি বলেন যে, এখন সেখানে খৃষ্টান ধর্ম প্রকাশ্যে পরাজয় স্বীকার করে এবং ইস্‌লাম সমগ্র দেশ ব্যাপী চিন্তার লাভ করিতেছে।

তিনি ঐ চ্যালেঞ্জেরও উল্লেখ করেন, যাহা তিনি প্রসিদ্ধ খৃষ্টান প্রচারক ডাঃ বিলি গ্রাহামিকে দিয়া ছিলেন এবং ডাঃ বিলি গ্রাহমের উপর খৃষ্টান পক্ষ হইতে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণের জন্য বিশেষ জোর দেওয়া সত্ত্বেও তিনি তাহা মঞ্জুর করেন নাই। তিনি ইহার সাহসই করিতে পারেন নাই। এই প্রকারে আফ্রিকায় ইস্‌লাম যথা বিজয় লাভ করে।

শেখ সাহেবের পর চীন দেশীয় রাবওয়ায় অধ্যয়ন রত ছাত্র মুহাম্মদ উস্‌মান সাহেব একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

জিন্দা রসুল শুধু আঁ-হযরত (দঃ)

অতঃপর, সাহেবযাদা মীর্যা রফি' আহ্‌মদ সাহেব "জিন্দা রসুল" সম্মন্ধে এক সর্বাঙ্গীন সুন্দর বক্তৃতা দ্বারা প্রমাণিত করেন যে, তিনি শুধু আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাঃ আঃ ও সাল্লাম।

অতঃপর, ইন্দুনেশীয় ছাত্র সৈয়দ মুহি উদ্দিন সাহেব ইন্দুনেশীয়া ইস্‌লাম প্রচার সম্বন্ধে এক সার গর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন।

ইসলামের বিশেষত্ব

অতঃপর মৌলানা আবুল আতা সাহেব ইসলামের বিশেষত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বিশ্বের সমস্ত ধর্মের সহিত ইসলামের তুলনা পূর্বক প্রদর্শন করেন যে ইসলামের সমকক্ষতা করিবার মত গুণ বা ক্ষমতা কোন ধর্মেরই নাই। ইস্‌লামের সৌন্দর্যাবলী ব্যাখ্যা পূর্বক তিনি বলেন যে, তাহা কায়েম আছে —সর্বদাই থাকিবে এবং সর্বদাই ইস্‌লামে এই প্রকার ব্যক্তিগণ আবির্ভূত হইতে থাকিবেন, যাঁহারা খোদা-তা'লার সদ্য নিদর্শনাবলী ও অলৌকিকতা দ্বারা ইস্‌লামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে থাকিবেন।

ইউরোপে ইস্‌লাম প্রচার

অতঃপর, সাহেবযাদা মীর্যা মুবারক আহ্‌মদ সাহেব ইউরোপে ইস্‌লামের তবলীগ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে, ইউরোপের বর্তমান জড় উন্নতির সময়ে আপত দৃষ্টিতে তথায় ইস্‌লাম বিস্তার নিয়া চিন্তা করা একটা অবান্তর বিষয় বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় এই যে, সেখানে ইস্‌লাম, ইনশা-আল্লাহ্‌, নিশ্চয়ই, বিস্তার লাভ করিবে। তিনি বলেন, ইউরোপে ইস্‌লাম প্রচারের তিনটি পর্যায় আছে। (১) ইস্‌লাম সম্বন্ধে তথাকার ভ্রান্ত ধারণার অপ-নোদন। (২) ইস্‌লামের প্রতি আকর্ষণ ও অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টি। (৩) ইউরোপের ইসলাম গ্রহণ। বর্তমানে, বিরাট আয়তনের দিক হইতে ইউরোপে ইস্‌লাম প্রচার প্রথম পর্যায়ে আছে এবং অত্যন্ত সংকীর্ন গণ্ডীতে দ্বিতীয় পর্যায়ে কাজ করিতেছে। অতঃপর, মাননীয় সাহেবযাদা সাহেব ইউরোপে আহ্‌মদীয়া জমাআতের তবলীগী প্রচেষ্টা, বিভিন্ন ভাষায় কোরআন করীমের অনুবাদ প্রকাশ, মসজিদ নির্মাণ, সাহিত্য প্রচার এবং বক্তৃতা দ্বারা ভ্রান্ত ধারণা সমূহের অপনোদন প্রভৃতি বিষয় খুলিয়া

বলেন এবং বলেন যে এই সকল চেষ্টার ফলে ইউরোপে নব-মুস্‌লিমগণের এমন মুখলিস জমা-আতগুলি কায়েম হইতেছে যে, তাহারা অত্যন্ত আন্তরিকতা সহ ইস্‌লামের যাবতীয় আদেশ নিষেধ পালন করিতে চেষ্টা করে এবং কুরবানীর অত্যুচ্চ আদর্শ স্থাপন করিতেছে।

দোয়া সহ ১১ টার সময় এই সভা বিশেষ কৃতকার্যতা সহ সমাপ্ত হয়। এত লোক সমাগত হইয়াছিল যে, তিল ধরিবার স্থান পর্যন্ত ছিল না।

টিটফের পৃথিবী পরিক্রমণ

—মকবুল আহমদ খান।

রাশিয়ার মহাশূন্যচারী মিঃ টিটফ পৃথিবী পরিক্রমন কালে আকাশের সর্ব্বত্র তাকিয়ে নাকি কোথাও খোদাকে দেখেন নাই। তাঁকে কে বলেছে যে খোদা মহাশূন্যেই বিচরণ করেন, আর সেখানেই তাঁর সন্ধান মিলে? খোদা ত সর্ব্বব্যাপী। তিনি আকাশে যেমন আছেন, মর্ত্ত্যেও তেমনি আছেন, পাতালেও তেমনি আছেন। স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালের স্থূল ও সূক্ষ্ম সব কিছুতেই তিনি জীবন্ত ভাবে বিদ্যমান।

নিরাকার ও সর্ব্বব্যাপী সেই পরম সত্তার চাক্ষুষ দর্শন অসম্ভব। চর্ম্মচোখে সেই নিরাকারের দর্শন মিলে না। অন্তর্চোখে দেখাও সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে যুগ যুগ ধরে মহাজ্ঞানী সাধকরা সেই অপার করুণাময় আল্লাহ্-তা'লাকে সূক্ষ্ম ও আত্মিক চোখে সন্দেহাতীতরূপে ও স্পষ্টভাবে দেখে আসছেন। এ যুগেও এক মহাপুরুষ অম্লিতরা মহিমময় খোদার সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং তাঁহার ঘটনা বহুল জীবনের বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে সেই সাক্ষাতের সত্যতা প্রমাণিতও হয়েছে।

মহাপুরুষগণ খোদাকে ঐ ভাবেই পেয়ে থাকেন, যে ভাবে বৈজ্ঞানিকরা পরমাণুকে লেবরেটরীতে দেখতে পান – সাধারণ মানুষের চোখের অগোচরে। সাধারণ লোক বৈজ্ঞানিকের প্রাপ্ত এটমকে না দেখেই স্বীকার করে নেয় বৈজ্ঞানিকের সাক্ষ্য ও এটমের শক্তি দেখে। তেম্নিভাবে সাধারণ লোক যুগে যুগে স্বীকার করেছে, খোদার অস্তিত্বকে, মহাপুরুষগণের সাক্ষ্য ও তাঁদের মাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন খোদায়ী শক্তির বিকাশ দেখে। আর ঐ সব মহাপুরুষদের সংখ্যাও বৈজ্ঞানিক-দের তুলনায় নগণ্য নয় বরং বেশী। তাঁদের সংখ্যা লক্ষেরও অধিক। তাঁরা শুধু খোদাকে দেখেনই নাই বরং জীবন ভরা সেই মহিমময় খোদার সাহচর্য্য লাভ করেছেন। তাঁরা সেই পরম জ্ঞানময়ের সহিত বাক্য বিনিময়ের মাধ্যমে সুদূর প্রসারী জ্ঞান ও তত্ত্ব

লাভ করতঃ বিশ্বে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের সূচনা করে থাকেন। বিজ্ঞানের বিপ্লব হতে, এ বিপ্লব দীর্ঘস্থায়ী। বিজ্ঞানের সভ্যতার চেয়ে ধর্ম্মীয় সভ্যতার ভিত্তিও দৃঢ়তর। কেননা, এ বিপ্লব ও এ সভ্যতা মৌলিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্য অনেক ক্ষেত্রে পরবর্ত্তী সময়ে পরিবর্ত্তিত হয় বা অঠিক প্রমাণিত হয়। মহাপুরুষদের আবিষ্কার চির সত্য। ঐ সব মহাপুরুষগণ ব্যক্তিগত জীবনে অতি অসহায়, অপরিচিত ও অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত অবস্থা হতে, শুধু খোদা প্রাপ্তির উপর ভর করে, হিমালয়-সদৃশ বাঁধা সত্বেও মানব জাতির বর্ত্তমান ও ভবিষ্যদ্বংশের কাছে ভক্তি ভাজন শিক্ষাদাতারূপে নিজেদের স্থান করে নেন। সর্ব্বজ্ঞানের উৎস সেই খোদাওন্দ করীম হতে প্রাপ্ত হয়ে সুদৃঢ় ভবিষ্যতের সঠিক তথ্য ও সংবাদাদি এমন নির্ভুল ভাবে তাঁরা পরিবেশন করেন, যে হাজার হাজার বৎসর পরেও তা পূর্ণ হতে দেখে মানুষ বাধ্য হয় সেই বিশ্ব নিয়ন্তার অস্তিত্বকে স্বীকার করতে। এইত সেদিনও এক ভবিষ্যদ্বক্তা মহাপুরুষের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী রাশিয়ার জারের পতন ঘটল।

এই লক্ষাধিক মহাপুরুষ কারা? তাঁরা ঐসব মহামানব, যাঁরা নিজের গুণ গরিমায় যুগ যুগ ধরে কোটি কোটি মানবের মনে স্থান করে গিয়েছেন। অনৈতিহাসিক যুগের ধুম্রজাল ভেদ করেও তাঁদের নাম এসে এযুগের লোকের হৃদয়ে স্থান পেয়েছে। তাঁরা ঐ সব মহামানব, যাঁরা সম্পূর্ণ নিষ্পাপ ও নির্লিপ্ত ছিলেন, বিশ্বের মঙ্গল ছাড়া যাঁদের চিন্তার মধ্যে অন্য কিছু স্থান লাভ করত না, ব্যক্তিগত জীবনকে যাঁরা মানব সেবায় সম্পূর্ণ উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁরা ঐ সব মহামানব, যাঁদের মনকে কীর্ত্তির মোহ বা যশের লালসা এক নিমেষের জন্যও কুলষিত করতে পারেনি, যাঁদের সত্যবাদিতা ও চারিত্রিক পবিত্রতা প্রভৃতি গুণাবলী শত্রুমিত্র নির্ব্বিশেষে সকলে স্বীকার করতে দ্বিধা করেনি। এই লক্ষাধিক মহাপুরুষের সাক্ষ্যের মোকাবিলায় মিঃ টিটফের উক্তি কিরূপে ধুপে টিকতে পারে?

খোদার অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক যুক্তিরও অভাব নাই। তবে ঐ সব যুক্তিই খোদা-প্রাপ্তির জন্য যথেষ্ট নয়। তাই আমি শুধু এটুকু বলেই শেষ করতে চাই যে, এখনও মিঃ টিটফকে এমন পবিত্র লোকের অস্তিত্বের সন্ধান দিতে পারি, যাঁর কাছে কিছু দিন থাকলে তিনি খোদার এমন অলৌকিক নিদর্শন দেখতে পাবেন যদ্বারা তাঁর অহমিকা ও দম্ভোক্তি ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে।

সম্পাদকীয়

আমাদের নব-বর্ষ

মে মাস হইতে আমাদের নব-বর্ষ আরম্ভ হয়। দুঃখের বিষয় কতিপয় বাধাবিপত্তি বশতঃ আহ্‌মদী যথা সময়ে ছাপিয়া বাহির হইতে পারে নাই এবং আমাদিগকে প্রথম তিন সংখ্যা একত্রে প্রকাশ করিতে হইল। তবু এই যুক্ত সংখ্যায় আরবী অক্ষর ব্যবহৃত হইতে পারে নাই। আল্লাহ্-তা'লা আমাদের যাবতীয় অসুবিধা দূরীভূত করুন এবং আমাদের প্রচেষ্টাকে সর্বোতভাবে সাফল্যমণ্ডিত ও আশীষযুক্ত করুন।

আহ্‌মদীর চাঁদা

যে সকল বন্ধুর চাঁদা ফুরাইয়াছে, তাঁহাদের চাঁদা পাঠান এবং আহ্‌মদীর গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি ও বহুল প্রচারের চেষ্টা করা উচিত। ইতপূর্ব ব্যবস্থায় আহ্‌মদী ডবল ক্রাউন ½ কাগজে ৮ পৃষ্ঠায় ছাপিত। কভার থাকিত না। আরবী অক্ষরও ছিল না। ছাপা খরচও কম ছিল। এখন ইহা ডবল ক্রাউন ¼ কাগজে ১৬ পৃষ্ঠা ও কভার পেজ ৪ পৃষ্ঠা লইয়া ছাপার ব্যবস্থা হইয়াছে। আরবী অক্ষরের ব্যবস্থাও, ইন্‌শাআল্লাহ্, শীঘ্রই হইয়া যাইবে। বর্তমান ব্যবস্থায় খর্চা অধিক পড়ায় সডাক বার্ষিক মূল্য ৪৲ স্থলে ৫৲ টাকা এবং প্রতি সংখ্যা ·২৫ পয়সা ধার্য হইয়াছে। তবলীগ উদ্দেশ্যে কনসেশন ২৲ টাকা স্থলে ৩৲ টাকা করা হইয়াছে। আমাদের তাকিদের অপেক্ষা না করিয়া বন্ধুগণ অবিলম্বে তাঁহাদের চাঁদা পাঠাইয়া দিবেন।

'আহ্‌মদী' প্রকাশে বিলম্ব হইতেছে বলিয়া রোজ বহু অভিযোগ পাইতেছি। নূতন ব্যবস্থার প্রশংসা সূচক বহু বাণীও পাইতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রাচীন গ্রাহকগণের চাঁদা আদায়ের বিষয়ে খুবই শৈথিল্য দেখা যইতেছে। বন্ধুগণ বিচার করিবেন ইহা কেমন কথা। তাঁহারা অচিরাৎ চাঁদা পাঠাইয়া আমাদিগকে চাঁদা আদায়ের চিন্তা হইতে মুক্ত করিবেন এবং পূর্ণোদ্যমে গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা করিবেন। আল্লাহ্-তা'লা সকলকেই সাহায্য করুন এবং উত্তম প্রতিদান দিন। প্রকাশ থাকে যে উপযুক্ত গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি এবং চাঁদা সংগ্রহ হইলে কলেবর বৃদ্ধি করা হইবে।

বন্ধুগণের নিকট শুধু চাঁদা প্রেরণের অনুরোধই রহিল না, বরং সর্বান্তঃকরণে সফলতা ও কৃতকার্যতার জন্য দোয়ার অনুরোধও রহিল।

আমাদের নূতন ব্যবস্থা

৮ই জুন হইতে পাকিস্তানে নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইয়া ফিল্ড মার্শাল মুহাম্মদ আয়ুব খান পাকিস্তান জমহুরিয়ার প্রথম সদর পদ গ্রহণের হলফ উপলক্ষে পাকিস্তান সদর আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়ার উমুরে খারেজার নাযের মুকর্রম জনাব সৈয়দ যয়নাল্ আবেদীন ওলিউল্লাহ্ শাহ্ সাহেব এক তারবার্তা দ্বারা ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খানকে আহ্‌মদীয়া জমাআতের পক্ষ হইতে মুবারকবাদ দিয়াছেন। তারবার্তাটির অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"আহ্‌মদীয়া জমাআতের পক্ষ হইতে মুবারকবাদ ও শুভকাঙ্খা গ্রহণ করুন। প্রার্থনা করি আমাদের পরম দয়ালু, 'আরহামুর-রাহেমীন', সর্বশক্তিমান খোদা নয়া শাসনতন্ত্র প্রবর্তনকে ইস্‌লামী পাকিস্তান গঠনে আপনার নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টার একটি স্থায়ী ও মুবারক স্মৃতি স্বরূপে পরিণত করুন"

আমরা সর্বান্তঃকরণে এই প্রার্থনায় শামিল হইতেছি এবং 'আমীন' বলিতেছি।

১। আল্লাহ্ অদ্বিতীয়। কেহ তাহার গুণে, সত্তায়, নামে ও পূজায় বা এবাদতে অংশী বা সমকক্ষ নয় এবং কখনও হইতে পারে না।

২। ফেরেস্তা ও স্বর্গীয় দূতের অস্তিত্ব আছে।

৩। আল্লাহতাআলা অনির্দ্দিষ্ট কাল হইতে মানব সমাজকে সৎপথ-প্রদর্শন জন্য সর্বদেশে এবং সর্ব জাতিতে নবী বা অবতার প্রেরণ করিয়া আসিতেছেন। পবিত্র কোরআন শরীফে উল্লিখিত প্রত্যেক নবী বা অবতারের প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি এবং অনুল্লিখিত অবশিষ্ট সকল নবীকে সাধারণভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি।

৪। খোদাতায়ালার কেতা'ব কোরআন শরীফ আমাদের ধর্ম গ্রন্থ। হযরত মুহম্মদই (সাঃ) আমাদের নবী এবং তিনি 'খাতামুন্ নবীয়ীন' বা নবীগণের মোহর।

৫। 'অহি' বা ঐশীবাণীর দ্বার সর্বদাই উন্মুক্ত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। আল্লাহ-তা'লার কোনও গুণ বা 'ছিফাত' কখনও অকর্ম্মণ্য বা বিলুপ্ত হয় না। যেরূপ তিনি অতীতে তাঁহার পবিত্র ভক্ত দাসবৃন্দের সহিত বাক্যালাপ করিতেন, এখনও তদ্রূপ করিতেছেন এবং পৃথিবীর শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্তও করিতে থাকিবেন।

৬। এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণরূপে 'একিন' বা বিশ্বাস রাখি যে, কোরআন শরীফে বর্ণিত 'তক্দীর' বা খোদা-তা'লার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অলঙ্ঘনীয়; এবং আমাদের ইহাও বিশ্বাস যে, আল্লাহ-তা'লা মানবের দোয়া বা প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং প্রার্থনা বলে মহৎ কার্য্যসমূহ সাধিত হইয়া থাকে।

৭। মৃত্যুর পর মানবের পুনরুত্থান হইবে তাহা আমরা বিশ্বাস করি এবং কোরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত বেহেশ্‌ত ও দুযখের (স্বর্গ ও নরক) প্রতিও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি, এবং ইহাও আমাদের বিশ্বসা যে, পুনরুত্থানের দিবস হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বিশ্বাসীদিগের জন্য 'শাফাআত' করিবেন।

৮। ইহাও আমাদের ঈমান যে, যে ব্যক্তির আগমন সম্বন্ধে অতীতের নবীগণ বিভিন্ন নামে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন এবং যাহার বিষয় কোরআন শরীফে————"তিনিই আল্লাহ, যিনি মক্কাবাসীদের মধ্যে নবী প্রেরণ করিয়াছিলেন——এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা এখনও তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই"—হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) জগতে দ্বিতীয় আগমন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যাঁহাকে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) স্বয়ং 'নবী ইসা মসিহ্' এবং 'মাহ্দি' নামে অভিহিত করিয়াছেন, তিনি কাদিয়ান নিবাসী হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) ভিন্ন অন্য কেহই নহেন।

৯। এ বিষয়েও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি যে, কোরআন শরীফ পূর্ণ এবং চরম ধর্মশাস্ত্র। অতঃপর কেয়ামত বা পুনরুত্থান দিবস পর্য্যন্ত আর কোন নূতন শাস্ত্রের আবশ্যক হইবে না। আমাদের ঈমান এই যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একাধারে সকল নবীদিগের সকল গুণে বিভূষিত ছিলেন এবং তাঁহার আবির্ভাবের পর তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া ভিন্ন অন্য কোনও উপায়ে কোন ব্যক্তির পক্ষে আধ্যাত্মিকতার উচ্চ আসন পাওয়া তো দূরের কথা, এমন কি সত্য বিশ্বাসী হওয়াও সম্ভবপর নহে। আমরা এ কথা একেবারেই বিশ্বাস করি না যে, কোন সময়ে কোন পূর্ব কালীন নবী পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিবেন। কারণ তাহা হইলে হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির দুর্বলতা স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু আমাদের বিশ্বাস এই যে, হযরত মোহাম্মদের (সাঃ) উম্মত বা অনুবর্তিগণ হইতেই অতীব শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সম্পন্ন সংস্কারকগণের আবির্ভাব সর্বদা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। এমন কি, হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির অনুকম্পায় মানবের পক্ষে নবীর অবতারের পদও লাভ করা সম্ভব, কিন্তু কোন নবী বা অবতার কোন নূতন ধর্মশাস্ত্র সহকারে বা হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) অনুসরণ ব্যতিরেকে আবির্ভূত হইতে পারে না। কারণ তাহা হইলে হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) পূর্ণ নবুওতের অবমাননা করা হয়। ইহাই 'নবীদের মুহর' বাক্যের প্রকৃত অর্থ এবং এই অর্থই হযরত রসুল করিমের (সাঃ) দুইটি পরস্পর বিপরীত বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে। যথা, তিনি একস্থানে বলিয়াছেন যে, "আমার বাদে নবী নাই" এবং আবার অন্যত্র বলিয়াছেন, "আমার পরে মসিহ আসিবেন যিনি খোদাতা'লার নবী হইবেন।" ইহা হইতে পরিস্কাররূপে বুঝা যায় যে, হযরত রসুলে করিমের (সাঃ) উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, তাঁহার পরে তাহার উম্মতের বাহির হইতে নূতন ধর্মশাস্ত্র সহকারে কোন নবী আসিবেন না। এতদনুসারে ইহা আমাদের বিশ্বাস যে, প্রতিশ্রুত মসিহ এই উম্মত হইতেই আবির্ভূত হইয়াছেন এবং সেই অবস্থায় নবুয়তের পদও লাভ করিয়াছেন।

১০। আমরা নবীদের 'মোজেযা' বা অলৌকিক লীলাসমূহে বিশ্বাস করি। কোরআন শরীফের ভাষায় ইহাকেই 'আয়াতুল্লাহ' বা আল্লাহ-তা'লার নিদর্শন বলা হইয়াছে। এই বিষয়ে আমরা পূর্ণ ঈমান রাখি যে, খোদা-তাআলা নিজ মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করিবার জন্য এবং নবীদিগের সত্যতা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত এরূপ "আয়াত" বা নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া থাকেন যাহা মানব ক্ষমতার সম্পূর্ণ বহির্ভূত

আহমদীর নিয়মাবলী

১। বৎসরের যখনই যিনি গ্রাহক হউন না কেন, তাঁহাকে বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে কাগজ গ্রহণ করিতে হইবে। মে হইতে 'আহ্‌মদীর' নূতন বর্ষ আরম্ভ হয়।

২। ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে প্রবন্ধ গ্রহণ করা হইবে না।

৩। প্রবন্ধ সর্বদা এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। নচেৎ ছাপা হইবে না। প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও কোন আপত্তি নাই। দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ পাঠাইবেন না সম্পূর্ণ প্রবন্ধ না পড়িয়া উহার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য এক পৃষ্ঠা কাগজ কাঁচা লেখা সংশোধন করিয়া প্রকাশ করা হইবে।

৫। প্রবন্ধ পরিষ্কার হস্তাক্ষর বা টাইপ করিয়া পাঠাইতে হইবে। নচেৎ ছাপা হইবে না, অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হয় না। ফেরৎ পাঠাতে হইলে উপযুক্ত ডাক টিকেট সঙ্গে দিতে হইবে।

৬। যাবতীয় প্রবন্ধ **'সম্পাদক', আহমদী, ৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা**—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৭। 'আহ্‌মদীর' বাৎসরিক চাঁদা ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় ব্যবহার করিবেন :—

'ম্যানেজার, আহ্‌মদী কার্য্যালয়,' ৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পূর্ণ এক পৃষ্ঠা	প্রতি সংখ্যা	৪০৲
" অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম	"	২৫৲
" সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম	"	১৫৲
সিকি কলম	"	৮৲
কভার পৃষ্ঠা—২য় পূর্ণ পৃষ্ঠা		৭০৲
" " " অর্ধ "	"	৪০৲
কভার পৃষ্ঠা। ৩য় পূর্ণ	প্রতি সংখ্যা	৫০৲
" " " অর্ধ	" "	২৫৲
" " ৪র্থ পূর্ণ	" "	৮০৲
" " " অর্ধ	" "	৪০৲

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

১। বিজ্ঞাপনের ব্লক ইত্যাদি বিজ্ঞাপনদাতা সাপ্লাই করিবেন এবং ছাপা শেষ হইলে উহা ফেরত নিবেন। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই।

২। যে সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে হইবে, তাহার পূর্বে মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে বিজ্ঞাপনের কপি ইত্যাদি আমাদের অফিসে পৌঁছান চাই।

৩। কোন মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, তাহার পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে।

৪। অশ্লিল ও কুরুচি সম্পন্ন বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না।

৫। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন—

কার্য্যাধ্যক্ষ, আহমদী,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

আহ্‌মদীয়া মতবাদ সংক্রান্ত ইংরাজী, উর্দু যে কোন ভাষায় বই পুস্তক ক্রয়ের জন্য পত্র লিখুন :—

আশ শেরকাতুল্‌ ইস্‌লামীয়া
রাবওয়া (পঃ পাকিস্তান)

ঃ ক্রয় করুন ঃ

১।	আমাদের কথা —	·৩৭
২।	আহমদ চরিত—	·৫০
৩।	কিশ্‌তিয়ে নূহ—	১·২৫
৪।	খাতামুন নবীঈন—	২·০০
৫।	মহাসুসংবাদ—	·২৫

সম্পাদক—পুস্তক বিভাগ,
৪নং বক্সিবাজার রোড,
ঢাকা

Printed by Abdur Raquib Khan from Kitab Manzil Press & Published by Fazlul Karim Molla from 4, Bakshi Bazar Road, Dacca, for the proprietors, 'East Pakistan Anjuman Ahmadiyya.'
Editor: *A. H. Muhammad Ali Anwar*